

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গুনসালভেস, সিএসসি
সিলভিয়া মজুমদার
মি: রবার্ট টমাস কস্তা

সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৫

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

ফেরিয়াল আজাদ

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাহার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

ব্রাদার শ্যামল জেমস গোমেজ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

বর্নগস কালার স্ক্যান

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরোজান সুশিক্ষিত জনপত্তি। তাই আলোচন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অল্পমিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রন্থ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে পুর্ন করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-পোয়া ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মদাবোধ জন্মাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুরে শিখনফল সূক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

খ্রিষ্টাব্দ ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনানুশাসন ও ইশ্বর কর্তৃক আত্মত ব্যক্তিসমূহের আনুগত্য ও জীবনচরিত্র সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত কবিত্বসমূহের আলোকে রচনা করা হয়েছে। পরিব্রাজা যীশুর জীবন ও কাহিন্যগো জানা ও তাঁর পরিপ্রাপ্তে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনার উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে অত্র পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

একবিংশ শতকের অসীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি বৈদিক মূল্যায়ন ও ট্রাই অ্যাউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে - যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, ডিজাইন, মনুনা প্রদ্রুপি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ আপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যয়িত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

| অধ্যায় | অধ্যায়ের শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|----------|--|--------|
| প্রথম | ঈশ্বরকে জানা | ১-১২ |
| দ্বিতীয় | ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য | ১৩-১৯ |
| তৃতীয় | মানুষ সৃষ্টি | ২০-২৮ |
| চতুর্থ | দুর্গমুখ ও মানুষের পতন : পরিমার্জনের প্রতিক্রিয়া | ২৯-৩৫ |
| পঞ্চম | ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়ার সাক্ষাৎ | ৩৬-৪২ |
| ষষ্ঠ | মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম ও শৈশব | ৪৩-৫২ |
| সপ্তম | প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ | ৫৩-৬০ |
| অষ্টম | খ্রিস্টমন্ডলীর জন্ম ও প্রেরণকর্ম | ৬১-৭০ |
| নবম | সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা | ৭১-৮১ |
| দশম | খ্রিস্টীয় বৈরাগ্য | ৮২-৮৮ |

প্রথম অধ্যায় ঈশ্বরকে জানা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টা ও অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। মানুষ হলো তাঁর সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি। জগতের ইতিহাসের প্রথম দিকে তিনি মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলতেন। মানুষের কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও পথ নির্দেশনার কথা বলতেন। ধীরে ধীরে মানুষের পরিবর্তন হতে লাগল। কখনো কখনো তিনি বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষের প্রতি তাঁর পঞ্জীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর চান, মানুষ যেন তাঁকে জানে, যেসে চলে ও ভালোবাসে। তারা যেন পরস্পরকে এবং অন্য সকল সৃষ্টিকেও ভালোবাসে ও তাদের যত্ন নেয়। ঈশ্বরের এই আশ্বাসে সাদা সেওয়া মানুষের কর্তব্য।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বর কীভাবে পর্যায়েক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরকে জানার উপায়

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করার পর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে দিয়েছেন সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার অধিকার। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব রয়েছে সৃষ্টিকর্তাকে জানার। তাঁকে জানার জন্য মানুষের নিক থেকেও আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দিয়েছেন অনেক গুণ। চারদিকের বিভিন্ন সৃষ্টি দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। এমন প্রিয় ঈশ্বরকে জানা মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

ঘেটবেলার আমরা মেনেছি, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, মানতে, ভালোবাসতে এবং অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে থেকে সুখী হতে। আমাদের জন্য এটা তাঁর একটি আশ্বাস। তাঁকে জানতে হবে সত্যকে জানার মাধ্যমে। নিম্নলিখিত উপায়গুলো অনুসরণ করলে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি :

- সৃষ্টি জীবজন্তু ও বস্তুর মধ্য দিয়ে;
- ব্যক্তিমামুষের মাধ্যমে;
- পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে;
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমে; এবং
- ঈশ্বরশূর বীডর মাধ্যমে।

কাজ : পাভাকলমসহ বাইবেল দিয়ে চারদিকের সৃষ্টিগুলো দেখ। তোমার মতে কোন সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায়, তা লিখে নিয়ে আস। একাধিক সাক্ষরকে সাথে তা সহজতালিকা কর।

ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ

যারা এখনো খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়নি, তাদের সম্বন্ধে সাধু পল বলেছেন, ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের সামনেই আছে। ঈশ্বর নিজেরি তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর গুণ অনুশ্য। তাঁর শক্তি চিরস্থায়ী। তাঁর আদি বা অন্ত নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। জগতে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ক) সৃষ্টি জীবজন্তু ও বস্তুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানা : ঈশ্বর সকল সৃষ্টির উৎস। বিশ্বকে তিনি পত্তি দিয়েছেন। সেই পত্তি অনুসারে সারা বিশ্ব চলছে। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়েছেন নিয়ম-শৃঙ্খলা। সবকিছু সেই নিয়ম অনুসারে চলছে। বিশ্বকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এ সবই তাঁর নিপুণ হাতের হচনা। এই বিশ্বের সকল সৃষ্টির অপূরণ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সৌন্দর্যকে আমরা জানতে পারি। এত সুন্দর করে যদি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবচেয়ে বেশি সুন্দর। তিনি সবচেয়ে সুন্দর বলেই সব সৌন্দর্যের উৎসও তিনি।

খ) ব্যক্তিমামুষের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : জীবজন্তু ও সকল বস্তুর ন্যায় মানুষও ঈশ্বরের নিপুণ হাতের সৃষ্টি। ঈশ্বর তাঁর প্রতিসৃষ্টিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আদমের পীতন থেকে হাড় নিয়ে তিনি হবাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই হলেন প্রথম মানব। মানুষের উত্স বা আদি হলেন ঈশ্বর। মানুষ ঈশ্বরের মতো ন্যায়বান, দয়ালু, সত্য, সুন্দর, পবিত্র, সজ্ঞানশীল, সহনশীল ইত্যাদি গুণ লাভ করবে, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কারণ তাকে জো ঈশ্বর নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদের ইচ্ছাপ্রতি, জ্ঞান, বিবেক, নৈতিকতা এবং অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা দিয়ে ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানতে পারি। এভাবে আমরা দিনে দিনে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

সবকিছুর শুরু ও শেষ ঈশ্বরেরই হাতে। এসবের মধ্যে আর কারও হাত নেই। আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, সেজন্য তিনিই আমাদের কাছে আসেন। তিনিই নিজেকে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন, যেন মানুষ তাঁকে জানতে, যানতে ও ভালোবাসতে পারে। অবশেষে মানুষ যেন তাঁর সাথে চিরকাল সুখে বাস করতে পারে।

কাজ : তোমার জীবনে মানুষের মধ্য দিয়ে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছ, তা দলের সকলের সাথে সহজগপিতা কর।



পবিত্র বাইবেল

গ) পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। সৃষ্টি থেকে শুরু করে বীভর মধ্য দিয়ে মানুষের পরিচালনা আনা পর্যন্ত ঈশ্বর নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেই কথাগুলোই পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে। আমরা ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা দিয়ে পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারি।

খ) বীতর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন নিজের পূর বীতর মধ্য দিয়ে। আসে আমরা ঈশ্বরের কথা জনতার প্রবক্তাদের দ্বারা দিয়ে। কিন্তু প্রভু বীত মানুষরূপে জন্ম নেওয়ার পর মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পেরেছে নিজের চেয়ে। বীত বলেন, 'যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। কারণ, আমি পিতার মধ্যে আছি, আর পিতা আছেন আমার মধ্যে।' বীতর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পক্ষি, ন্যাডাতা, ঘরা, ভালোবাসা, কথা এ সবগুলোর পরিচয় পাই। বীতকে স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে আমরা পিতাকেই স্পর্শ করতে পারি। বীতর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার কথা জনতে পাই।



পূর মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখা

ঙ) খ্রিষ্টমতীর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : বীত খ্রিষ্ট নিজে মতী হাশন করেছেন। তিনি স্বর্গে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন খ্রিষ্টমতীর প্রকৃত জন্মদিন। সেদিন থেকেই পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মতীকে পরিচালনা করে আসছেন। এখন মতীর সেকুলুনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও তাঁর প্রতিকল্পনা জানতে পারি।

কাজ : ছবি প্রতিদিন পড়ানো সূক্তর আসে পবিত্র বাইবেলের একটি অংশ পঠি করবে- এরকম একটি প্রতিজ্ঞা কর এবং সকলের সাথে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা সহজপিতা কর।

পাঠ ২ : ঐশ্বর্যকাশের ধাপসমূহ

যেহায ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি। তা দিয়ে মানুষ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে জানতে চেষ্টা করে। তবে মানুষ শুধু তাঁর নিজের চোঁয় ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারে না। কারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত। তাই ঈশ্বর নিজেই ইচ্ছা করেছেন মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে। তিনি তাঁর কাজ ও বাণীর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন তাঁকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে পারে। এভাবে মানুষ যেন প্রকৃত সুখী জীবন যাপন করতে পারে।

ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে হঠাৎ করে প্রকাশ করেননি। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার মধ্য দিয়ে বীতর আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা পেরেছে। নিচে আমরা ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ধাপগুলো একের পর এক আলোচনা করব।

ক) সৃষ্টি : ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনিই ভালোবাসা। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছেন। তাই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটছে।

খ) আলি পিতা-মাতা : সৃষ্টির ঘট দিনে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এ কারণে তিনি মানুষকে নিজের সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশের পথে মানুষের পাপ বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। পাপের ফলে মানুষ পাক্তি পেলেন। মানুষের পতন হলো। স্বর্গ থেকে মানুষ দ্রবিত্ব হলেন জগতে।

কিন্তু এই পতনের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনে ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এভাবে সর্বদা মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। বারো মুক্তির খোঁজ করে, তারা সবাই পরিত্রাণ পায়।

গ) নোয়া : ধীরে ধীরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকল। তারা বহু জাতি ও ভাষার বিকৃত হয়ে গেল। পৃথিবীতে পানির পরিমাণও বেড়ে গেল। ঈশ্বরকে তারা ভুলেই গেল। একমাত্র নোয়া ও তাঁর পরিবার ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্ধান সেখানেই।



মহাপ্লাবনের পর নোয়ার কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বর এক মহাপ্লাবনের মধ্য দিয়ে নোয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ছাড়া অন্য সকল মানুষকে লাস্য করে ফেললেন। নোয়ার সাথে এক জোড়া করে সমস্ত জীবজন্তু ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন। এই প্রাকনের মাধ্যমে পৃথিবীর পাশ ধুয়ে গেল। এরপর নোয়ার সাথে ঈশ্বরের একটি সন্ধি স্থাপিত হলো। নোয়ার মাধ্যমে তিনি এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুললেন।

ঘ) অব্রাহাম : ঈশ্বর নিজেকে আরও প্রকাশ করার জন্য একজন বর্ধমান ও বিশ্বাসী ভক্তকে বেছে নিলেন। তাঁর নাম হলো অব্রাহাম। পরে ঈশ্বর তাঁর নাম পরিবর্তন করে আব্রাহাম রেখেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের খুব বাধ্য ছিলেন। আব্রাহামকে ঈশ্বর একটি আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আব্রাহামকে তার পিতৃপুত্র, আত্মীয়স্বজন ও সেনা ছেড়ে কদাম সেনাে যেতে আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন, আব্রাহামের বংশ থেকে সৃষ্টি হবে এক মহাজাতি। আব্রাহামের তখনো কোনো সন্তান ছিল না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সারা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আব্রাহাম ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বরের সেই আদেশ পালন করে আব্রাহাম ঈশ্বরের নিষ্পত্তি সেনাে চলে গেলেন। ঈশ্বর আব্রাহামের উপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঈশ্বর তাঁকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। তাঁর সাথে ঈশ্বর একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।



অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

অব্রাহাম একটি সন্তান লাভ করলেন। তাঁর নাম ইসায়াক। ঈশ্বর আব্রাহামকে বশেছিলেন, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর সন্তান ইসায়াককে বশি সেন। আব্রাহাম তাই করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে জা করতে বোধনি। এভাবে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর পতীর ভালোবাসার প্রমাণ সেন। ইসায়াক নিজে এবং তাঁর পুর বাকোবও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ঈশ্বর যাকোবের নাম দিয়েছিলেন ইস্রায়েল।

৩) মৌশী : ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ ও মুক্তিকর বাস্তবায়নের জন্য ইষ্ট্রায়েল জাতিকে বেছে নিয়েছিলেন। তারা বাস করতে কানান দেশে। অভাবের কারণে তারা মিশর দেশে এসে বসবাস করতে লাগল। ক্রমে তারা ঐ দেশের দাসে পরিণত হলো। মিশর দেশের রাজা কারাও তাদেরকে দিয়ে কর্তার পরিশ্রম করাতেন। তাদেরকে শক্তিও দিতেন প্রভু। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে কল্পকাটি করতে লাগল। ঈশ্বর মৌশীকে আহ্বান করলেন ইষ্ট্রায়েল জাতিকে মুক্ত করে বাহীন দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মৌশী তাঁর ভাই আরোনের সহায়তায় ইষ্ট্রায়েল জাতিকে মুক্ত করলেন। তাদেরকে সোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে বাহীন দেশের দিকে নিয়ে গেলেন। পরে মৌশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইষ্ট্রায়েল জাতির জন্য দশ আজ্ঞা দিলেন। এভাবে মৌশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে আরও অনেকবার প্রকাশ করলেন।



মরুভূমিতে ইষ্ট্রায়েল জনগণ

৪) ইষ্ট্রায়েল জাতি : মৌশীর নেতৃত্বে ঈশ্বর ইষ্ট্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুত দেশে আনলেন। এই দেশ হলো দুধ আর মধুপ্রবাহী দেশ। অর্থাৎ ঘাসা-বাগড়াসহ সবকিছুর নিরাপত্তা পাওয়া গেল এখানে। তাদেরকে দিয়ে ঈশ্বর একটি বিশেষ জাতি গঠন করলেন। মৌশীর মধ্য দিয়ে সিদাই পর্বতে ঈশ্বর ইষ্ট্রায়েল জাতির সাথে একটি সন্ধি স্থাপন করলেন।

ঈশ্বর যে আজ্ঞাগুলো তাদের দিয়েছিলেন, সেগুলোর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে নাড়ান, হেঁদময় ও মলময় বলে আরও পতীতভাবে জানতে লাগল। তিনি তাদের আবার স্বরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি তাদের জন্য একজন প্রাপকর্তাকে পাঠিয়ে দিবেন। এভাবে ইষ্ট্রায়েলীরা হলো ঈশ্বরের মনোনীত জনসমাজ।

৫) প্রবচাপণ : ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বারে বারে ঈশ্বরের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়েছে। প্রতিশ্রুত দেশে তারা জটিলভাবে বসতি স্থাপন করে। সমাজ ও দেশে তারা শক্তি-শৃঙ্খলা চায়। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে একজন রাজার জন্য প্রার্থনা করে। ঈশ্বর তাদেরকে রাজা দেন। সেই থেকে তারা রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সব রাজার জীবন একরকম ছিল না। কোনো কোনো রাজা ঈশ্বরকে ভুলে যান এবং অত্যাচারী হয়ে উঠেন। অন্যায়, অন্যায়তা, পাশ রাজাদের ও গোটা জাতিকে বিশেষ নিয়ে যায়। ফলে ঈশ্বর তাদেরকে সুপথে কিভাবে আনার জন্য বিভিন্ন প্রবচা বা নবীকে পাঠান। প্রবচাপণ ঈশ্বরের কথামতো রাজাদের ও জাতির সব মানুষের কাছে বলতেন ও তাদের মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাতেন। প্রবচাপণ তাদেরকে অসত্যের হাত থেকে কিয়দে আদার চোঁট করতেন। তাঁরা খুব দৃঢ়তার সাথে ন্যায্যতা ও সত্যের কথা বলতেন। এভাবে প্রবচাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটতে থাকে। ঈশ্বরের প্রকাশ করার জন্য প্রবচাদের ভূমিকা ছিল খুবই বলিষ্ঠ।

৬) শীত প্রিষ্ট : ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবচার মুখ দিয়ে সেই কথা ঈশ্বর মানুষকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাঁর আপন পুত্রকেই এ জগতে পাঠাবেন। এ কাজের জন্য তিনি হারীয়া/হিরিয়াকে বেছে নিলেন। হারীয়ার পুত্র মুক্তিদাতার জন্য ঘটিকে তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঈশ্বর হারীয়ার কাছে মহাপুত্র পাত্রিয়েলকে পাঠিয়ে দিলেন। দূত হারীয়াকে এই সংবাদ জানালেন, তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে পূর্ণাঙ্গন করবেন ও মুক্তিদাতার জন্যই হবেন। হারীয়া ঈশ্বরের এই ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। সমগ্র পূর্ণ হলো পর মুক্তিদাতা হীতর জন্ম হলো।

বীত এসে মানুষের কাছে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ ঘটানেন। ঈশ্বর যে মানুষকে ভালোবাসেন তা বীতর মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রকাশিত হলো। তিনি সব মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন এবং নিজেকে ভালোবাসেছেন। কুশের উপর ঝাপ দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। বীত আমাদের জন্য হলেন পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার কাছে যেতে পারি। আমাদের আনি পিতা-মাতার পাশের ফলে আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুসান্ডা বীতর মাধ্যমে পিতা তা খুলে দিলেন। এভাবে আমরা বীতর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পেলাম।



মতলীর পরিত্যক্ত পোশ

খ) খ্রীষ্টমতলী : বীত খ্রীষ্টের স্থাপিত মতলীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে চলছে। জগতের বাস্তব অবস্থায় পবিত্র আত্মা মতলীর পরিচালকপদের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। পরিচালকদের মধ্য দিয়ে মতলীর জনগণ ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পার।

কাজ : প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রার্থনা দেখ।

পাঠ ৩ : মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা

৩.১ পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিভ্রমশেই ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ। একদো দিয়ে বিশ্বাসপূর্ণভাবে ধ্যান করলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসাপূর্ণ উপস্থিতি দেখতে পাই। মানুষের মধ্যে তিনি প্রাণবন্ত ভালোবাসা দিয়েছেন, যা মানুষ পরস্পরের জন্য প্রকাশ করতে পারে। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করি।

ক) আনন্দের একাক্ষিৎ দূর করার জন্য ঈশ্বর হব্যকে সৃষ্টি করলেন। তিনি এমনই একজন সহকারীকে সৃষ্টি করলেন, যাকে আনন্দের পছন্দ করবেন ও ভালোবাসবেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর মানুষকে কত ভালোবাসেন; মানুষের প্রতি তিনি কত সন্তুষ্ট। ঈশ্বর ভালোবাসেন বলে মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমানভাবে ভালোবাসেন।

খ) ঈশ্বর অপ্রাণ্যমকে অনেক ভালোবাসতেন। তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সে অপ্রাণ্যমকে একটি পুরস্কার দিলেন। অপ্রাণ্যমকে ঈশ্বর বলেন, ছুনি তোমার ঝিয় পুত্র ইসরায়েলকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও। এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রতি অপ্রাণ্যমের ভালোবাসার গভীরতা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। অপ্রাণ্যম ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ নিজের পুত্রকে বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এভাবে তাঁর ভালোবাসার আদর্শ রেখেছেন।



অর্ণা চলে যায়, কথ তাঁর শাত্তিকে যা বলে গ্রহণ করে

প) অর্ণা ও কথ - দুজনই এক পরিবারের বউ ছিল। তাদের দুজনেরই স্বামী মারা গেল। তাদের শাত্তি নাওমী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে কি না। অর্ণা তার নিজ পিতার বাড়িতে চলে গেল। কিন্তু কথ রয়ে গেল তার বিধবা শাত্তির সাথে। শাত্তিকে সে নিজ ঘরের মতো করেই দেখতে থাকল। তাদের পারিবারিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

ঘ) ইস্ত্রায়েল জাতিক মনোনিীত করে ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন। মানুষ নিজের স্বীকে যেভাবে ভালোবাসে, ঈশ্বরও ইস্ত্রায়েল জাতিকে সেভাবে ভালোবাসলেন। ঈশ্বর চাইলেন, তাঁর আপন জাতির মানুষেরাও যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসে। তাই তিনি মোশীর মধ্য দিয়ে প্রস্তুত মন আজায় বসেছেন, 'তুমি তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।' তিনি ইস্ত্রায়েল জনগণকে আরও বলেন, 'তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।

ইস্ত্রায়েল জাতি বারবার পাশ করে দূরে সরে গেলেও ঈশ্বর তাঁকে আবার ফরা করে কাছে টেনে নেন। কারণ ঈশ্বর প্রেমশীল ও কৃণাময়, প্রোখে ধীর এবং সহ্য ও সত্য্য মহান। সন্ত্র সন্ত্র পুত্র পর্বত তিনি সন্ত্র সেবাদ, অপরায় ফরা করেন।' এভাবে ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসার আদর্শ প্রকাশ করলেন।

ঙ) রাজা দাউদ শুরুতর পাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পাশের জন্য ফরা প্রার্থনা করলেন। অনেক প্রায়চিত্ত করলেন। আর ঈশ্বর সেই পাশের ফরা দিলেন। কারণ ঈশ্বর দাউদকে ভালোবাসতেন। দাউদের রাজত্ব কোনোদিন ভেঙে যায়নি।

৩.২ নতুন নিয়মে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের মূলভাটিই হলো ভালোবাসা। সাধু যোহন বলেন, 'আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালোবাসা এতই প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জনতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা আমরা জীবন লাভ করি। এই তো তাঁর সেই ভালোবাসার মূলকথা : আমরা যে পরমেশ্বরকে ভালোবাসেছিলাম, তা নয়; তিনিই আমাদের ভালোবাসলেন আর তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের পাশের প্রায়চিত্তকপি হওয়ার জন্য পাঠালেন। ঈভিত্তজনেসো, পরমেশ্বর যদি আমাদের এমনভাবেই ভালোবাসে থাকেন, তাহলে আমাদেরও উচিত পরমেশ্বরকে ভালোবাসা। পরমেশ্বরকে কেউ কোনোদিন দেখেনি, তবে আমরা যদি পরমেশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে রয়েছেন এবং ঈশ্বর-প্রেমও আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করেছে' (১ যোহন ৪:৯-১২)।

ইশ্বর এখনে মানুষকে ভালোবাসেন। তথাপি মানুষ তার মর্যাদা দেখনি। মানুষ ব্যর্থতার পাপ করে ইশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু ইশ্বর আবার তাকে কমা করেন ও কাছে টেনে নেন। তিনি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য নিজের পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়ে তাঁর ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ দিলেন।

বীণা ব্রিটিশ আমাদের কাছে পবিত্র গ্রন্থকে তুলে ধরেন। পিতা, পুত্র ও আত্মার মতোকার পবিত্র ভালোবাসার কথা তিনি আমাদের হৃদয়ে সিলে দিতে চান। পিতা ও পুত্র যেমন পরস্পরকে ভালোবাসেন একই এক থাকেন, তাঁর শিষ্যগণও যেন তেমনি করে একে অপরকে ভালোবাসে ও এক থাকে।

কমালী পিতা, যারানো হেসে ও কটিন-ক্লার ভাইয়ের উপমা কাহিনীর (সূচ ১৫:১১-৩২) মধ্য দিয়ে বীণা ঐশ ভালোবাসার একটি সুন্দর ভিত্তি তুলে ধরেন। বীণা আমাদেরকে বলেন, আমরা যেন সবাইকে ভালোবাসি, এমনকি শত্রুদেরও। তিনি যে ভালোবাসার কথা বলেন তা তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন। ক্রুশের উপর যন্ত্রণাজোশের সময় তিনি তাঁর শত্রুদের কমা করে দিয়ে ইশ্বরের ভালোবাসার হৃদয় প্রমাণ দিলেন।

কথা : ইশ্বরের ভালোবাসা তুমি কাদের মধ্য দিয়ে কীভাবে পেরেছ তা নলে অন্যদের সাথে সহজগিতা কর।

পাঠ ৪: সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইশ্বরের ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা

সামসংগীত ৮ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির মধ্যে কীভাবে ইশ্বর উপস্থিত রয়েছেন। সামসংগীত রচয়িতা বলেন:



জেলসেভেরা সৃষ্টির প্রশংসা করছে

যে ইশ্বর, যে আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীছড়ে কী মহিমার তোমার নাম।
মহাছা তোমার নভোসৌকর উর্ধে বিরাজমান।
তোমার আত্মার রচনা এই নভোসৌকর সিকে
আমি তাকাই যখন,
তাকাই যখন তোমার ভই যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা
ঈশ আর নক্ষত্রের সিকে—
আহা, মানুষ কে যে তার কথা মনে রাখবে তুমি?
কে-ই বা মানবসজ্জন যে তুমি যত্ন নেবে তার?
তবু তাকেই করেছে তুমি প্রায় সেবতার সমান,
তাকেই পরিচেন পৌরব আর মহিমার মুকুট।
তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভু নিরোহ তুমি তাকে,
রেবেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে।

এই সামসংগীতটিতে আমরা দেখতে পাই যে ইশ্বর তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যেই উপস্থিত আছেন। সব সৃষ্টিই তাঁর মহিমা ঘোষণা করছে।

ইশ্বর নিজের সব সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। প্রজাপুত্রকে বলা হয়েছে: 'হা-কিছু আছে, তুমি সেসব ভালোবাস। হা-কিছু পড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই কুণা কোরো না; যেহেতু কোনোকিছুর প্রতি যদি তোমার কুণা থাকত, তা তুমি পড়তে না। তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে? অস্তিত্বের উৎপত্তে তোমার আধার না থাকলে তা কেমন করেই বা কীভাবে থাকবে? তুমি যখন সবকিছু বীজও, ভাণ্ড, যে জীবন রেখিক প্রভু, সবই তোমার (প্রজা ১১:২৪-২৬)।

ঈশ্বর তাঁর স্ত্রীর সৃষ্টি তত্ত্বাবধান করেন। তবে তাঁর তত্ত্বাবধান কাজে সহজগী হওয়ার জন্য ঈশ্বর দায়িত্ব নিচ্ছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে এভাবে বশীকৃত করার ও তার উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব নিচ্ছেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন। তাঁকে জানতে হলে তাঁকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তাঁকে তো আমরা দেখি না, কারণ তিনি অদৃশ্য। তবে আমরা স্বীকারে তাঁকে ভালোবাসবো? আমরা তাঁকে সেখতে পাই সৃষ্টির মধ্যে, সকল মানুষের মধ্যে। সানু যোহন বলেন, 'কেউ যদি বলে, সে পরমেশ্বরকে ভালোবাসে, আর তবুও সে যদি নিজের ভাইকে খুঁধা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। কারণ যাকে সে সেখতে পায়, তার সেই ভাইকে সে যখন ভালোবাসে না, তখন যে পরমেশ্বরকে সে সেখতে পায় না, তাঁকে সে তো ভালোবাসতেই পারে না। আর আমরা তো স্বীকার করি থেকে এই আদেশই পেয়েছি : পরমেশ্বরকে যে ভালোবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালোবাসতে হবে' (১ যোহন ৪:২০-২১)। বীত খ্রিষ্ট শেখ তোজে বসে শিষ্যদের পা ধুয়ে নিয়ে সেবার মাধ্যমে ভালোবাসার আদর্শ সেন্ধিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরাও যেন এভাবে পরস্পরকে সেবা করি। সেবার মাধ্যমে যেন পরস্পরকে ভালোবাসি।



বিভিন্ন রকমের সেবাকাজ

উপরের কথাগুলো থেকে আমরা বুঝি, ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেও উপস্থিত। কাজেই আমরা যদি সৃষ্টিকে এবং বিশেষ করে মানুষকে ভালোবাসি, তবে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই ভালোবাসতে পারি।

নিম্নলিখিতভাবে আমরা সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি :

- ১। মা-বাবা, ভাইগোম ও প্রতিবেশীদেরকে ভালোবেসে ও তাদের সেবা করে।
- ২। ক্ষমার্তক খাবার, তৃক্ষমার্তক জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে সেবা, অশ্রুহীনকে অশ্রু দিয়ে।
- ৩। অন্যদের সাথে টিফিন সহজগিতা করে।
- ৪। পড়াশোনার দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করে।
- ৫। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের বাসার গিয়ে সেবা করে ও সাহায্য নিয়ে।
- ৬। যারা মনমরা হয়ে বসে থাকে, তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে।
- ৭। যেসব শিক্ষার্থীদের শীতের পোশাক নেই, তাদেরকে শীতের পোশাক দান করে।
- ৮। পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছপাার যত্ন নিয়ে।
- ৯। অথবা গাছপালা নষ্ট না করে।
- ১০। নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে।
- ১১। অথবা পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপচয় না করে।
- ১২। পতপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তদের বিনা কারণে হত্যা না করে।
- ১৩। পলিখিন ব্যাগ বা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস ব্যবহার না করে।

কাজ : 'আমরা কী অন্তরঙ্গ সৃষ্টি তোমার ভবি যখন বারে বারে' এই পাঠটি অথবা সৃষ্টি সম্পর্কিত অনুরূপ একটি গান সবাই গিয়ে পাঠ।

অনুশীলনী

সূচ্যস্থান পূরণ কর।

১. মনোনীত জাতি বারবার অবশ্য হয়েছে।
২. ঈশ্বর মৌন্যকে করলেন।
৩. ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে স্থাপন করলেন।
৪. পৃথিবীতে পাপের বেড়ে গেল।
৫. তারা ভুলেই গেল।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|------------------------------|-------------------------------|
| ১. পবিত্র বাইবেল হলো | ■ সে পিতাকেও সেবেছে |
| ২. যে আমাকে সেবেছে | ■ মওলী স্থাপন করেছেন |
| ৩. যীশু খ্রিষ্ট নিজেকে | ■ খ্রিষ্টমতলীর প্রকৃত জন্মদিন |
| ৪. পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন | ■ পিতার কথা তখনও পাই |
| ৫. যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা | ■ তার পরিকল্পনা জানতে পারি |
| | ■ ঈশ্বরের বাণী |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল সৃষ্টির উৎস কে?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. ঈশ্বর | খ. স্বর্ণদূত |
| গ. পিতা-মাতা | ঘ. মানুষ |

২. ঈশ্বর তান মানুষ যেন -

- i. ঈশ্বরকে জানে
- ii. ঈশ্বরকে মেনে চলে
- iii. ঈশ্বরকে ভালোবাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন একজন মেধাবী ছাত্র। একসময় সে খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় ও বিশপে চলে যায়। শিক্ষক তাকে তার ভুল সুঝিয়ে দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। সুমন তার শিক্ষকের ভালোবাসা গভীরভাবে বুঝতে পেরে সুপথে ফিরে আসে।

৩. দীতর কোন ৩টি শিক্ষকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

| | |
|--------------|---------------|
| ক. ন্যায্যতা | খ. দয়া |
| গ. ক্ষমা | ঘ. শ্লেহশীলতা |

৪. সুমনের প্রতি শিক্ষকের উক্ত আচরণের কারণ-

- পাপ থেকে মুক্ত করা
- ঐশ মহিমা প্রকাশ
- ছাত্রের প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

| | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সুমনশীল প্রশ্ন

- মিতা ও রমা দুই বাছবী। তারা ভক্তি সহকারে বাইবেল পাঠ করে। কোথাও বেড়াতে গেলে মিতা গভীরভাবে তার আশেপাশের গাছ, পানি, ফুল, নদী ইত্যাদি অপজ্ঞ সৃষ্টি খেয়াল করে। অপরদিকে রমার সমস্ত জীবজন্তুর প্রতি অসম্ভব দয়া। কেউ গাছ কাটলে সে রাধা দেয়। আশে পাশের পানিকে নিয়মিত ঝরার দেয়। প্রতিবেশী অসুস্থ হলে বা বিশপে পড়লে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

- ঈশ্বর যষ্ঠ দিনে কী সৃষ্টি করেছেন?
- ঈশ্বর কেন নোয়ার মাধ্যমে এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুললেন?
- মিতা তাঁর কাজের মাধ্যমে কাকে জানতে চায়, ব্যাখ্যা কর।
- রমার মত তুমিও কীভাবে ঈশ্বরের আহবানে সাড়া দিতে পার তা ব্যাখ্যা কর।

২. শ্যামল নিয়মিত তাঁর বাগানের যত্ন নিয়ে থাকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাগানের পাছগুলো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে বাগানটি ফুল, ফলে পরিপূর্ণ। সে তাঁর বাড়ির পশুপাখিদেরও যত্ন দেয়। শ্যামল মনে করে, একসোয় যত্ন করার দায়িত্ব তাঁর। অন্যদিকে তাঁর ভাই অমল শ্যামলের সাথে খাড়াপ ব্যবহার করে এবং পাড়া প্রতিবেশী বিশেষে পড়লে তাদের সেবার এগিয়ে যায় না। সে একটি বাড়িতে একাই বসবাস করে এবং বলে সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে।

ক. সৃষ্টির মধ্যে কে উপস্থিত আছেন?

খ. ঈশ্বর সৃষ্টির মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. শ্যামল তাঁর কাজগুলোকে কেন নিজের দায়িত্ব মনে করে তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর অমল ঈশ্বরকে ভালোবাসে? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সৃষ্টির উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন?
২. খ্রিষ্টমন্ডলী কী?
৩. ঈশ্বর কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
৪. পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মের মূলভাব কী?
৫. রাজা নাটিন গুরুতর পাশ করলেও ঈশ্বর কেন তাকে ক্ষমা করলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
২. আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বর্ণনা কর।
৩. ঈশ্বর কেন তাঁর পুত্রকে মানুষের বেশে পৃথিবীতে পাঠালেন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সৃষ্টির ও পবিত্র। তিনি রয়েছেন বিশ্বব্যাপী। তিনি সৃষ্টিকর্তা থেকে সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন তাঁর পৌরবের জন্য। ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে রয়েছে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা। সৃষ্টির প্রতি বস্তু সেতারা মানুষের দারিদ্র্য ও কর্তব্য। সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- সৃষ্টিকর্তা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৃষ্টিকর্তার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৃষ্টির বস্তু ও সেতারা করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দারিদ্র্যের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারব।
- রোমীয়দের সেবা করব।
- পাখি লাগাব ও তার যত্ন নিব।



পাঠ ১ : ঈশ্বরের সৃষ্টি

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ গভীর অন্ধকারময় ছিল। জগৎ ছিল শূন্য, বালি বা ঝাঁক। তখন জগতে কোন কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। এই অস্তিত্বহীন শূন্যতাকে ঈশ্বর পূর্ণতা দিয়েছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিব্যব একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্মের কহিনী পবিত্র বাইবেলের প্রথম প্রহ্ম আদিপুস্তকের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টি সমাধা করেছেন। সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেছেন। কাজেই আমরা সৃষ্টিবিদ্যার সহকারে বলতে পারি, সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ঈশ্বর আছেন। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সমস্তই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর দ্বারা এবং তাঁর ইচ্ছায়। নিজের পূর্ণতার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। বরং জগতের পূর্ণতার জন্য তিনি এসব করেছেন। সেই সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সর্বময় ক্রমতা প্রকাশ করেছেন। সকল সৃষ্টির পিছনে তাঁর মূল কারণ ছিল ভালো এবং মঙ্গলময়তা। এই মঙ্গলময়তার মধ্যেই তাঁর পৌরব প্রকাশিত হয়। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছেন, 'উত্তম' হয়েছে। ষষ্ঠ দিনে সব সৃষ্টি শেষ হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'সবই অতি উত্তম হয়েছে।' সপ্তম দিনে তিনি সৃষ্টিকর্ম থেকে বিরতি দিয়েছেন। তিনি বিশ্রাম করেছেন। তাঁর বিশ্রামের দিনটি পবিত্র। এই দিনটি প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই বিশ্রামদিনে আমরা সৃষ্টিকে নিয়ে ধ্যান করার সুযোগ পাই।

সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসার সুযোগ পাই। তাই সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের ধ্যান করার প্রয়োজন আছে। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম গানের মাধ্যমে বলেছেন:

অন্যদিকাল হতে অনন্ত লোক পাশে তোমারই জয়।

আকাশ ব্যতাস রবি প্রহ্ম তারা ঠান

হে প্রেমময় পাশে তোমারই জয় ॥

সমুদ্র-কলহোল, নির্ভর-কলহোল, হে বিরাট, তোমারি উনার অজয়ান

ধান-পট্টর কত শত হিমালয় তোমারি জয়, পাশে তোমারি জয় ॥

তব নামের বীণা বাজায় বনের পল্লব
জনহীন গ্রামের ভব করে শীরব
সকল ছাতির কোটি উপাসনালয় গায়ে তোমারি অর ।
আশোক্তের উল্লাসে আঁধারের তন্ত্রায় তব জরগান যায়ে অপজপ মহিমার
কোটি মৃগ মুগাভ সৃষ্টি এলর তোমারি অর, গায়ে তোমারি অর ।

কল্প : সর্বপরিচয়ান ইশ্বরের প্রশংসার জন্য তোমার ব্যাক্ত একটি প্রশংসামূলক গ্রন্থ লেখ ।

পার্শ্ব ২ : ইশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য

পবিত্র বাইবেলের সর্বপ্রথম লাইনটিতে ইশ্বরের সৃষ্টিকর্মের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, “আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন” (আদি ১:১)। এ কথার দ্বারা বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। প্রথম অধ্যায়ে ইশ্বর সম্বন্ধে আমরা জানেছি। তিনি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, সে কথাও আমরা জানেছি। এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব তাঁর সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ও রহস্য।

রহস্য কথার অর্থ হলো, এমন কোনো বিষয়, যা সময়ে ও পুরোপুরিভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। ইশ্বরের সৃষ্টিকর্ম আমাদের কাছে একটি রহস্য। তাই আমরা বলি ইশ্বর এতলো সৃষ্টি করেছেন তাঁরই পৌত্ত্ববের জন্য। আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবনে সৃষ্টির রহস্য বুঝি তুলনাপূর্ণ। এই রহস্যটি আমাদের পরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত। কারণ সৃষ্টির তুলনাতই ইশ্বর আমাদের সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা করেছেন। ইশ্বরের সৃষ্টিকর্মের সাথে আমাদের সৃষ্টির ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা আগেই জানেছি, ইশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। কিন্তু মানুষ তার পাপ দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলেছে। সৃষ্টি কলুষিত বা মলিন হয়েছে। আর এই মলিনতার হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতেই ইশ্বর তাঁর একমাত্র পুরস্কে প্রেরণ করেছেন। পুর ইশ্বর এসে সৃষ্টির সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর আগমনে সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ হয়েছে। সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই ইশ্বর হির করে রেখেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি নতুন করে গড়ে তুলবেন। এভাবে তিনি সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ করবেন। তাই লীকারার প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের এই সৃষ্টির রহস্য জানা ও বোঝা দরকার।

ইশ্বর সবকিছু নিশুপভাবে সাক্ষিয়ে রেখেছেন। তাই এসব নিয়ে আমাদের কোনো কিছুই ভাবতে হয় না। আমাদের জানা দরকার, আমরা কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাবি। আমাদের আরও জানা দরকার, এ জগতে দৃশ্য ও অদৃশ্য বা-কিছু আছে, সে-সবই বা কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়।



ইশ্বরের সৃষ্টি

পবিত্র বাইবেলে এই সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ইশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। নিজেকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য তিনি একটি জাতি পঠন করেছেন। সেই ইশ্বরই একমাত্র ইশ্বর। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

কাজ : সৃষ্টির উপর নির্ভর একটি চলচ্চিত্র ত্রাসের সমর শিক্ষার্থীদের দেখানো যেতে পারে। নতুবা সৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু ছবি দেখানো যেতে পারে। আর আও সন্তান না হলে ঘাইরে গিয়ে সৃষ্টির উপর একটি ছবি অঙ্কন করতে দেওয়া যেতে পারে।

পাঠ ৩ : সৃষ্টিকর্মের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

সৃষ্টি করেই ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করেননি। এই সৃষ্টিকে তিনি প্রতিদিন রক্ষা করেন। সৃষ্টির সবকিছুই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। সূর্য, চাঁদ, তারা, নক্ষত্র, জীবজন্তু, পাহাড়পর্বত, সমুদ্র, নদীনালা, মাটি, বায়ু, প্রকৃতি ইত্যাদি সবই একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতি ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। আবার প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার ও যত্নের জন্য মানুষের জীবিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃষ্টিলাভ থেকেই ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির মাঝেও একটা পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সব সৃষ্টিই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৩.১ সূর্যের আলোতে সব সৃষ্টিই প্রাণবন্ত ও সজীব হয়। গাছপালা, শাকসবজি, ফসলাদি বেড়ে উঠে। সূর্যের আলোতে সমুদ্র ও জলাশয়ের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে। এরপর তা মেঘ হয়ে সৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। সেই



সৃষ্টির পানি আবার জমির উর্বরতা বাড়ায়, সবকিছুর মধ্যে একটা সজীবতা আনে। মানুষের সেহের জন্য সূর্যের আলো শক্তি বোশার ও বায়ু ভালো রাখে। শীতের সময় সূর্যের আলো আমাদের উষ্ণতা দান করে। এমনকি রাতের বেলায় আমরা তাঁদের যে আলো পাই, তা-ও সূর্যের কাছ থেকে ধর করা।

সব সৃষ্টিই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

৩.২ মানুষের সাথে আমরা কত কিছুর সম্পর্কই না দেখতে পাই। আমাদের চারিদিকে অনেক গাছপালা রয়েছে। সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন, দৈনিক খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ, জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র ইত্যাদি পাই। লজাপাতা, ঘাস, গাছ ইত্যাদি খেয়ে প্রাণী বাঁচে এবং সেই প্রাণীরা আমাদের উপকার করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছপালা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩ কোন কোন পোকা আমাদের বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি করে। কিন্তু পাখিরা সেই পোকাকটলো খেয়ে জীবন ধারণ করে। এভাবে আমাদের ফসলগুলো পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। আর আমরা অনেকের সাথে ফসলগুলো ঘরে তুলে আনি। ধানকেতে প্রাইই দেখা যায় ইঁদুর গর্ত করে এবং ধান কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু সাপ এসে যদি ইঁদুরের গর্তে ঢোকে তখন গর্ত ছেড়ে ইঁদুর পালিয়ে যায়। তাতে আমাদের ফসল রক্ষা পায়।

৩.৪ প্রকৃতির সবকিছুতেই ঈশ্বর বিরাজমান। সবকিছুতেই তাঁর জীবনীশক্তি আছে। প্রকৃতির দান খাবার ও পানীয় গ্রহণ করে আমরা জীবন ধারণ করি। সেই খাবার ও পানিতে ঈশ্বর জীবনীশক্তি দিয়েছেন। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। কাজেই আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত খাদ্য, পানীয় ও বাতাস সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

৩.৫ নানা রকম পাখি, প্রজাপতি, কড়ি আমাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পাখিদের সেবে ও তাদের মধুর গান শুনে আমরা আনন্দ পাই। কোকিল, সোয়েল, মাছরাঙা, কবুতর, ঘুঘু এবং এরকম হাজার হাজারের পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদির কথা আমরা নানা গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকে দেখতে পাই। কাক ও শকুনেরা অনেক গল্পা জিনিস, ময়লা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

৩.৬ প্রকৃতির বিভিন্ন ফুল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং মনে বৈচিত্র্য ও আনন্দ আনে। উপাসনায় আমরা ফুল দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করি। ফুল দিয়ে আমরা সাজসজ্জা করি, অতিথি বরণ করি, তেতচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই, ফুলের সুরভিতে আমাদের মন পুলকিত হয়। ফুল থেকে মৌমাছির মধু সংগ্রহ করে এবং সেই মধু আমরা খাদ্য ও অনেক সময় ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করি। ফুলের সৌন্দর্য ও গন্ধিতা আমাদের সকলের মন আকৃষ্ট করে।

এভাবে সৃষ্টিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও যোগাযোগ দেখতে ও তা বুঝতে পেরে আমরা পরিতৃপ্তি ও আনন্দ পাই। এর জন্য আমাদের দরকার প্রজ্ঞা ও আত্মশীলতা। প্রজ্ঞাপূর্ণকে বলা হয়েছে: 'কেনা যা-কিছু আছে, তুমি সেই সব ভালোবাস: যা-কিছু পড়েছে, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না। যেহেতু কোনো কিছুই প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি পড়তে না। তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে? অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে তোমার আহ্বান না থাকলে তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে? তুমি বরং সবকিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবনোদ্ভবিক প্রভু, সবই তোমার' (প্রজ্ঞা ১১:২৪-২৬)।

কাহ্ন : তুমি কোন কোন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গ্রহণ করছ তা গ্রন্থে নিজের ব্যাখ্যা শেষ এবং পরে দানের অন্যদের সাথে সহযোগিতা কর।

পাঠ ৪ : সৃষ্টির বস্তু

ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন সৃষ্টির বস্তু নিতে ও তার উপর প্রভুত্ব করতে। প্রভুত্ব করার অর্থ পালন ও রক্ষা করা, খসে করা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন, খসে করেন না। সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার অর্থ হলো আমরা যেন সৃষ্টিকে রক্ষা ও পালন করি—এই দায়িত্বই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর সব সৃষ্টিকে উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ যেন তার নিজের উত্তমতা সুদৃঢ় রাখে। নতুবা সে অন্যান্য উত্তম সৃষ্টিকে উত্তমতার পথে পরিচালিত ও যত্ন করতে পারবে না। সৃষ্টিকে যত্ন করার দায়িত্ব একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের দাস হই না, বরং তাঁর সৃষ্টিকর্ম সেব্যাপোনার কাজে সহকারী হই। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নিবে। আবার সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নিবে। কারণ সৃষ্টিকে ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যেই রচনা করেছেন। সৃষ্টির কাছ থেকে মানুষ সেবা নিবে, অজ্ঞত এই কারণে হলেও মানুষ যেন সৃষ্টির যত্ন দেয়।

মানুষ যেন সোতা ও ভোপ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে জুঁমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ ও অবব্যবহার না করে। পৃথিবীর জন্য একশোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে। একেকটা সৃষ্টির একেকটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব জীবন আছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের উপর। জমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদেরকে বিকিয়ে দিয়ে অপরের জন্য, নিজের জন্য নয়।

কিন্তু আমরা সেভাবে পারছি, প্রকৃতিকে নানাজায়ে অভ্যাসের, নির্বাসন ও শোষণ করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বর্তমান যুগ হলো শিল্পায়নের যুগ। এই যুগে জমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের বিক্রয় হয়েছেন। যদি এই সম্পদগুলো খিঁচামি দিতে পারে, তবে একসো আরও ধনশালী হবে। তখন একসো মানুষেরই উপকারে আসবে। তাই কবি যথার্থই বলেছেন:

নদী কহু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুণ্য নাহি ঝড় নিজ নিজ ফল।
পাতী কহু নাহি করে নিজ দুধ পান,
কাষ্ঠ দক্ষ হয়ে করে পরে অন্ন দান।

প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ ভোগ-বিস্মিত্যের সাজসজ্জা উপভোগ করে। এই বিষয়টি সীমিত রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই কারণে মানুষের জীবনযাপন যেন আরও সহজ-সরল হয়। মানুষ যত পরিমাণে সহজ-সরল জীবনযাপন করবে, প্রাকৃতিক সম্পদও তত পরিমাণে রক্ষা পাবে। কিন্তু আজকাল জমি, জল, বায়ু অত্যধিক পরিমাণে সূঁচি হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। এর দ্বারা মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে যাচ্ছে।



জুলত খোপের কাছে যোশী

যোশীর কাছে জুলত খোপের মধ্য থেকে ঈশ্বর বসেছিলেন, 'তোমার পায়ে জুতা খোল, কেননা যেখানে জুমি দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র জুমি' (যোহা ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সব সৃষ্টিই পবিত্র। সব জুমিই পবিত্র। সেই মনোভাব নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপন করা ও সৃষ্টির যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টিতে যত্ন করা ও মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা ও তাঁর প্রতি আমাদের ভালো মনোভাব প্রকাশ পায়।

কাজ : ১. তোমার প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ হলে কীভাবে তার সেবা করবে দেখ।

কাজ : ২. ক্রাসের অংশ হিসেবে গাড়ি লাদারের কর্তৃসৃষ্টি নেওয়া থেকে পারে।

অনুশীলনী

সূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের।
২. প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছেন '.....'।
৩. পুর ঈশ্বর এসে সৌন্দর্য আনার কিস্তি দিয়ে এসেছেন।
৪. সৃষ্টির পানি জুমির বাড়ায়।
৫. সৃষ্টির কাজ থেকে মানুষ নিয়ে।

বাম পাশের বাক্যান্বয়ের সাথে ডান পাশের বাক্যান্বয়ের মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ১. ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন | ■ আমরা যেন সৃষ্টিকে রক্ষা করি |
| ২. সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার অর্থ হলো | ■ পবিত্র |
| ৩. সব জুড়িই | ■ সৃষ্টির যত্ন নিতে |
| ৪. পরিবেশ ভারসাম্য হারালে | ■ মানুষের নির্ধারিতনের ফলে |
| ৫. কৃলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা | ■ আমাদের সকলের মন আকৃষ্ট করে |
| | ■ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পবিত্র বাইবেলের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

ক. মথি

খ. যাজ্ঞপুত্রক

গ. মার্ক

ঘ. আদিপুত্রক

২. মানুষের পাশ ঘরা -

i. সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে

ii. সৃষ্টি কলুষিত ও মলিন হয়েছে

iii. সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমাজসেবক জর্জ বিরাট একটি হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, যেন ২০০০ শোকের কর্মসিঙ্হন হয় এবং গরিব রোগীদের সেবা দিতে পারেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণেই তার জীবনের সকল কাজের উন্নতি হয়েছে।

৩. জর্জের সেবার মাধ্যমে প্রকাশ পায় -

i. ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন

ii. ঈশ্বরের সেবা

iii. নিজের গৌরব প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

৪. জর্জের হালপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো-

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ক. জগতের পূর্ণতা | খ. অন্যের ভালো ও মঙ্গল সাধন |
| গ. নিজের গৌরব প্রকাশ | ঘ. নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তি |

সুজনশীল প্রশ্ন

- জেমস তার বাড়ির আলোপাশের বড় বড় গাছ কেটে আসবাবপত্র তৈরি করে কিন্তু কোনো গাছ লাগায় না। সে অবশেষে পতপাখি শিকার করে। অন্যনিকে সুবাস প্রকৃতিকে ভালোবাসে। সে নিজ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের গাছ লাগায়। সে বাগানের তাজা ফল ও সবজি খেয়ে আনন্দ পায়। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে তার। সে সর্বদাই সুখী।
 - শীতের সময় সূর্যের আলো আমাদের কী দান করে?
 - ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য কী?
 - জেমসের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের কী ধরনের সমস্যা হবে - ব্যাখ্যা কর।
 - সুবাস ঘেন ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতিনিধি - উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
- মিষ্টি হস্তশিল্পে দক্ষ। সে বিভিন্ন ছবি আঁকে, সেলাই করে, রং করে, মাটি এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে নিজের বাড়ি সজিয়ে মনোরম করে তোলে ও অন্যদেরকে অবাক করে দেয়। এ ছাড়া সে বাড়িতে ফুল, ফল ও অন্যান্য জাতের গাছ লাগিয়ে পরিপূর্ণ একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছে। এভাবে মিষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নিচ্ছে।
 - প্রকৃতি ছাড়া কার অস্তিত্ব অকল্পনীয়?
 - আমরা কীভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে প্রশংসা করতে পারি?
 - তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিকার আলোকে মিষ্টি এ কাজ করছে?
 - 'মিষ্টির সৃষ্টিশীল কাজের অনুপ্রেরণাই হলেন ঈশ্বর' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- আমরা কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?
- বাইবেলের কোন পুস্তকে সৃষ্টির বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে?
- ঈশ্বর কত দিনে সমস্ত সৃষ্টি সমাপ্ত করেছেন?
- ঈশ্বর কততম দিনে বিশ্রাম করেছেন?
- রহস্য কথার অর্থ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছপালা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?
- ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন কীভাবে নেওয়া যায় - আলোচনা কর।
- আমরা সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ সৃষ্টি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব সৃষ্টির পেছাে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব তিনটি বিষয় : (ক) মানুষকে কেন ঈশ্বর এত সুন্দর করে ও নিজের মতো করে সৃষ্টি করলেন; (খ) কেনই বা তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করলেন, (গ) আবার কেনই বা তাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন। এগুলো আলোচনা করতে করতে আমরা নিজস্বেরকে আরও ভালোভাবে চিনতে শুরু করব। অন্যদের আরও পরীক্ষাভাবে ভালোবাসব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নারী ও পুরুষের মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের দ্রোহ করা ও ভালোবাসতে শিখব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের সব কাজই মহান, সবই সুন্দর ও ভালো। তবে সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ? এর প্রধান কারণ হলো: ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে অর্থাৎ নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোনো সৃষ্টিকে তিনি এমন করে সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ার অর্থ তাঁর মতো আত্মা লাভ করা। আমাদের কাছে হরতো এমন জাগতে পারে, ঈশ্বর কেন মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করলেন? এর উত্তর বলতেই হয়, ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এটি আমাদের আরও পরিকারভাবে জানা ও বোঝা দরকার।

আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনন্দ ও গৌরবের জন্য। আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, ভালোবাসতে পারি ও চিরদিন তাঁর পথে চলতে পারি। আমাদের আত্মা অমর। তাই আমাদের দেহের সুস্থির পরেও আত্মা চিরদিন জীবিত থাকবে। কাজেই আমরা চিরদিন তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করব। ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা, আমরা যেন তাঁর সাথে একটা গভীর সম্পর্ক পড়ে ছুঁনি। এই গভীর সম্পর্কটি যেন এখন ও চিরকাল টিকে থাকে। এই কারণেই তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র বাইবেলে এ কথা বলা হয়েছে : ‘আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বর্গ প্রভু যিনি, তাঁকে ছুঁনি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রশ্ন দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে, আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে’ (যার্ক ১২:২৯-৩০)।

ঈশ্বর আমাদের দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আত্মাকে আমরা হৃদয় এবং অন্তরও বলে থাকি। তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাও দিয়েছেন। তিনি এগুলো দিয়েছেন মানুষ যেন ঈশ্বরকে জানতে, ভালোবাসতে ও তাঁর কথা মেনে চলতে পারে। আমাদের মন, আত্মা (হৃদয় ও অন্তর) এবং স্বাধীন ইচ্ছার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রকাশ ঘটে। এবার আমরা এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১.১ ঈশ্বর মানুষকে একটি মন দিয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে। ঈশ্বর যেভাবে চিন্তা করেন তা যেন মানুষ বুঝতে পারে। মানুষের মনে ঈশ্বর গভীর চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, মানুষের সাথে বহুত্ব স্থাপন করার জন্য। আমরা জানি, অপ্রাণ্য ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সাথে তিনি বহুত্ব করেছেন। এভাবে আমরাও আমাদের মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

১.২ মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়েছেন আত্মা (হৃদয় বা অন্তর)। হৃদয় দিয়ে আমরা অনেক কিছু অনুভব করি। এই হৃদয়ে জন্ম হয় ভালো, ঘৃণা, আনন্দ, বেদনা, সহানুভূতি ও এরকম বিভিন্ন অনুভূতি। আমাদের জন্য ঈশ্বর হৃদয় দিয়েছেন, যেন আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তিনি বা ভালোবাসেন ও ঘৃণা করেন, তাঁর সৃষ্ট মানুষও যেন তা ভালোবাসে ও ঘৃণা করে। তিনি চান, যেন আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালোবাসি। তাই তিনি তাঁর নিজের মতো করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

১.৩ ঈশ্বর তাঁর নিজের মতো করে সৃষ্ট মানুষের মধ্যে দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি। এ কারণে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় যে পথ বেছে নেয়, সেই পথে তিনি তাকে চলতে দেন। এতে তিনি কোনো বাধা দেন না। তিনি চাইলে এমনভাবে মানুষকে সৃষ্টি করতে পারতেন, যেন মানুষ কেবল তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই চলবে, তাঁর দেখানো পথেই চলবে। তিনি হরতো চাইতে পারতেন, মানুষ যেন অন্য কোনো পথে পা না বাড়ায়। কিন্তু তাকে মানুষ হয়ে যেত একেকটি পুতুল, রোবট বা কারখানার তৈরি কোনো পণ্য। তাহলে তো তার স্বাধীনতা থাকতো না। মানুষ হলো তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টি। তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি খুশি হন যদি মানুষ স্বাধীনভাবে তাঁকে ভালোবাসা ও উপাসনা করার পথটি বেছে নেয়।

তিনি মানুষকে একটি মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্বটি হলো মানুষ নিজের ইচ্ছায় বেছে নিবে সে কি ঈশ্বরের পথে চলবে, নাকি শয়তানের পথে চলবে। সে কি ঈশ্বরের বাণী মেনে চলবে, নাকি তা অবজ্ঞা করবে। ঈশ্বর কাউকে তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করতে ও তা মেনে চলতে বাধ্য করেন না। কারণ তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি চান, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় হৃদয় থেকে তাঁকে ভালোবাসুক। কারণ জোর করে কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। তবে যুগের শেষ দিনে মানুষের বিচার হবে। মানুষ নিজের ইচ্ছায় যে পথটি বেছে নেবে, সেই অনুসারে বিচারে তার পুরস্কার বা শাস্তি হবে।

আমরা যেন এরকম মনে না করি যে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে আমরা ঈশ্বরের সমান। অথবা এ-ও যেন মনে না করি যে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমান। তা কিন্তু ঠিক নয়। ঈশ্বর হলেন অসীম অর্থাৎ তিনি একই সাথে বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান। কোনো কিছুতেই তাঁর সীমাবদ্ধতা নেই। আর মানুষ হলো সসীম। অর্থাৎ মানুষের সবকিছুতেই সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ একসাথে শুধু একটা স্থানেই উপস্থিত থাকতে পারে।

ঈশ্বর হলেন চিরজীবন্ত। তাঁর কোনো আদি বা অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরদিন থাকবেন। তিনি আমাদের এমন মন, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সাথে একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে বাস করি। তিনি আমাদেরকে অন্যান্য প্রাণীর মতো করে সৃষ্টি করেননি। কারণ অন্য প্রাণীরা মানুষের মতো করে ঈশ্বরের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে পারে না। কিন্তু আমরা পারি। কারণ আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়া।

কাজ : তিন থেকে পাঁচজন করে এক একটি দলে বস। এবার তোমার জ্ঞান পাশের ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের কোন ভূমির প্রকাশ দেখতে পাও তা সবার সাথে সহভাবিতা কর।

পাঠ ২ : ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অর্থ

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি, ঈশ্বর অনূধ্য। তাঁর সেই সেই, আছে শুধু আত্মা। কিন্তু আমাদের আছে সেই, মন ও আত্মা। ঈশ্বর মানুষের কোন অংশটুকু তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে বা নিজের মতো করে গড়েছেন? তিনি নিজের মতো করে আমাদের সেই ও মনের মধ্যে আত্মা দিয়েছেন। এবার আমরা বলতে পারি, আমাদের আত্মা হলো ঈশ্বরের মতো। এর অর্থ, আমরা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কিছু কিছু গুণ পেয়েছি। সেই গুণগুলো কী?

২.১ ভালোবাসা : ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। তিনি ভালোবাসেন বলেই মানুষ এবং বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। তিনি আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসার গুণটি দিয়েছেন। তাই আমরা মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, গরিব-দুখী, অসুস্থ ও অসহায় মানুষদের ভালোবাসি। আমরাও ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের মতো শিরদ্বারভাবে ভালোবাসতে পারি।

২.২ সৃজনশীলতা : আমরা বলতে পারি, মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃজনশীল গুণ আছে। সেই কারণে মানুষ সৃজনশীল চিন্তা ও কাজ করতে পারে। নতুন ধারণা প্রকাশ করতে পারে। নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। অনেক নতুন যন্ত্রপাতি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, যেন সে ঈশ্বরের সৃষ্টি সেখাপোনা করার কাজের সহকর্মী হয়। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা আছে তা-ও মানুষ জানবে এবং তা বাস্তবায়নেও অংশগ্রহণ করবে। এভাবে সে ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে উঠবে।

কাজ : জোড়ার জোড়ার বসে আলোচনা কর তুমি কী কী সৃজনশীল কাজ করতে পার।

২.৩ শক্তি : ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায় অসীম শক্তি আছে। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। মানুষের কথায়ও শক্তি আছে। তবে মানুষের শক্তি সীমিত। মা-বাবা, শিক্ষক বা গুরু ব্যক্তির আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে বলেন। আমরা তাঁদের কথা শুনি ও ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। এমনিভাবে অনেক কিছু করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে শক্তি দিয়েছেন। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সৃষ্টি করার গুণ পেয়েছে। তবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের পার্থক্য হলো, ঈশ্বর শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের শক্তিতে ও ঈশ্বরের দানগুলো দিয়েই আরও নতুন কিছু সৃষ্টি করে চলেছে। এর অর্থ হলো, মানুষ শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টির রূপান্তর খতিয়ে থাকে।

২.৪ মুক্তি বা উদ্ধার : ঈশ্বর হলেন রক্ষা ও পালনকারী। তিনি সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেন। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে এই গুণটি পেয়েছে। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে পারে এবং বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সমস্যা থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। ভয়ের সময় অভয় দিতে পারে। দুঃখের সময় আনন্দ দিতে পারে। ব্যস্ততার সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এভাবে মানুষ মুক্তিদায়ী ও রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। প্রসোক্তনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখাতে পারে। চিকিৎসক রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। ঈশ্বর তাঁর পুরা হীতকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য। মুক্তিদাতা হীতর সাথে আমাদের উদ্ধার বা মুক্তিকাজের পার্থক্য হলো: তিনি আমাদেরকে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। আমরা কিন্তু সেই পরিত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারি না। তবে হীতর মুক্তির বার্তাটাই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। পৃথিবী আত্মা যে দানগুলো আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো দিয়ে আমরা অন্যদের সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমরা সেই গুণগুলো অন্য মানুষকে দিতে পারি না।

কাজ : জোড়ায় জোড়ায় বসে আলাপ কর ছুঁমি কীভাবে অন্যদের উদ্ধার বা রক্ষা করতে পার।

২.৫ পবিত্রতা : ঈশ্বর পবিত্র। তিনি মানুষের মধ্যে পবিত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর সৃষ্ট মানুষ তাঁর ঐশ্বরিক জীবনের অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। ঈশ্বর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এতদিনে মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, সেবা করবে ও সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করবে।

২.৬ বিবেক : ঈশ্বর সকল ভালোর উৎস। তিনি মানুষের মধ্যে বিবেক অর্থাৎ ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ কারণে মানুষ ভালো কাজ করলে অত্বরে পরিতৃপ্তি লাভ করে। অন্যদিকে মন্দ কাজ করলে তার অত্বরে পাপের চেতনা হয়। তখন সে কমা লাভ করে ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করে।

২.৭ কমা : ঈশ্বর কমাশীল। ঈশ্বরপুত্র যীশু কমাশীল পিতার উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরের কমার বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে কমা করার শক্তি লাভ করেছি। আমরা কমা করতে পারি বলেই এক পরিবার, সমাজ ও পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারি।

কাজেই আমরা এখন বলতে পারি, মানুষকে ঈশ্বর অনেক গুণ বা ঐশ্বরিক শক্তি দিয়েছেন। যেমন: নড়া, সৃষ্টনুজ্জ্বলিত, ধৈর্য, বদ্ব, প্রশংসা ইত্যাদি গুণ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি। এগুলো আমরা সীমিত আকারে ব্যাঙিয়ে তুলতে পারি। তখন আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণগুলো দেখা যায়। এই কারণে বলা যায়, মানুষ হলো ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার আয়না।

কাজ : তোমার খাতায় দুটি কলামে তৈরি কর। বাম পাশের কলামে লেখ ঈশ্বরের কী কী গুণ ছুঁমি দেখতে পাও। ডান পাশের কলামে লেখ ঈশ্বরের কোন কোন গুণ ছুঁমি পেয়েছি।

সামসংগীত: ৮ : ৫-৬

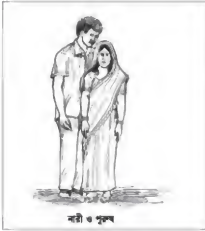
মানুষকে ছুঁমি তো করেছে ঈশ্বর সেবতার সমান,
তাকে পরিচয় পৌরব আর মহিমার দুকুট।
তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভু দিয়েছ ছুঁমি তাকে,
রেখেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে।

পাঠ ৩ : ঈশ্বর নারী ও পুরুষ করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন

৩.১

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে গড়েছেন। এ কথা অর্থ এই নয় যে আমরা ঈশ্বরের মতো লেহ পেয়েছি। বরং এর অর্থ হলো, আমরা তাঁর মতো আত্মা ও বিভিন্ন গুণ পেয়েছি। কারণ ঈশ্বর হলেন নিরাকার, তত্ত্ব আত্মা।

প্রতিটি মানুষ, যেকোনো পুরুষ বা নারী – সকলেই ঈশ্বরের এক একজন প্রতিমূর্তি। তারা প্রত্যেকেই এক একজন আলাদা ব্যক্তি। তাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রত্যেক নারী ও পুরুষ স্বাধীন ব্যক্তি-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ও অধিকারী। ঈশ্বর কাউকে কম বা কাউকে বেশি মর্যাদা দেননি।



কথা : নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা দেখিয়ে নন্দীরাভাবে একটি ছোট অভিনয় কর।

মানুষ সামাজিক জীব। একা একা বাস করার জন্য সে সৃষ্টি হয়নি। তাই আমরা সেবি, ঈশ্বর প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করে এসেন/এমন বাগানে অন্যান্য প্রাণীদের সাথে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন তখন একমাত্র মানুষ। পুরো বাগানে তিনি ছিলেন একা। তাঁর সম্পর্ক তখন ছিল শুধু শাহশালা, লতাশাক্তা আর অন্যান্য প্রাণীদের সাথে। এতে তিনি সুখী হলেন না।

কারণ সামাজিক প্রাণী হিসেবে তিনি ছিলেন অসম্পূর্ণ। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে তাঁর সরকার অস্তিত্ব একজন সঙ্গী। তাই ঈশ্বর প্রথম মানবের সঙ্গী হওয়ার জন্য একজন নারীকে সৃষ্টি করলেন। প্রথম নারী হবা হলেন তাঁর হাড়ের হাড় ও হাড়ের মালে। নারীর মধ্য দিয়ে প্রথম মানুষ পূর্ণ হলেন। পূর্ণতা পেয়ে তিনি সুখী মানুষ হলেন।

পুরুষ ও নারী শুধু ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নয়, তারা পরিবার হিসেবেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলে যখন একটি পরিবার গঠন করে, তখন সেখানে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশ পায়। ঈশ্বর হলেন শিষ্টা, পুত্র ও আত্মা। মানুষ পুরুষ ও নারী মিলে পরিবার গঠন করে, সমাজের জন্মদান করে। তাদের মধ্যে একটা একাত্মতা পড়ে ওঠে। পারিবারিক একাত্মতার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের ত্রিবিক্তির একতা প্রকাশ করে।

সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠনেও নারী ও পুরুষ দুজনেরই ভূমিকা রয়েছে। নারী ও পুরুষ সাইকেলের দুই চাকার মতো। সাইকেলের একটি চাকা নষ্ট হলে অন্যটি একা একা চলতে পারে না। তখন পুরো সাইকেলটিই অচল হয়ে পড়ে। তেমনি সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা না থাকলে সমাজ দুর্বল হয়ে যায়। তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, তির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়।

কথা : জোয়ার বাবা ও মায়ের গল্পগুলো অলাদাভাবে দেখ।

পুরুষ ও নারী উভয়ের সমান আত্মজ্ঞান ও অধিকার আছে, তাদের তারা দুইজনেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। নারী ও পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকারী। দুজনের মধ্যেই স্বভাবোৎসাহ, কথ্য করা, নন্দ হওয়া, পবিত্র হওয়া, জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি গুণাবলি সমানভাবে রয়েছে। এ কারণে আমাদের মনে এই প্রসঙ্গ আসা উচিত নয়, সমাজে কে বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। উভয়কেই ঈশ্বর নিয়েছেন তাঁর আত্মা।

৩.২ স্বাধীনতা ও দায়িত্ব :

ঈশ্বর আদম হাবকে সৃষ্টি করে এসেন বাগানে সুখের রাজ্যে স্থান করে দিয়েছেন। বাগানের সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করার ও পারম্পরিক ভালোবাসার মধ্যে জীবনযাপন করার জন্য সুন্দর মন, ইচ্ছা ও দায়িত্ব দিয়েছেন। আদম ও হাবা সেই স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার না করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের এই ভুলের জন্য গোটা মানবজাতি আজ দাসত্বের বন্দনে আবদ্ধ। ঈশ্বর ইশ্রায়েল জাতিতে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন রাজা ফারাওর হাত থেকে রক্ষা করে। তিনি গোটা মানব জাতিতে পাশের দাসত্ব থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন। যিনি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে আমাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ করে তুলেছেন। আদম হাবার মত ঈশ্বর আমাদেরকেও স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে এ পৃথিবীর সব কিছু ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্বল মানুষ হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করে এবং পবিত্র দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাশে পড়িত হই। ঈশ্বর কিন্তু তারলত ও আমাদের ভুলে ফাননি বা আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করেননি। আমরা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাশ পড়িলতা থেকে উদ্ধার পেতে পারি তার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর পুত্রের প্রতিিনিধি হিসেবে যাজকদের মাধ্যমে। ঈশ্বর চান আমরা যেন যাজকদের মাধ্যমে পাশের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন ও পবিত্র জায়ে জীবনযাপন করি।

পার্ঠ ৪ : পবিত্র পরিবার : পারম্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভালোবাসার আদর্শ

যীত, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার হলো পবিত্র পরিবার। আমরা এই পরিবার থেকে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করি। সকল নারী ও পুরুষের জন্য পবিত্র পরিবারের শিক্ষা ও আদর্শ অনুকরণীয়। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে গভীর পারম্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদাযোয ও ভালোবাসা ছিল। তাঁরা কীভাবে এই ওপতলো অর্জন করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

৪.১ ঈশ্বরের প্রতি মারীয়ার ছিল গভীর বিশ্বাস। মহানুত পান্টিয়েল সংবাদ নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বর পুত্রের মা হবেন। তখন তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন। কারণ তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। কিন্তু দূত তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর গর্ভধারণ হবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে। এতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। তিনি সমাজের কাছে অপমানিত হতে পারেন এবং যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ে ভেঙে যেতে পারে, এই ভয় তাঁর ছিল। তবুও তিনি সবই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ সেটি ছিল ঈশ্বরের আহ্বান। এতে আমরা বুঝতে পারি, মারীয়ার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধাযোয থেকেই তিনি যোসেফ এবং অন্য সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানযোয অর্জন করেছিলেন।

৪.২ মারীয়ার প্রতি যোসেফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিয়ের অনেক আগে মারীয়ার সাথে যোসেফের বাগদান হয়েছিল। এরপর যোসেফ জানতে পারলেন যে মারীয়া গর্ভবতী। তাই তিনি মারীয়াকে গোপনে ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ তিনি মারীয়াকে সমাজের কাছে লজ্জার ফেলতে চাননি। এর মধ্য দিয়ে বোকা যায়, মারীয়ার প্রতি যোসেফের কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল।



পবিত্র পরিবার

৪.৩ যোসেফের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। যোসেফ তখন মারীয়াকে ত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন, তখন স্বপ্নদূত স্বপ্নে যোসেফকে সেবা দিয়ে বললেন, মারীয়ার গর্ভে যা এসেছে তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। তাই যোসেফ যেন মারীয়াকে ঘরে তুলতে ভয় না পান। যোসেফ সেই নির্দেশ গভীর বিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করলেন। তিনি মারীয়াকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যোসেফের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কত গভীর বিশ্বাস, অক্তি ও বাধ্যতাব্য মনোভাব ছিল। এই মনোভাব তাঁকে মারীয়া ও অন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল।

৪.৪ মারীয়া ও যোসেফের মনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও মনের মিল ছিল। এ জন্য কটের সময় তাঁরা পরস্পরের পাশে থাকতে পেরেছিলেন। বীভৎহ জন্মের সময় কাছে এসে গেল। অশ্রুত স্বামী হয়ে যোসেফ তাঁর স্ত্রী মারীয়ার জন্য বেখেলহেমে কোথাও একটি ভালো স্থান খুঁজে পেলেন না। মারীয়া তাঁর স্বামী যোসেফের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে কোনোদিকম সোষারোগ বা ভিরিকার করেননি, বরং খুশি মনে সবকিছু গ্রহণ করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি তাঁরা পরস্পরকে কত শ্রদ্ধা ও সন্ধান করতেন।

৪.৫ যোসেফ ও মারীয়া উভয়ের মধ্যেই গভীর ধর্মীয় ভাব ছিল। প্রতিবছর যোসেফ ও মারীয়া বেরুসালামে (জেরুজালেম) মন্দিরে যেতেন। সেখানে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ তাঁদের হাঁটতে হতো। তাঁদের গ্রামের সকলে দল বেঁধে একত্রে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যেতেন। সব কাজ ফেলে রেখে যোসেফ ও মারীয়া একত্রে প্রতিবছর পর্ব পালন করতে যেতেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, তাঁদের অন্তরে ছিল গভীর ধর্মীয় ভাব ও ঐশ্বরিক বিশ্বাস। এ কারণেই তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা ও সন্ধান করতে পেরেছিলেন।

৪.৬ তাঁদের মধ্যে একতা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল। সন্তানের প্রতিও তাঁদের ছিল অপরিণীম দ্বৈধ ও ভালোবাসা। বেরুসালামে মন্দিরে বীভৎহ হারিয়ে যাওয়ার পর মারীয়া ও যোসেফ ইন্তর খোঁজ করেছেন ও তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। দুঃখ-বিপদের সময় তাঁরা পরস্পরের পাশে থেকেছেন। কেউ কাউকে সোষারোগ করে দায়িত্ব অন্যজনের উপর চাপিয়ে দেননি। ভালোবাসার কারণেই তাঁরা বেরুসালামে ফিরে এসে বীভৎহ গুঁজে পেয়েছিলেন।

কাহ্ন : পবিত্র পরিবার ও তোমার পরিবারের মতোকার দিলভসো নিজের স্বাক্ষর দুটি কলামে দেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো
২. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যন ও
৩. আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি, জন্য।
৪. আমরা ভিরদিন তাঁর ও করব।
৫. মানুষ সামাজিক।

বাঘ পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

| বাঘ পাশ | ডান পাশ |
|-------------------------------|------------------------------|
| ১. ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে | ■ বেরুসালামে মন্দিরে |
| ২. পুরুষ ও নারী মিলে | ■ মানুষ সৃষ্টি করেছেন |
| ৩. ঈশ্বরের প্রতি মারীয়ার ছিল | ■ পরিবার গঠন করে |
| ৪. বীভৎহ হারিয়ে গিয়েছিলেন | ■ গভীর বিশ্বাস |
| ৫. ঈশ্বর হলেন | ■ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা |
| | ■ সুখী মানুষ |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নারী ও পুরুষের মিলিত রূপ কী গঠন করে—

ক. সমাজ

খ. পরিবার

গ. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি

ঘ. মানুষের প্রতিমূর্তি

২. ঈশ্বর কেন মানুষের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?

- ক. ঈশ্বরকে সেবা করতে
- খ. ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে
- গ. নিজে ভোগ করতে
- ঘ. নিজে ভোগ করতে ও ঈশ্বরের কাছে উপসর্গ করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ও ও ও নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘অজ্ঞান ও অশ্রি দুই ভাইবোন। অশ্রি তার ভাইয়ের একটা বই দুকিয়ে রেখে মজা করতে থাকে। অশ্রি তার মন্দ কাজের তুল বুঝতে গেরে বইটি ফিরিয়ে দেয়। অজ্ঞান ঈর্ষ ধরে বোনকে ক্ষমা করে দেয়।

৩. অশ্রি তার কাজের দ্বারা লাভ করতে পারে-

- ক. অজ্ঞানের পরিতৃপ্তি
- খ. ঈশ্বরের পরিত্রা
- গ. বিবেকের উন্নতি
- ঘ. সকলের ভালোবাসা

৪. অজ্ঞানের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় -

- i. ঐশ্বরিক গুণাবলি
- ii. মানবীয় গুণাবলি
- iii. মাজলিক গুণাবলি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সুমনশীল প্রশ্ন

১. জীনা ও দীপের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। তারা একে অপরকে খুবই ভালোবাসে। দুজনের মাঝেই রয়েছে শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ। দীপের স্ত্রী জীনা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ডাক্তার সেবাতে পারেনি। শুধু তার স্ত্রীর পাশে থেকে সারাক্ষণই তার সেবা ও প্রাণনা করেছে। কেননা দুজনের জীবনই ছিল প্রাণনাশীল। ঈশ্বরের প্রতি ছিল জীনার গভীর বিশ্বাস। ভাই জীনা কখনো তার স্বামীর সোচারোগ বা তিরস্কার করেনি। দুঃখ ও বিপদের সময় দুজনে এক হয়ে সমাধানের পথ খুঁজছে। একে অপরকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার কারণে তারা সব কিছুই সমাধান করতে পেরেছে।

- ক. ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার আয়না কে?
 - খ. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের মতো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি?
 - গ. ডীনা ও দীপের পরিবার কী ধরনের পরিবার - ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. 'জীনার ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস' উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
২. বৃষ্টির জন্য হলো শীতে। পরিবারের সকলেই খুব খুশি। তার সরল ও পবিত্র হাসি সবাইকে আনন্দ দেয়। বৃষ্টি সকলের আসর-হাড়ে পোখাপড়া শিখে দেশের নামকরা একজন চিকিৎসক ও সমাজকর্মী হলো। মানুষের জন্য তার অসীম মাহাত্ম্য, মমতা ও ভালোবাসা। তার মুখের আত্মিক কথার অর্থক সুস্থ হয়ে যায় রোগীরা। অন্যদিকে তার স্বামী নামকরা একজন গবেষক। তিনি নিজের সাধনায় গবেষণা করে মানুষের চিকিৎসার জন্য ঔষধ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, যা দিয়ে মানুষের রোগ নির্ণয় করা হয়।
- ক. মানুষকে কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে?
 - খ. আমরা কীভাবে ভালো-মন্দের পথ বেছে নিই?
 - গ. বৃষ্টির স্বামীর মধ্যে ঈশ্বরের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে - তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
 - ঘ. 'বৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রকাশ' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর সব শেষে কী সৃষ্টি করলেন?
২. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন?
৩. ঈশ্বর মানুষকে কী কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?
৪. আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের গুণগুলো কী কী?
৫. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টি হওয়ার অর্থ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বর নারী ও পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছেন কীভাবে?
২. পবিত্র পরিবার সম্পর্কে লেখ।
৩. ঈশ্বর কেন মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

চতুর্থ অধ্যায়

স্বর্ণদূত ও মানুষের পতন : পরিভ্রাণের প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বর অসীম দয়ালু ও মঙ্গলময়। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টি বিশেষভাবে স্বর্ণদূত ও মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁকে পবিত্রভাবে জানবে, তাঁর আরাধনা করবে এবং তাঁর বাধ্য থাকবে। তাই ঈশ্বর তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে সেই স্বর্ণদূতদের কয়েকজন অহংকার করে তাঁরই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাশ করল। তারা শরভানে পরিত্যক্ত হলো। এরপর তারা মানুষকেও পাশে কেলার চেঁচায় উঠেপড়ে লাগল। মানুষ শরভানের প্রলোভনে পড়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। তাঁরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করল। মানুষের সেই পাশটিকে আমরা যদি আদিশাপ। এই পাশ মানুষের ইতিহাসে প্রবেশ করল। কিন্তু অসীম দয়ালু ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি মানুষকে ধ্বংস করে ফেললেন না। তিনি তাদের কথা মিলেন যে তিনি তাদের জন্য একজন প্রাণকর্তাকে পাঠিয়ে দিবেন।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পতিত স্বর্ণদূতদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শরভানের প্রলোভনে কীভাবে মানুষের পতন ঘটছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদিশাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাপের প্রলোভন জয় করার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে শিখব।
- অসং সঙ্গ থেকে দূরে থেকে সং জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১: বিদ্রোহী স্বর্ণদূতদের পতন

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্ণদূতদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আরাধনা করার জন্য। ঈশ্বরের মতো তাঁদেরও তত্ত্ব আখ্যা আছে, সেহ সেই। তাঁদেরকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে তিনি সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সত্যত্ব ঈশ্বরের প্রশংসায় মোহে থাকেন এবং থাকেন সবচেয়ে সুখের স্থানে। তাঁদের মধ্য থেকে একজনের নাম ছিল হুসিফের। সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তার দলে আরও কয়েকজন যোগ দিল। এভাবে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাশ করল এবং তাদের পতন হলো। তাদের পতন হলো তারা শরভানে পরিত্যক্ত হলো। শরভান সুপিকেরকে এখন নিরাবল নামে ডাকা হয়। শরভান বা নিরাবলের পতনের মূল কারণ হলো, সে ঈশ্বরের রাজত্বকে মেনে নিতে চায়নি। তার দলে যারা যোগ দিয়েছিল, তারাও একইভাবে অহংকার করেছিল ও ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। তাই ঈশ্বর তাঁদের জন্য একটি দ্বন্দ্বলত আভনের নরক প্রস্তুত করে সেখানে নিষ্ক্ষেপ করেছেন। সেখানে তারা অনন্তকাল ছুঁলেপুড়ে কষ্ট পেতে থাকবে। তাদের পতনের মূল কারণ হলো, তাদেরকে ঈশ্বর যে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করে তাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁরা নিজেদের বড় মনে করেছিল। তারা ঈশ্বরের সমান হয়ে উঠতে চেয়েছিল এবং ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল।

নিয়ামল বা শরতান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে পাশের গ্রন্থোক্তন দেখিয়েছিল। শরতানের ধর্মোক্ত কাজের মধ্যে এই গ্রন্থোক্তনটি ছিল সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী। আমাদের আদি পিতা-মাতা সেই গ্রন্থোক্তন জয় করতে না পেরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাশ করেছিলেন। নিয়ামল বলেছিল—‘তোমরা যদি এই পাহের ফল খাও, তবে তোমরা ঈশ্বরের মতোই হয়ে উঠবে, তোমরা ভালো-মন্দ জান লাভ করবে।’ তার এই কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সে একটি মত বড় মিথ্যাবাদী। সমস্ত মিথ্যার জন্মদাতাও এই নিয়ামল।

বিত্রোহী স্বর্গদেবরা তাদের পতনের পূর্বে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই কারণে তাদের পাশ ফ্যার অবশ্য। তাদের পতনের পর সেখানে ঈশ্বর স্বর্গদেবদের জন্য অনুতাপের কোনো সুযোগ সেননি।

আদি থেকেই তার নাম সেওয়া হয়েছে নরখাতক। সে এতই ধর্মোক্তক যে সে বীভকও পাশে ফেলার চেষ্টা করেছিল। বীভক সে স্বর্গীয় পিতার অবস্থা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। বীভ পিতার কাছ থেকে যে কাজের জন্য হেরিত হয়েছিলেন, শরতান সেই কাজ থেকে তাকে সরিয়ে সেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সামু যোহন তাঁর প্রথম পরে বলেছেন—‘যে পাশকাজ করে, সে শরতানেরই লোক। কারণ শরতান সেই আদি থেকেই পাশ করে আসছে। শরতান যা-কিছু করেছে, পরমেশ্বরের পুত্র তা নিষ্কল করে দেবার জন্যই এজগতে এসেছিলেন’ (১যোহন ৩:৮)।

তবে আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শরতানের কাজ কোনোক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়। সে তো একজন সুইজার মাত্র। আর ঈশ্বর হলেন তার সুইজার্টা। প্রভু বীভ যে ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এ জগতে এসেছিলেন, তা শরতান কোনোক্রমেই দমিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে শরতান এই জগতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। খ্রিষ্ট যে ঐশ্বরাজ্যের কাজ শুরু করেছে তা বিনষ্ট করার জন্যও শরতান সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। কারণ সে ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারকাজ সহ্য করতে পারে না। শরতান মানুষকেও পাশে ফেলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে। এভাবে সে মানুষের হৃদয় কতবিস্তৃত করছে। তবে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা শরতানকে পরিত্যাগ করবে। এভাবে শরতানের কাজকে তারা একদিন ব্যর্থ করে দিবে।

কল্প : বর্তমান জগতে আমরা শরতানের বী কী কাজ দেখতে পাই? কাজতস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
শরতানের কাজ পরিহার করার জন্য তোমার কক্ষীয় কী কী?

পাঠ ২: মানুষের পতন

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁকে দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ দান স্বাধীনতা। রেখেছিলেন পরম পবিত্র ও আনন্দময় স্থান স্বর্গের এডেন বাগানে। কিন্তু মানুষ পাশ করে যে কত সুখের স্থান হারাতে, তা সে তখন বুঝতে পারেনি।

ঈশ্বর আমাদের আদি পিতা-মাতাকে তাঁর সৃষ্ট নতুন পৃথিবীর সবকিছু দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাঁদের গাছপালা, পশু-পাখি ও জলচর সবকিছুর যত্ন নিতে বললেন। তিনি তাঁদেরকে একটি সুন্দর বাগানে রেখেছিলেন। সেখানে তাঁদেরকে সবকিছু উপভোগ করতে বললেন। তবে একটি মাত্র বিষয়ে তাঁদের বাতল করলেন। বাগানে ভালো-মন্দ জানার একটি বিশেষ ফল গাছ ছিল। ঈশ্বর তাঁদের সেই পাহের ফল খেতে নিষেধ করলেন। তিনি তাঁদের বললেন যে, ঐ পাহের ফল খেলে তোমরা মারা যাবে। তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে দিন যাপন করছিলেন।

শরতান ইশ্বরকে ঘৃণা করত। সে ইশ্বরের প্রস্তুত করা এই সুন্দর পরিবেশ নয় করতে চাইল। সে ভাবলো, যদি সে মানুষকে পাশে ফেলতে পারে, তবে ইশ্বর মনে মনে খুবই কষ্ট পাবেন। এভাবে শরতান ইশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে প্রথমে হাবাকে প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করল। হাবাকে সে বলল, এই ভাগ্যো-মন্দ জ্ঞানের পাছের ফল খুব মিষ্টি। কিন্তু হাবা বললেন, না, এটা খাওয়া আমাদের নিষেধ। শরতান বলল, ইশ্বর কেন তোমাদের এটা খেতে নিষেধ করেছেন, জানো? এই ফল খেলে তোমারা ইশ্বরের মতো জ্ঞানী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সাপের কথা হাবা বিশ্বাস করলেন। তাঁর মন গলে গেল। তিনি ফলের দিকে তাকিয়ে ইশ্বরের নিষেধের কথা ভুলে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন ইশ্বর যে তাঁদের দুজনকে কত ভালোবাসেন। হাবা ইশ্বরের মতো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে চাইলেন। ইশ্বরের কথানুসারে না চলে তিনি নিজের ইচ্ছামতোই কাজ করতে চাইলেন। হাবা হাত বাড়িয়ে শরতানের কাছ থেকে একটা ফল নিলেন। তা তিনি নিজে খেলেন ও আদমকেও একটু নিলেন। আদম হবার পরামর্শ তখন তা খেলেন। তখন থেকেই সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা উলঙ্গ। তখন তাঁরা গাছের লতাপাতা দিয়ে পোশাক তৈরি করলেন ও তা পরিধান করলেন। ইশ্বরকেও তাঁরা ভয় পেতে শুরু করলেন।

আদম ও হাবা ইশ্বরের কথা অমান্য করেছেন। তাঁরা ইশ্বরের অমূল্য দান স্বাধীনতার অপব্যবহার করলেন। শরতানের কথা শুনে তাঁরা ইশ্বরের অব্যাহা হলেন। এভাবে আদি পিতা-মাতার পতন হলো। পাপের কারণে মানুষের জীবনে মৃত্যু প্রবেশ করল। ইশ্বর তাঁদের শাস্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে নিলেন। পৃথিবীতে এসে তারা কষ্টকর জীবনযাপন করতে লাগলেন।

কাজ : ছোট ছোট দলে আলোচনা কর : শিফারীসের জীবনে কী কী প্রলোভন এসে থাকে? কীভাবে এসব প্রলোভন জয় করা যায়?

পাঠ ৩: আদি পাপ

আদম ও হাবার আস্থা ছিল ইশ্বরের মতো পবিত্র। সেই আস্থার শক্তিতে তাঁরা সহজে দমন করতে পারতেন। আর তাঁদের স্বাধীনতা দ্বারা তাঁরা নিজের ভবিষ্যতের জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা তাঁদের জন্য একটা বড় পরীক্ষা ছিল। কিন্তু মানুষ সেই পরীক্ষায় হেরে গেলেন। শরতানের প্রলোভনটি তাঁদের জন্য ছিল মারাত্মক। তাঁরা সেই প্রলোভনকে জয় করতে পারলেন না। তাঁরা শরতানের কথাকে ইশ্বরের কথার চাইতে বেশি আকর্ষণীয় মনে করলেন। তাঁদের সোচ্চ হলো ইশ্বরের মতো হওয়ার। তাই তাঁরা সব জেনেও ইশ্বরের অব্যাহা হলেন। এটাই হলো প্রথম মানুষের দ্বারা প্রথম পাপ। তাই এটাকে আমরা বলি আদি পাপ।

আদি পাপের অবস্থিতি অব্য

- (১) আদি পাপের দ্বারা মানুষ ইশ্বরের কাজ নিজেই করতে চাইলেন;
- (২) ইশ্বরকে মানুষ অবজ্ঞা করলেন;
- (৩) মানুষ নিজের অমঙ্গল নিজে ভেবে আনলেন;
- (৪) আদি পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেললেন;
- (৫) তাঁরা ইশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করলেন;
- (৬) ইশ্বর সম্বন্ধে খারাপ (বিকৃত) ধারণা গ্রহণ করলেন;

- (৭) ঈশ্বরের সাথে তাঁদের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল;
- (৮) তাঁরা দেহের উপর আত্মার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন;
- (৯) তাঁদের দুজনের মধ্যে আসলো কাম-শালসা;
- (১০) সৃষ্টির সাথে তাঁদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল;
- (১১) আদি পাপের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে মৃত্যু প্রবেশ করল;
- (১২) এতে সকল মানুষের মধ্যে আদি পাপ প্রবেশ করল।

কাজ : আদম ও হাবা কীভাবে পরতাপের প্রলোভনে পড়ে পাপ করেছিলেন তা অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৪: পাপের প্রলোভন জয় করার উপায়

প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে পাপের প্রলোভন আসে। প্রলোভনগুলো কখনও আমাদের কাছে ভালো কাজ করার বা ভালো পথে চলার পরামর্শ দেয় না। এগুলো আমাদেরকে কলিকের আনন্দ উপভোগের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই আনন্দ আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর পরে আমাদের কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু অন্য দিকে ঈশ্বর আমাদের সাহায্যে রেখেছেন তাঁর পথে চলার বাণী। তাঁর বাণী মেনে চললে আমরা তাঁর মতো পবিত্র পথে চলতে পারি। এভাবে মৃত্যুর পরে আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি। কাজেই ঈশ্বর আমাদের বাণীই ইচ্ছা নিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের পথ আমরা নিজেরাই বেছে নিতে পারি।

প্রলোভনগুলো জয় করতে পারা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পূর্বে প্রলোভনগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। প্রলোভনের সবচেয়ে প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের নিজস্বের ভিতরেই। আমাদের সকলেরই 'প্রবৃত্তি' আছে। প্রবৃত্তিগুলো হলো আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের খুশা। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা: চোখ, কান, নাক, হিহ্বা ও ত্বক। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক সময় ভালো কল্পনা আসে আবার কখনো কখনো মন্দ কল্পনা আসে। ভালো কল্পনার দ্বারা আমরা ভালো কাজের দিকে চাপি। কিন্তু মন্দ কল্পনার দ্বারা মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট হই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রবৃত্তিগুলো কোথা থেকে আসে? এগুলো আসে আমাদের হৃদয় থেকে। প্রভু বীণ বসেছেন—'অন্তর থেকেই তো, মানুষের হৃদয় থেকেই তো বেরিয়ে আসে এমন-সব অসৎ অভিজ্ঞার, যার ফলে তরু হয় অবৈধ স্নেহ, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোপুতা, দুটকা, প্রতারণা, যৌন উদ্ভুলপতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহংকার ও মতিভ্রম। এ সমস্ত দুটকা মানুষের অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। আর এই সবই মানুষকে অতৃপ্ত করে তোলে' (মার্ক ৭:২১-২৩)।

আমাদের ভালো প্রবৃত্তিও আছে। সবচেয়ে ভালো প্রবৃত্তি হলো ভালোবাসা। এর উৎপত্তি হয় মানুষের মঙ্গল করার আকর্ষণ থেকে। সাধু আগস্টিন বলেন, 'ভালোবাসা হচ্ছে অন্যের মঙ্গল বাসনা বা কামনা করা।'।

পাপের প্রলোভন জয় করার পথ আমাদের সকলেরই জানা থাকা দরকার। আমাদের এই বয়সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কিছু প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলা। ভালো অভ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো আধ্যাত্মিক অভ্যাস। এর পাশাপাশি দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকেও দমনে রাখা। ভালো অভ্যাসগুলো মানুষকে ভালো পথে চলতে সহায়তা করে। এগুলো সমস্ত প্রলোভন জয় করে আমাদেরকে রেল লাইনের মতো সঠিক দিকে পৌঁছে নিতে পারে। প্রলোভন জয় করার কয়েকটি পথ উল্লেখ করা হলো :

- পাশ পরিচালনা করার নৃদ্রষ্টব্য করা;
- নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রলোভন জয় করার জন্য প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে কৃপা, শক্তি ও সাহস চাওয়া;
- নিয়মিত পাশবীকার সাক্ষাৎ গ্রহণ করা;
- নিয়মিত খ্রিষ্টধর্মে যোগ দেওয়া ও পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা;
- পবিত্র আশ্রয় শক্তিতে বিশ্বাস করা;
- শত্রুতাদের শক্তিকে অস্বীকার করা;
- ভালো ও পবিত্র মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা;
- পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করা;
- নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা ও নির্মল অনমনে যোগদান করা;
- পরিবার, সমাজ ও মজলীস বিভিন্ন কাজে কর্মে অংশগ্রহণ করা;
- দরিদ্র ও অত্যাচারিতদের সেবা করা;
- সব সময় ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা ও অসং সঙ্গ ত্যাগ করে চলা।

পাপের প্রলোভন ত্যাগ করার জন্য আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। ভালো বা মন্দ সঠিকভাবে বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরপর সঠিক পথে চলার জন্য সর্বাঙ্গকরণে চেষ্টা করতে হবে।

কাজ : ১। তুমি তোমার জীবনে কখনো প্রলোভন জয় করে থাকলে তা দলে সকলের সাথে সহজগিতা কর।
কাজ : ২। তোমার অসং বন্ধুদের প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে তুমি কীভাবে তাদের সং আদর্শ দেখাবে তা একটি দলে অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

সূচ্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বর অসীম
২. মানুষ ও হৃদয়
৩. যে পাপকাজ করে, সে
৪. পাপের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কাজ নিজেই করতে চাইলেন।
৫. সবচেয়ে ভালো প্রবৃত্তি হলো

যদি পাপের বাক্যগুলোর সাথে ভাল পাপের বাক্যগুলোর মিল কর :

| যদি পাপ | ভাল পাপ |
|------------------------------|-----------------------------|
| ১. নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস | • অস্বীকার করা |
| ২. শত্রুতাদের শক্তিকে | • আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা |
| ৩. প্রবৃত্তিগুলো হলো | • সুদাম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল |
| ৪. সৃষ্টির সাথে তাদের | • গড়ে তোলা |
| ৫. ঈশ্বরকে মানুষ | • আমি পাপ প্রবেশ করেছে |
| | • অবজ্ঞা করলেন |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের প্রথম পাপকে কী বলা হয়?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. প্রথম পাপ | খ. আদি পাপ |
| গ. মহাপাপ | ঘ. গুরুপাপ |

২. স্বর্গদূতের সৃষ্টি করার কারণ কী?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ক. ঈশ্বরের আরাধনার জন্য | খ. মানুষের সেবার জন্য |
| গ. নিজেদের পৌরষের জন্য | ঘ. কর্তৃত্ব করার জন্য |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ সং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মধুপুর মন্ডলী ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও ফাদারের সঠিক পরিচালনায় বড় হতে লাগল। সজল করেকল্পকে একত্র করে ফাদারের বিরোধিতা করে। ফলে তাকে মন্ডলী থেকে বের করে দেওয়া হয়।

৩. সজলের এ বজাব পরিবর্তনের জন্য যা করা উচিত-

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ক. ফাদারের প্রশংসা করবে | খ. স্বর্গদূতের আরাধনা করবে |
| গ. ঈশ্বরের রাজত্বকে মেনে নিয়ে | ঘ. সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে |

৪. সজলের পড়নের মূল কারণ হলো -

- স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার
- ঈশ্বরের বিরোধিতা করা
- অন্যের প্ররোচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. তপু : তনয় তোমার মোবাইলটা দেখতে তো খুব সুন্দর। কোথায় পেলো?
 তনয় : আমি যে দোকানে কাজ করি, সেখান থেকে না বলে এটা নিয়ে এসেছি। তুমি যদি চাও তোমাকেও গোপনে একটা এনে দিতে পারি। কেউ দেখবে না।
 তপু : চলো যাই তনয়, একুশি নিয়ে আসি।
 তনয় : চলো।

- ক. শুনিকেরকে কী নামে ডাকা হয়?
- খ. মানুষ কেন ঈশ্বরের অবাধ্য হলো?
- গ. কোন শিক্ষার আলোকে তনয় তার এ অবস্থা থেকে কিসে আসতে পারবে?
- ঘ. তনয়ের প্রলোভনের পরিণতি ও মানুষের পতন তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. সুজ্ঞান যত ব্রহ্মিতে পড়ে। সে খেলাধুলা, পড়াশোনা, অভিনয় সবকিছুতেই খুবই পারদর্শী। সে জন্য সে নিজেকে খুব বড় ভাবতে লাগল। ছুসের দুর্বল শিক্ষার্থীদের সে নানাভাবে ভিন্নভাব করত। মাঝে মাঝে সে শিক্ষকদের কথাও তনতে চায় না। এতে করে সে সবার খুশার পার হয়ে উঠল। একদিন শিক্ষককে বলল যে তাদের চেয়েও সে বেশি জানে। এ কথা যখন প্রধান শিক্ষকের কানে গেল, তখন তাকে ছুসে থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হলো।

- ক. কোন স্বর্ণীর দূত ঈশ্বরের বিদ্রোহ করেছিল?
- খ. কীভাবে শয়তানের পতন হয়েছিল?
- গ. সুজ্ঞানের অচরণ দ্বারা কী প্রকাশ পায়- জোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. স্বর্ণদূতের পতন ও সুজ্ঞানের পতনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের প্রবৃত্তিগুলো কী?
২. আলি পিতা-মাতাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল কে?
৩. মানুষের ইন্দ্রিয় কয়টি ও কী কী?
৪. আধ্যাত্মিক অভ্যাসের পাশাপাশি আর কিসের দমন রাখা প্রয়োজন?
৫. কোন স্বর্ণদূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল?

স্বর্ণদূতের প্রশ্ন

১. আলি পাপের অন্তর্নিহিত অর্থতমো লেখ।
২. প্রলোভন থেকে রক্ষা পাবার উপায়গুলো লেখ।
৩. শিক্ষার্থীদের কী কী প্রলোভন হতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরের আস্থানে ইসাইয়ার সাড়াদান

ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাঁর বাণী মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য আহ্বান করেছেন। আর বাঁদেয়কে তিনি ডাক দিয়েছেন, তাঁরা সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা এই আহ্বানকে কর্তব্যমূলক বলে মনে করেছেন। তাঁর নিজের সৃষ্টিকর্তা তাঁকে তেঁকেছেন বলে তাঁরা সেই আহ্বানে আনন্দের সাথে সাড়া দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ঈশ্বর কীভাবে প্রবক্তা ইসাইয়াকে আহ্বান করেছেন এবং ঈশ্বরের ডাকে তিনি কীভাবে সাড়া দিয়েছেন।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—



ইসাইয়া

- মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইসাইয়া স্বর্ণের যে মূশাটি দেখেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়ার তত্তীকরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়াকে আহ্বান ও ইসাইয়ার সাড়া দানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরের কাছে অপেক্ষাহণের উদ্দেশ্যে মানুষের তত্তীয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বরের উপর ইসাইয়ার পতীর বিশ্বাস উপলব্ধি করে নিজে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হবো।

পাঠ ১: মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান

আহ্বান কথার অর্থ হলো ডাক। ঈশ্বর অদৃশ্য হলেও মানুষের সাথে তাঁর একটা অস্তরের যোগাযোগ আছে। তিনি মানুষকে দেখে, মনে ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সেইটা দেখা যায়, কিন্তু তার মনে ও আত্মা দেখা যায় না। সেই অদৃশ্য মনে ও আত্মা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। প্রার্থনা ও নীরব ধ্যানের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের কথা ভনতে পার। মানুষের অদৃশ্য মনে ও আত্মার মধ্যে বিবেক বলে একটা শক্তি বা ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন। সেই বিবেক দ্বারা বিবেচনা করে সে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে ডাকেন মানুষের মতো মানুষ হতে, প্রকৃত প্রীতান হতে এবং বিশেষ জীবনে প্রবেশ করতে। এই পাঠে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

২.১ মানুষ হওয়ার আঙ্গান : ঈশ্বর আমাদেরকে মানব পরিবারে জন্ম দিয়েছেন। আমাদের সকলেরই সেহ, মন ও আত্মা আছে। দেহের মধ্যে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার কথা তার সবই আছে। তবুও আমাদেরকে ঈশ্বর মানুষ হওয়ার জন্য ডাকেন। এর অর্থই কী? আমাদের মা-বাবাও অনেক সময় আমাদেরকে বলেন, 'মানুষ হও'। তারা এর দ্বারা কী বুঝাতে চান তা আমরা জানি। তাঁরা আমাদেরকে মানবিক গুণ ও মূল্যবোধগুলো অর্জন করতে বলেন। ঈশ্বর আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে তাঁর পুত্র বীতকে রেখেছেন। বীত একই সঙ্গে পূর্ণ ঈশ্বর এবং পূর্ণ মানব। বীতর মধ্যে মনুষ্যত্বের সবগুলো গুণ ছিল। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলে বাঁচি মানুষ হতে পারি। অর্জিত গুণ ও মূল্যবোধগুলো আমরা যতই অপরের কল্যাণে ব্যবহার করি, ততই আমরা দিন দিন 'মানুষের মতো মানুষ' হতে থাকি।

২.২ খ্রিষ্টান হওয়ার আঙ্গান : আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দ্বিতীয় একটি আঙ্গান পেয়েছি। সেটি হলো খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার আঙ্গান। খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিলেই এবং দীক্ষাহ্রাসনসহ অন্যান্য সাক্ষ্যমেন্টগুলো গ্রহণ করলেই একজনকে খ্রিষ্টান বলা যায় না। যেমন করে আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে মানুষ হতে বলেন, তেমনই আমাদেরকে দিনে দিনে খ্রিষ্টান হতে হবে। খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টের অনুসারী হতে হলে আগে বাঁচি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। বাঁচি মনুষ্যত্বের গুণগুলো আরও করতে না পারলে আমরা বাঁচি খ্রিষ্টানও হতে পারি না। যতই আমরা ধীরে ধীরে মানুষের মতো মানুষ হবো ততই আমরা বাঁচি খ্রিষ্টান হবো। খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়ার আঙ্গানে সাক্ষ্য দিতে পারি।

২.৩ বিশেষ আঙ্গান : যারা বাঁচি মানুষ ও বাঁচি খ্রিষ্টান হতে পারে, তাদের মধ্য থেকে ঈশ্বর কাউকে কাউকে বিশেষ আঙ্গান দিয়ে থাকেন। যেমন : কেউ কেউ ঈশ্বরের আঙ্গান পায় হাজক, পালক, ব্রাদার, সিস্টার, কাউন্সিলর হওয়ার জন্য। এগুলোকে বিশেষ আঙ্গান বলা হয় এই কারণে যে এই ধরনের জীবনের জন্য ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য আঙ্গান করেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা এ রকম অনেক মানুষকে বিশেষ আঙ্গান পেতে দেখেছি। তাঁদের কয়েকজনের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন : অত্রাহাম, মোশী, এলিহু, ইসাইয়া, দানিয়েল, কন্থ, এসথের, সেবোয়া, দীক্ষাতক বোহন, মারীয়া, আল্লা, মারীয়া মাগদালেনা, পিতর, পল এবং আরও অনেকে। বীরা ঈশ্বরের বিশেষ আঙ্গান পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বাঁচি মানুষ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন।

বিশেষ আঙ্গানের ব্যাপারে আমাদের মনে রাখা দরকার:

- ক) ঈশ্বরের আঙ্গান মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত পৌরবজনক বিষয়। এই আঙ্গানটি এতই পৌরবজনক যে এটি আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে।
- খ) কোনো একটি বিশেষ কাজ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এই আঙ্গান করেন। তিনি একটি কাজ দিয়ে আহুত ব্যক্তিকে পাঠান।
- গ) আহুত ব্যক্তির মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর তাদের ডেকেছেন ঈশ্বরের ও মানুষের সেবা করার জন্য, সেবা পাবার জন্য নয়।
- ঘ) বিশেষ আঙ্গান যারা পায়, তাদের অনেক বাধার সন্মুখীন হতে হয়। অনেক সমালোচনা ও অশ্রবণ সহ্য করতে হয়। তাদের অনেক ত্যাগবীকার করতে হয়। কখনো কখনো তাদের শাখীক নির্বাহিতনও সহ্য করতে হয়।
- ঙ) ঈশ্বর যাকে ডাকেন ও বিশেষ কাজের জন্য পাঠান তাকে ঐ কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণও দেন। কাউকে তা নিজের ব্যবহারের জন্য দেন না। যে যে-গুণ পেয়েছে, তা দিয়ে সে যত্নশীল, সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করবে, এটাই ঈশ্বর চান।

বিশেষ আহ্বানে আবৃত ব্যক্তিসমূহকে অবশ্যই বাঁটি মানুষ ও বাঁটি খ্রিষ্টান হতে হবে। এরপর ঈশ্বর যিনি চান তবে তিনি তাঁর বিশেষ কাজের জন্য আমাদেরকে বিশেষ আহ্বান করতেও পারেন। এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আমাদেরকে প্রতিদিনই ঈশ্বরের ডাক তখনতে হবে। প্রার্থনা, ধ্যান, বিভিন্ন ঘটনা, ঈশ্বরের বাণী ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বই পড়া, বিভিন্ন আদর্শ ব্যক্তিসের জীবন ও পরামর্শ আমাদের এ বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

পার্ঠ ২ : এবকতা ইসাইয়ার আহ্বান

এবকতা ইসাইয়া একজন বাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনি একজন বাঁটি ঈশ্বরভক্তও ছিলেন। এই পার্ঠে আমরা সেখব ইসাইয়া খর্বের একটি দৃশ্য সেখতে পেয়েছিলাম। সেখানে তিনি ঈশ্বরকে সেখেছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে কথা তনেন। ঈশ্বরের দূত তাঁকে তত্তি করেছেন। বিশেষ কাজের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ভেকেছেন এবং তিনিও তাঁতে সাড়া দিয়েছেন।

ইসাইয়ার খর্বের দৃশ্য সর্ণন

রাজা উজিয়া যে বছর মারা গেলেন, সেই বছরে আমি একদিন সেখতে গেলাম, উঁহুতে বসানো এক মহানিহোসনে গ্রন্থ বসে আছেন। তাঁর বসনের সুদীর্ঘ প্রান্তভাগ গোটা পুণ্যস্থান জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। উর্ধ্বে রয়েছে একদল সেরাতদূত। তাঁরা ত্রিকার করে পরস্পরকে বলছেন: 'পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য বিশ্বগ্রন্থ পরমেশ্বর। সারা পৃথিবী জুড়েই তাঁর মহিমা প্রকাশ।' তাঁরা একের পর এক এই যে ত্রিকার করছিলেন, তাঁদের স্ব-অনিতে তখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ভিত কঁপে কঁপে উঠছিল। আর সেই সঙ্গে মন্দিরটি ধোঁয়ার ভরে উঠছিল। আমি তখন বলে উঠলাম: 'এবার আমার সর্বাঙ্গ হলো। আর আমার রক্তা সেই। অতচি-মুখ মানুষ আমি, আবার বাস করি অতচি-মুখ এক জাতিরই মাঝখানে। আর সেই আমি কি না নিজের চোখ দিয়ে স্বতঃ রাজ্য, সেই বিশ্বগ্রন্থ পরমেশ্বরকেই সেখে ফেললাম।'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এসেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার। তা তিনি ডিমটে দিয়ে ফজবেসির ওপর থেকেই তুলে এসেছিলেন। আমার মুখে সেই অঙ্গার একবার স্পর্শ করিয়ে তিনি বললেন: 'এই সেখ, এটা তোমার ট্রো স্পর্শ করছে। তোমার অপরাধও দূর করা হয়েছে। তোমার পাগও মুছে ফেলা হয়েছে।' তখন আমি তনতে গেলাম, গ্রন্থ বললাম: 'কাত্তে পার্ঠা আমি? আমাদের দূত হয়ে কে বাবে?' আমি উত্তর দিলাম: 'আমি জো রয়েছে। আমাকেই পার্ঠাও।'

ইসাইয়া খর্বের দৃশ্য সেখেছিলেন

- খর্বের নিহোসনে ঈশ্বর উপবিষ্ট আছেন।
- ঈশ্বরের গৌরবগান করছেন সেরাতদূতগণ। তাঁরা খুপারতি দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন। তাঁদের প্রশংসার মন্দিরের প্রবেশদ্বার কঁপে উঠছিল।

ইসাইয়ার প্রতিক্রিয়া : ঈশ্বরকে সেখে ইসাইয়া ভর গেলেন। কারণ তখনকার মানুষ মনে করত ঈশ্বরকে সেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মানুষ অপবিত্র কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র। তাই ইসাইয়া মনে করলেন, এবার বোধ হয় তিনি মারাই যাবেন।

ইসাইয়ার তত্তীকরণ : ইসাইয়া বললেন, তাঁর মুখ ও চোখ অতচি বা অপবিত্র। তিনি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের একজন দূত আসন দিয়ে তাঁর মুখ পবিত্র করে তুললেন। এরপর দূত তাঁকে নিশ্চিত হতে বললেন, কারণ এখন থেকে তিনি পবিত্র এক মানুষ বলে গণ্য হবেন।

ইসাইয়াকে ঈশ্বর আহ্বান করেন : ইসাইয়া ততি হওয়ার পর ঈশ্বর একটি প্রশ্ন রাখলেন। ঈশ্বর বললেন: 'কাকে পাঠাব আমি? আমারে নৃত হয়ে কে যাবে?' এই প্রশ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর ইসাইয়াকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিলেন। তিনি তাঁর কাছে যাবার জন্য ইসাইয়াকে জোর করলেন না।

ইসাইয়ার উত্তর : এবক ইসাইয়া ঈশ্বরের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলেন। এরপর তাঁর মনে ও হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবাকাজ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তো রয়েছি। আমাকেই পাঠাও।'

এভাবে ইসাইয়া এবক হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পেলেন। তিনি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলেন। ঈশ্বর এবক ইসাইয়াকে ততি বা পবিত্র করলেন ইসাইয়ার নিজের জন্য নয়। বরং তিনি যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারেন, সে জন্যে ঈশ্বর তাঁকে পবিত্রতার এই সুন্দর গুণটি দিয়েছেন।

কাজ : ১। ঈশ্বর তোমাকে কোন বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করছেন কিনা সে বিষয়ে তোমার অনুভূতি সম্পর্কে দেখ।
কাজ : ২। ইসাইয়ার স্বর্ণের দৃশ্য দর্শন একটি দলে অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৩ : ঈশ্বরের কাজের জন্য মানুষের তত্বতার প্রয়োজনীয়তা

ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় ইসাইয়ার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইসাইয়া ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে তীত ও বিধায়িত্ব হলেন। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অপবিত্রতা ও অযোগ্যতা এবং সমগ্র ইস্রায়েল জাতির পাপময়তা ছিল তাঁর এই ভয় ও বিধায় প্রদান কারণ। তাই তিনি বললেন, তিনি অততি। আর অন্যদিকে ঈশ্বর তাঁকে ততি বা পবিত্র করে দিলেন। এরপর ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিলেন। এখানে আমরা কয়েকটি ধাপ দেখতে পাই:

- ক) ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য ইসাইয়াকে ডাকেন। তাই তিনি ইসাইয়ার কাছে দেখা দেন।
- খ) ইসাইয়া ঈশ্বরের কাজ করতে বিধায়িত্ব করেন। কারণ তিনি নিজেকে দুর্বল, পাপী ও অততি বলে মনে করেন। এতে তাঁর অনুতাপ প্রকাশ পায়।
- গ) ঈশ্বর ইসাইয়ার অন্তত হৃদয়ের পাপ ক্ষমা করেন, তাঁকে পবিত্র করেন।
- ঘ) এরপর ইসাইয়া ঈশ্বরের সাথে আলাপ করতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করেন।
- ঙ) ঈশ্বর ইসাইয়ার সামনে একটা বিশেষ দায়িত্বের কথা বলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে পাঠাব? কে যাবে?'
- চ) ইসাইয়া জানতেন, এই বিশেষ কাজটি বেশ কঠিন। তবুও তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাণীপ্রচার কাজে আত্মনিবেদন করলেন।

মানুষের তত্বতার বিষয়ে প্রত্ন বীত্ব শিক্ষা

ঈশ্বরের কাজ করার জন্য মানুষের তত্বতার ব্যাপারে প্রত্ন বীত্বর কয়েকটি উক্তি নিম্নরূপ:

- বীত্ব অষ্টকল্প্যাপ বাণীতে বলেন, 'অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা- জারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।'
- 'আমি তোমাদের বলে রাখছি, শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা যদি গভীরতর না হয়, তাহলে তোমরা কখনো স্বর্ণরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।'
- 'তোমাদের স্বর্ণনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।'

বাস্তব জীবনে আমরা সেখতে পাই

- ১। ইসাইয়ার মতো আমাদের সকলের অন্তরেও পবিত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমরা যখন পাপ করি, তখন নিজেকে অপবিত্র বা অতৃপ্ত মনে করি।
- ২। আমরা প্রতিবছর বড়দিনে সুভিন্দাতা বীতকে বরণ করার পূর্বে আগমনকাল পালন করি। তখন আমাদের পরিবর্তিত করে সেই-মন-আত্মার পবিত্রতা এনে প্রস্তুত হই। এভাবে আমাদের বড়দিন আনন্দের হয়। বীতের পুনরুত্থান পর্ব পালন করার আগেও আমরা তপস্যাকাল পালন করি। কশালে ছাই মেখে এই তরুত্বপূর্ণ কাজটি তুল করি। এর মাধ্যমে আমাদের পবিত্রতা বা শুচিতা ফিরিয়ে আনি।
- ৩। দীক্ষাস্থান গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আদিপাপের ক্ষমা পাই। পবিত্রভাবে খ্রিষ্টপ্রসঙ্গ গ্রহণের পূর্বে আমরা পাপশীকার সাক্ষ্যমন্ত গ্রহণ করি। তাছাড়া খ্রিষ্টযোগে যোগ দিয়ে প্রথমে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে নিই। হত্যার্পণ, বিবাহ ও যাজকবরণ প্রভৃতি সাক্ষ্যমন্ত মানুষ পবিত্রভাবে গ্রহণ করে।
- ৪। গ্রামের প্রার্থনা পরিচালকগণ, কুমারী মারীয়ার সম্মানগণ, সাধু আত্মনীর পানের দলের সদস্যগণ পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন।
- ৫। ব্রতধারীগণ ও ঈশ্বরের বাণীপ্রচার কাজে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিগণ পবিত্র জীবন যাপন করার সাধনা করেন।
- ৬। যজ্ঞ উপসর্গকারী যাজকগণ পবিত্র জীবন যাপন করার ও পবিত্রভাবে যজ্ঞ উপসর্গ করার আশ্রয় চেষ্টা করেন।
প্রবক্তা ইসাইয়া ঈশ্বরের কাজ করার জন্য নিজেকে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র করে বিশেষ কাজের আহ্বান দিয়েছিলেন। আমরাও যদি ঈশ্বরের বিশেষ কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে চাই, আমাদেরও ভেতমনি পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।

কাজ : পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য তোমার কী কী করণীয় তা নিজের খাতায় লেখ ও ছোট দলে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

মুদ্রস্থান পূরণ কর :

১. পূণ্য, পুণ্য, পুণ্য পরমেশ্বর।
২. সেরাফসের হাতে ছিল এক টুকরো অর্ধাং।
৩. এই দেখ, এটা তোমার স্পর্শ করছে।
৪. তোমার মুখে ফেলা হয়েছে।
৫. আমি তো রয়েছি পাঠাও।

যদি পাণ্ডের ব্যক্তিগতের সাথে ডান পাণ্ডের ব্যক্তিগতের মিল কর :

| ডান পাণ্ড | ডান পাণ্ড |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ১. ইসাইয়া একজন বাঁটি | ■ বাঁটি মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় |
| ২. খ্রিষ্টের অনুসারী হলে | ■ ঈশ্বরতত্ত্ব লোক ছিলেন |
| ৩. বর্ণের সিংহাসনে | ■ ঈশ্বর উপস্থিতি আছেন |
| ৪. নীক্ষানদের মাধ্যমে আমরা | ■ আদি পাণ্ডের কথা পাই |
| ৫. যারা বাঁটি মানুষ ঈশ্বর তাদের | ■ সেবার জন্য নয় |
| | ■ আহ্বান করেন |

কল্পিতচরিত্র

১. কীভাবে আমরা প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়ার আহ্বানে সাক্ষাৎ পাই?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ক. ঈশ্বরের বাণী শুনে | খ. নিয়মিত প্রার্থনা করে |
| গ. খ্রিষ্টের আশ্রয় নেমে | ঘ. খ্রিষ্টকে অনুসরণ করে |

২. একজন আহুত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাকে ডেকেছেন -

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ক. উপাসনা করতে | খ. সেবা করতে |
| গ. ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করতে | ঘ. সকলকে ভালোবাসতে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ও ও ও ও নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অসীম একজন সব ও ধর্মিক শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক একদিন অসীমকে অফিসে ডাকলেন। অসীম ভাবলেন কোনো কাজে অবহেলার জন্য হয়ত তিরস্কার করবেন। তাই তিনি ভীত কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাকে যোগ্য শিক্ষক হিসাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিলেন।

৩. প্রধান শিক্ষক অসীমের মধ্যে ইসাইয়ার যে গুণটি খুঁজে পেয়েছেন?

- পবিত্রতা
- বিশুদ্ধতা
- ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৪. ইসাইয়ার ন্যায় প্রধান শিক্ষক অসীমকে বেছে নিলেন কেন?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. উপস্থিতি দিতে | খ. সাহস দিতে |
| গ. দায়িত্ব দিতে | ঘ. তিরস্কার করতে |

সুজননীল প্রশ্ন

১. বিনয় পুত্র সুন্দর করে কথা বলে। তাই সকলেই তাকে পছন্দ করে। সে সত্যবাদী ও দুঃখীদের প্রতি সম্ব্যথী। সর্বদা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য। তার এ ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার কারণে সে আহ্বান পেল পুরোহিত হবার। বিনয় প্রথমে রাজি হলো না, কারণ সে নিজেকে পাশী মনে করে। এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। সে প্রার্থনা করতে থাকল। পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পেরে সে এ পদ (পুরোহিত পদ) গ্রহণ করল।

ক. আহ্বান কথার অর্থ কী?

খ. স্বর্ণরাজ্যে প্রবেশের জন্য আমাদের কী করতে হবে?

গ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিনয় পুরোহিত পদ গ্রহণ করল?

ঘ. 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাই বিনয়ের কর্তব্য'- উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

২. অসীম পরিবারের একজন বাধ্য ও মেধাবী ছেলে। সে দীক্ষাপ্রাপ্ত গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। মানুষের সেবা করে। মিশনের কাদারসের সাথে কাজ করতে করতে খাঁটি মানুষ হয়ে ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান পায়। সে জানে, ঈশ্বরের কাজের জন্য অতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। তাই মজলী তাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

ক. কে স্বর্ণদুতের দর্শন পেয়েছেন?

খ. ইসাইয়া (মিশাইর) কেমন লোক ছিলেন?

গ. অসীম কী ধরনের জীবনব্যাপন করে – ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. অসীম ও ইসাইয়ার (মিশাইয়ের) তত্ত্বকরণের মিল ও অমিল সেখাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে কেন ডাকেন?
২. প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়া বলতে কী বোঝায়?
৩. প্রবক্তা ইসাইয়া কেমন লোক ছিলেন?
৪. ইসাইয়াকে ঈশ্বর কীভাবে তত্ত্ব করলেন?
৫. মানুষের তত্ত্বকরণ বিষয়ে গ্রন্থ বীত্ব শিক্ষা কী?

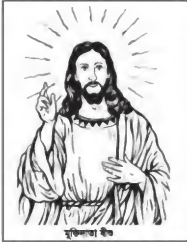
বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'মানুষের মতো মানুষ' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
২. বিশেষ আহ্বানের ব্যাপারে মনে রাখার বিষয়সমূহ কী কী।
৩. ইসাইয়ার স্বর্ণের দর্শনের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম ও শৈশব

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তাই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি হওয়ার জন্য তিনি নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তাঁর পুত্র জন্ম নিলেন অশুভের ভ্রূণকর্তারূপে, পাপ হরণকারীরূপে। তিনি আসলেন পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। যারা মুক্তিদাতার মুক্তির পথ গ্রহণ করে, তারা পরিণাম লাভ করে। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের প্রিয় মুক্তিদাতার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে আলোচনা করব। একই সাথে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীরতর করে তোলার চেষ্টা করব।



মুক্তিদাতা যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্রের মানব হয়ে অনুগ্রহণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- যীশুর শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর শৈশব জীবন কীভাবে মানুষকে সুখের জীবন গঠনের বিষয়ে শিক্ষা দেয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৃত্যু ও দ্বিতীয় জীবন বাপন করব।

পাঠ ১ : পৃথিবীতে মুক্তিদাতা যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান ও একই সময়ে তিনি সব জায়গায় বিদ্যমান। তিনি সকল ভালো, মঙ্গলময়তা, পরিমিতা ও আশ্বাসের উৎস। তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের সকল জীবের মধ্যে, বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছেন যেন তারা তাঁর পবিত্র পেতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে তিনি বিবেক ও আত্মা দিয়েছেন। তাকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা ও ভালোবাসা।

১.১ ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া ব্যর্থবারন করা। আমরা জানি, আমাদের অগ্নি পিতা-মাতা আদম ও হাবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁদেরকে স্বর্ণ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ও পৃথিবীতে পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে স্বর্ণ থেকে আমাদের অগ্নি পিতা-মাতার পতন হলো। অর্থাৎ পাপের ফলে স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি থেকে তারা বঞ্চিত হলেন। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাদের দিয়েছিলেন ভালো ও মন্দ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। মানুষ ভালোটাকে বেছে না নিয়ে মন্দটাকেই বেছে নিল। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করেননি। তাই তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। স্বর্গীয় উন্মাদনে অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষের হাফা আর সম্ভব হলো না।

স্বাধীন ইচ্ছার বলে এমন সিদ্ধান্তের কারণেই মানুষের উপর নেমে এসেো শাস্তি। তবুও অলীম দয়ালু ও ধেমসর ঈশ্বর হাপ করে তাসেরকে চরম শাস্তি দিলেন না। অর্থাৎ তাসেরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেললেন না। বরং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি পণ্ডিত মানুষকে মুক্ত করার জন্য জগতে একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দিবেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। তিনি নিজের পুরকে আমাদের জন্য পাঠালেন। এভাবে মুক্তিদাতা বীত খ্রিষ্ট পৃথিবীতে আসলেন।

দুই হাজার বছরেরও আগে মুক্তিদাতা বীত খ্রিষ্ট এ পৃথিবীতে এসেছেন। অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যমান হয়েছেন। তিনি মানুষেরই মতো সেহধারণ করেছেন, আমাদের খুব কাছে এসেছেন। আমাদের হাতোই জীবন বাপন করেছেন। মানবজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা তিনি জানিয়েছেন।

১.২ শরতাসের কবল থেকে মুক্ত করা : আমি পিতা-মাতার পাশের ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি পাশের হারায় বাস করছিল। মানুষ অসত্যের অর্থাৎ শরতাসের কবলে পড়ে ছিল। সেই অসত্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বীত পৃথিবীতে আসলেন। তিনি মানবজাতিকে এতই ভালোবাসলেন যে তাসেরকে পাশ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি জীবন দিলেন। বীত বলেন, 'আমি আসো হয়েই এই জগতে এসেছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে না থাকে' (যোহন ১২:৪৬)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কীভাবে শরতাসের কবলে পড়ে তা ছোট ছোট বসে সহজগিতা কর।

শরতাসের হাত থেকে বীত তোমাকে কীভাবে রক্ষা করেন তাও সহজগিতা কর।

১.৩ বিভিন্ন সম্পর্ক পুনরায় পড়া : বীত নিজেই এ জগতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। যেহনের লিখিত মঙ্গলমাতার (৬:৩৬) তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বলেন, 'আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্ণ থেকে নেমে এসেছি।' পিতার ইচ্ছা হলো: পিতা তাঁর হাতে বাসের তুলে নিয়েছেন তাঁদের সকলকে পাশ থেকে মুক্ত করা। ঈশ্বরের সাথে মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক পুনরায় পড়ার জন্য তিনি জীবন দিলেন।

১.৪ হারানো মানুষকে কিরে পেতে : বীত নিজে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে যা হারিয়ে গেছে, তা খুঁজতে ও পরিণাম করতেই মানবপুত্র এসেছেন' (লুক ১৯:১০)। পাশের ফলে আমরা সকলেই ঈশ্বরের ভালোর আশ্রয় থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সেই ভালোর বন্ধনে কিরিয়ে আনার জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন।

১.৫ ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী : বীত বলেন, 'আমি পথ, সত্য ও জীবন।' তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করি। তিনি এখন পিতা ঈশ্বর ও জগতের মানুষের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন। আমাদের সকল প্রয়োজনের কথা তিনি পিতার কাছে তুলে ধরেন। আবার পিতার কৃপা-আশীর্বাদ তিনি আমাদের কাছে দান করেন।

কাজ : তুমি কীভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে যাও এবং কীভাবে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হও তা জোড়ার জোড়ার আলোচনা কর।

পাঠ ২: মুক্তিদাতা বীতর জন্মের তাৎপর্য

বীত প্রিয় আমাদের পাশ থেকে দূর করার জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি। তাঁর জন্মের ঘটনাটিও আমরা জানি। এবার আমরা তাঁর জন্মের তাৎপর্য বা গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাব, বীতর জন্ম আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

২.১ ইখানুয়েল : প্রথম বীতর জন্ম আমাদের জন্য একটি গভীর অর্থপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রবক্তা ইসাইয়াহর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাই তাঁর সম্পর্কে অবিধ্যাশী করেছিলেন। প্রবক্তা বলেছিলেন যে, একটি কুমারী কন্যা গর্ভবতী হবে ও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখা হবে ইখানুয়েল। ইখানুয়েল কথার অর্থ হলো ‘ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন’ (ইস্যা ৭:১৪)।

প্রবক্তা ইসাইয়াহর মধ্য দিয়ে এ কথাও বলা হয়েছিল যে একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন। একটি পুরুষ আমাদের জন্য সেওয়া হয়েছে। তাঁরই তাঁদের উপর কর্তৃত্বকার থাকবে। তাঁর নাম হবে ‘আতর্ঘ মর্যাদাতা, বিরামশালী ঈশ্বর, সনাতন শিষ্টা, শান্তিরাজ’ (ইস্যা ৯:৬-৭)।

প্রবক্তা বিখ্যাত মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, ইত্রায়েলের কর্তা হওয়ার জন্য বেথলেহেমে একজন জন্ম দিবেন। তাঁর রাজত্ব আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত। তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহান হবেন (মিখা ৫:২-৫)।

২.২ ঈশ্বরের মেসশাবক : প্রবক্তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হতে চলল। যোসেফের কাছে প্রভুর এক দূত ‘সেবা’ দিলেন। দূত বললেন, মারীয়ায় গর্ভে যিনি জন্মেছেন, তিনি পরিত্রা আশ্বাহারই প্রবক্তা। তিনি পুর সন্তানের জন্ম দিবেন। তুমি তার নাম বীত রাখবে। ‘বীত’ নামের অর্থ ‘প্রাণকর্তা’ (মথি ১:১৮-২১)।

দীক্ষাক্ত যোহানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কথা ভনতে পাই। তিনি বলেন, বীত হলেন ঈশ্বরের মেসশাবক, জগতের পাশ যিনি হরণ করেন। পোকেরা মেসশাবককে মণিরে এসে ঈশ্বরের নামে বলি দিত। তারা বিশ্বাস করত যে, ঐ মেসহিন্দাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদের পাশ ক্ষমা করে দেন। যোহান বললেন, ঠিক মেসশাবকের মতো করে বীত একদিন বলিদূত হবেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জগতের সকল মানুষের পাশ ক্ষমা করে দিবেন (যোহান ১:২৯)।



মারীয়ায় কাছে দূতের সেবাদান

মারীয়ায় কাছে মহাদূত গব্রিয়েল সেবা দিয়ে বললেন, মারীয়া যেন তাঁর গর্ভের শিশুটির নাম রাখেন ‘বীত’। তিনি মহান হবেন। তিনি হবেন পরমেশ্বরের পুত্র। তাঁর পিতৃপুত্র্য দাদিসের সিংহাসন প্রাপ্ত ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন। তিনি যাকোব ঘরোয়া উপর তিরকাল রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজ্য হবে অনন্তদিন।

২.৩ ঈশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা : বীত এই পৃথিবীতে এসে ঈশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। রাজ্যাসের কাছে দূত সেবা দিয়ে বীতর আগমন সেবাদান করেন। এই সেবাদানকে দূত আনন্দ-সেবাদ বললেন। কারণ মানুষেরা মুক্তিদাতার আগমনের অপেক্ষার ছিল যুগ যুগ ধরে। তাই দূত বললেন, ‘দাউন-মগরীতে আজ জোমাসের প্রাণকর্তা জন্মেছেন।

তিনি খ্রিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে স্নেহে আসবে শান্তি।' মানুষের অন্তরে শান্তি আসে পাশ কন্মার মধ্য দিয়ে। খ্রিষ্ট মানুষের পাশ কন্মা করে অন্তরে শান্তি দিবেন।

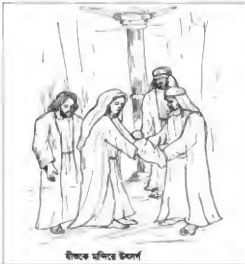
কাহ্ন : এমন একটি ঘটনা মনের সন্তোষ সাধে সহজগিতা কর, যার মধ্য দিয়ে তুমি দুঃখের শেষের যে ইশ্বর ভোমার সঙ্গেই আছেন।

পৃষ্ঠ ৩: বীতর শৈশব

গ্রন্থ বীতর জন্মের পরে ও নীক্ষায়ান গ্রন্থের পূর্ব পর্বত পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা তাঁর সখ্যে মাত্র করেকটি ঘটনা জানতে পারি। ঘটনাগুলো হলো : (ক) মন্দিরে গ্রন্থ বীতকে নিবেদন করা; (খ) মিশর দেশে পলায়ন; (গ) মিশর দেশ থেকে ইজ্রায়েল দেশে ফিরে আসা; (ঘ) নাজারেথে বীতর শৈশবকাল বাপন; (ঙ) মন্দিরে কালক বীতর হারিয়ে যাওয়া; এবং (চ) মা-বাবার সাথে নাজারেথে বীতর ফিরে যাওয়া। এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রন্থ বীতর শৈশব সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চেষ্টা করব।

৩.১ মন্দিরে উপসর্গ : বীতর জন্মের চতুর্দশ দিন পর যোসেফ ও মারীয়া শিশু বীতকে বেরুসালামে মন্দিরে উপসর্গ করতে নিয়ে গেলেন। ইহুদিদের এই বিশ্বাস ছিল যে সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মহিলা অতীতি হয়ে যায়।

তাই তাকে ততি হওয়ার জন্য মন্দিরে যেতে হতো। পুরনতানের জন্ম হলে তাকে চতুর্দশ দিন পরে মন্দিরে যেতে হতো। আর কন্যা সন্তানের জন্ম হলে যেতে হতো আশি দিন পরে। সেখানে গিয়ে শিশুটিকে উপসর্গ করতে হতো। শিশুটির পরিবারে একটি মেঘশাবক উপসর্গ করে বাবা-মা শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তারা দরিদ্র বলে মেঘশাবক পরিবারে এক জোড়া ঘুঘু বা পারায়র ছানা উপসর্গ করতে পারত। কাজেই বীতর জন্মের চতুর্দশ দিন পর যোসেফ ও মারীয়া তাঁদের শিশুপুত্র বীতকে নিয়ে বেরুসালামে মন্দিরে গেলেন। দরিদ্র ছিলেন বলে তাঁরা মন্দিরে উপসর্গ করলেন



বীতকে মন্দিরে উপসর্গ

এক জোড়া ঘুঘু। মন্দিরে সিমিয়োন নামে একজন ধর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক ও ভক্তিবান মানুষ। তিনি যুক্তিনাভার আগমন নিজের চোখে দেখে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যোসেফ ও মারীয়া শিশু বীতকে মন্দিরে নিয়ে আসা মাত্রই সিমিয়োন চিনে ফেললেন যে ইনিই হলেন সেই যুক্তিনাভা, যার অপেক্ষায় ইজ্রায়েল জাতি এত দিন ধরে সিস ভলছিল। কাজেই সিমিয়োন শিশু বীতকে কোলে নিয়ে ইশ্বরের প্রশংসা করলেন। তিনি যুক্তিনাভাকে দেখতে পেরেছেন বলে ফারের প্রশংসা অনুভব করলেন।

৩.২ মিশর দেশে পলায়ন : পূর্ব দেশ থেকে তিনজন পণ্ডিত এসে সবজাত রাজার অর্থাৎ বীতর বোঝ করছিলেন। তারা হেরোদেসের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাজা হেরোদ বললেন, তিনি এখানে সেই রাজার সম্পর্কে জানেন না। তাই তিনি তিনজন পণ্ডিতকে বললেন, তারা গিয়ে যেন নতুন রাজার বোঝ করেন। পেলে পর খবরটা তারা যেন রাজা হেরোদকেও জানান। যাতে তিনি (হেরোদ) গিয়ে শিত রাজাকে প্রশ্রয় জানানো পারেন। আসলে রাজা হেরোদ নতুন রাজার আশ্রয়দানের সোবান পেয়ে ভয় শেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হয়তো তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি তাঁর অফিসের দুই বছরের কম বয়সী সব শিতকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আর সৈন্যরা সব শিতকে হত্যা করতে শুরু করে দিল। এদিকে পণ্ডিতগণ নবজাত শিত বীতকে প্রশ্রয় জানিয়ে অন্য পথে নিজেদের দেশে চলে গেলেন। রাতে ঈশ্বরের এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। দূত তাঁকে বললেন, শিতটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও। আমি না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ রাজা হেরোদ শিত বীতকে হত্যা করার জন্য বোঝ করছে। তাই যোসেফ ঐ রাতেই শিত বীত ও মারীয়াকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন।

৩.৩ মিশর থেকে ফিরে আসা : বীতর বয়স যখন প্রায় চার বছর তখন রাজা হেরোদের মৃত্যু হয়। এরপর ঈশ্বরের দূত আবার স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। দূত তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন শিত বীত ও মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যান। দূতের নির্দেশ অনুসারে যোসেফ তা-ই করলেন। তিনি বীত ও মারীয়াকে নিয়ে আবার ফিরে এসেন ইস্রায়েল দেশে। এখানে এসে তিনি তখনতে গেলেন যে হেরোদের জায়গার তাঁর ছেলে আর্থেমিউস রাজত্ব করছেন। এতে তিনি আবার ভয় পেলেন। কারণ এই রাজাও হারত তাঁর পিতা হেরোদের মতো করে শিত বীতকে খুঁজতে পারেন। তাই তারা পালিসেয়ার চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা নাজারেথ নামে একটি শহরে বাস করতে লাগলেন।

৩.৪ নাজারেথে বীতর শৈশবকাল : বীতর জন্মের পর ইহুদি নিয়ম অনুসারে যা বা করণীয় ছিল, যোসেফ ও মারীয়া তার সবই করলেন। এরপর তারা শিত বীতকে নিয়ে নাজারেথে ফিরে গেলেন। কারণ নাজারেথ ছিল তাঁদের আপন শহর। এই শহরেই বীতর শৈশবকাল কেটেছিল। আর এই কারণে সকলেই বীতকে 'নাজারেথের বীত' নামে চিনত। এই শহরের সকলের সাথে বীতও খুব পরিচিত ছিলেন। এই শহরের মানুষের সঙ্গে বীতর বন্ধুত্ব হতে লাগল। এখানকার আলো-বাতাসে তিনি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকলেন। এই সমাজের নিয়মকানুনও তিনি আয়ত্ত করলেন। সৈনিক নিক দিয়ে তিনি যেমন বড় হতে লাগলেন, তেমনি করে অস্ত্রের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের জন্ম হতে লাগল।

৩.৫ মন্দিরে বালক বীতর হারিয়ে যাওয়া: ইহুদিরা প্রতিবছর উদ্ভারপর্ব বা নিস্তারপর্ব নামে একটি মহাপর্ব পালন করত। এই পবিত্র বহুকাল আগের একটি ঘটনার স্মরণে পালন করা হতো। ইহুদিরা মিশরীয়দের হাতে বন্দী ছিল। তাদের হাত থেকে ঈশ্বর মোশী ও আরোনের নেতৃত্বে ইহুদিদের উদ্ধার করেছিলেন। সেখান থেকে মুক্ত হয়ে তারা প্রক্লিফত দেশে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। সেই উদ্ধার বা নিস্তার লাভের ঘটনাটি তাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই প্রতিবছর তারা এটিকে মহাপর্ব হিসেবে পালন করত। পবিত্র পালন করার জন্য তারা যেরুসালেম মন্দিরে সমবেত হতো। পূর্বে এসে তারা তাদের সেই উদ্ধার বা নিস্তার লাভের ঘটনার স্মরণে মেঘ বলি দিত ও আদমের সাথে ভোজ উৎসব করত। যেরুসালেম মন্দিরের চারদিকে ১৫ মাইলের মধ্যে বেসব ইহুদি বাস করত তাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রাচুর্যভরা নিস্তারপর্বে প্রতিবছর যোগ দিতে বাধ্য ছিল। ভাষ্যকা, সারা পৃথিবীতে যত ইহুদি আছে, তারা জীবনে অন্তত একবার এই পর্বে যোগ দিত। বীত, মারীয়া ও যোসেফের বাড়ি নাজারেথ শহরে ছিল। এই শহর যেরুসালেমের ১৫ মাইলের মধ্যেই ছিল।

এই হিসেবে বীতর মা-বাবাও প্রতিবছর যোগ দিতেন। আরও একটি গ্রন্থা ছিল, যেসব পুরুষ সন্তানের বয়স ১২ বছর হয়েছে, তারাও এই পর্বে যোগ দিবে। কাজেই বীতর ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো তিনি যোসেফ ও মারীয়ার সাথে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। এই পর্বে বহু লোকের সমাগম হতো।

পর্ব শেষ হওয়ার পর লোকেরা দলে দলে হেঁটে বাড়ি ফিরত। কারণ এলাকাটি ছিল পাহাড়ি। রাতের বেলায় শুধু মহিলারা একা ভ্রমণ করত না। কারণ চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। তবে মহিলারা রওনা দিত একটু আগে। কারণ তারা হাঁটতে বীরে বীরে। পুরুষরা একটু পরে রওনা দিত, কারণ তারা দ্রুত হাঁটতো। পাহাড়ি অঞ্চলের কাছে এসে পুরুষরা মহিলাদের দলে যোগ দিত। এই কারণে মারীয়া রওনা দেওয়ার আগে ভেবেছিলেন, বীত হয়তো যোসেফের সাথে আছেন। আবার যোসেফ ভেবেছিলেন, বীত হয়ত মারীয়ার সাথে চলে গেছেন। এই ভেবে তারা বীতকে মনিরয়েই ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন। সম্মুখবেলায় যখন মারীয়া ও যোসেফের একত্রে দেখা হলো, তখন তারা বুঝতে পারলেন, বীত তাঁদের কাছও সাথে বা কোনো আত্মীয়স্বজনদের সাথেও নেই। এতে তারা তীব্র চিন্তিত ও উদ্ভিষ্ট হয়ে পড়লেন। তাই তারা বীতকে বোজার জন্য দ্রুত রওনা দিলেন বেলসালেমের দিকে।

পর্ব শেষ হয়ে গেলেও শাস্ত্রবিষয়ক পণ্ডিতগণ একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আরও কিছু আলোচনা-আলোচনা চলিয়ে যেতেন। মনিরে বসে পণ্ডিতগণ আলোচনা করছিলেন। বীত সেই পণ্ডিতদের মাঝখানে বসে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন ও তর্কছিলেন। বীতর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞান সেখানে তাঁদের সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে পিয়েছিলেন।

ঠিক এই সময়ে মারীয়া ও যোসেফ ওখানে গিয়ে হাজির হলেন। তারা দেখতে গেলেন বীত পণ্ডিতদের মাঝখানে বসে আলোচনার অংশগ্রহণ করছেন। মারীয়া বীতকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, 'শোকা, এটা তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা ও আমি কত উদ্ভিষ্ট হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম।' এতে বীত যে উত্তর দিলেন তাতে তারা সবাই ভক্তিত হয়ে গেলেন। বীত বললেন, 'তোমরা কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে।' এই কথার অর্থ তারা কেউ তখন কিছুই বুঝলেন না।

বীত বললেন, তাঁকে পিতার গৃহে থাকতে হবে। এই কথার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, পিতা ঈশ্বর হলেন তাঁর প্রকৃত পিতা, আর যোসেফ হলেন তাঁর পালক পিতা। কুমারী মারীয়ার পর্বে বীতর জন্ম হয়েছিল পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তিনি ঈশ্বরের সন্তান। বীত পূর্ণ মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে পূর্ণ ঈশ্বর। তাঁকে পিতার গৃহে থাকতে হবে – এই কথার দ্বারা তিনি যোসেফ ও মারীয়াকে বোঝালেন যে তিনি পিতার কাজে জীবন উৎসর্গ করলেই জন্ম নিয়েছেন।

৩.৬ বীত নাভারোথে ফিরে এলেন : মারীয়া ও যোসেফের ঘরে তিনি জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের আদর-স্নেহে তিনি বড় হয়েছেন। বাবা-মায়ের প্রতি বাধ্যতার মতো গ্রীয়োজনীয় গুণটি তাঁর মধ্যে ছিল। তাই তিনি মনিরের আলোচনা ফেলে রেখে বাবা-মায়ের সাথে নাভারোথে ফিরে গেলেন। পরিবারের সমস্ত কাজকর্মে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তিনি নৈতিকভাবে বড় হতে লাগলেন। এর পাশাপাশি তিনি বিন্যাসশিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও লাভ করতে লাগলেন। ঈশ্বরের ও মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে লাগলেন প্রজ্ঞা আর মানুষের কাছ থেকে পেতে লাগলেন স্নেহ-ভালোবাসা। এভাবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে লাগলেন।

কাজ : বীতর শৈশবের সাথে তোমার শৈশবের কোন কোন দিকে মিল খুঁজে পাও তা নিজের খাতিয় দেখ।

পাঠ ৪ : আমাদের সুন্দর জীবন পঠনে যীশুর শৈশবের উদাহরণ

শৈশবকালে সকলের জীবনেই মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের সামনে সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হলেন বালক যীশু। তাঁর শৈশবের ঘটনাগুলো থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য সুন্দর আদর্শ গ্রহণ করতে পারি।

৪.১ পিতার গৃহে থাকার আগ্রহ : যীশু বারো বছর বয়সে মন্দিরে গিয়েছিলেন যোসেফ ও মারীয়ার সাথে। মারীয়া ও যোসেফ নিজ নিজ দলের সাথে বাড়ির পথে অনেক দূর চলে এসেছিলেন। যীশু মন্দিরে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আবার মন্দিরে গিয়ে উত্তক ফিরে পেলেন। মারীয়া যীশুকে বলেছিলেন, 'বোকা, এটা তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা ও আমি কত উষ্মি হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম।' কিন্তু যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমরা কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে তিনি এসেছেন। সেই পিতার সঙ্গে সময় কাটানোতে বালক যীশুর অনেক আগ্রহ ছিল। পিতার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল।

আমাদেরও একই রকম আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। আমরাও পিতার কাছ থেকে এসেছি। একদিন আমরা আবার পিতার কাছে ফিরে যাব। এই পৃথিবীতে আমরা যত দিন থাকি, আমরা যেন পিতার সাথে প্রতিদিন সময় কাটাই। অর্থাৎ আমরা যেন প্রতিদিনই ব্যক্তিগত প্রার্থনা করি। যদি ব্যক্তিগত এই রীতি না থেকে থাকে, তবে আমরা যেন মা-বাবাকে নিয়ে প্রতিদিনই প্রার্থনা করার অভ্যাস পড়ে তুলি।

৪.২ ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য যীশুর আগ্রহ : মন্দিরে বালক যীশু পণ্ডিতদের সঙ্গে বলে ধর্মীয় বিষয়ে বক্তব্য তুলছিলেন। তাঁদের তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন ও তাঁদের উত্তর তুলছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জন যীশুর কত আগ্রহ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তাঁর এত জ্ঞান সেখান থেকেই আর্জি হয়েছিলেন।

আমরাও ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভের অনেক সুযোগ পেয়ে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পবিত্র বাইবেল আছে। যদি না থাকে তবে আমরা একটা সন্গ্রহ করতে পারি। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করতে পারি। এছাড়া সাধুসান্থীদের জীবনী বা অন্যান্য আধ্যাত্মিক বইও সন্গ্রহ করে পাঠ করতে পারি। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমরা বালক যীশুর কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

৪.৩ পিতা-মাতার প্রতি যীশুর বাধ্যতা : মন্দিরে যোসেফ ও মারীয়ার কাছে যীশু বলেছিলেন, তাঁকে পিতার গৃহে থাকতে হবে। তবুও তিনি তাঁদের সাথে নাজারেবে, তাঁদের ব্যক্তিগত ফিরে পেলেন। সেখানে তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকতে লাগলেন। সারা জীবন পিতার ইচ্ছা পালন করাই যীশুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মা-বাবা, শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা আমাদেরও অবশ্যই থাকতে হবে। বাধ্যতা আমাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে। বাধ্য থাকলে আমরা জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারি। অনেক বিপদ-আপদ থেকেও আমরা রক্ষা পেতে পারি বাধ্যতার মাধ্যমে। বালক যীশু আমাদের সামনে এ বিষয়ে অনেক সুন্দর আদর্শ দেখাতে পারেন।

৪.৪ পবিত্রতার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক : যোসেফ ও মারীয়ার প্রতি বালক যীশুর পবিত্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। মায়ের গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর দুধ-ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। এই মাকে তিনি পবিত্রভাবে ভালোবেসেছেন। যে পালক পিতা তাঁকে গুরুপোষণ করেছেন, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, আদর-বাহুল্য করেছেন, তাঁকে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা করেছেন ও ভালোবেসেছেন।

বালক বীতর মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের জন্য একটি আদর্শ। আমাদেরও অবশ্যই নিজ নিজ মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হবে ও ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্য দিয়ে। তাঁদের আদর-বল্ল, দ্রোহ-ভালোবাসা না পেলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেন সর্বদা অটুট থাকে।

৪.৫ কাজে অংশগ্রহণ : বীত তাঁর মা-বাবার প্রতি বাধ্যতা ও ভালোবাসা শুধু কথার মধ্য দিয়ে দেখাননি। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে এতসো প্রকাশ করেছেন। তিনি খ্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাটিয়েছেন। এ সময়ে নিশ্চয়ই তিনি মা-বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত তিনি কোনোক্রমেই ভয়ে-বলে কাটাননি। মা-বাবাকে তিনি তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন। সৈন্যনিন কাজকে তিনি কখনো ঘুগা বা অবহেলা করেননি।

আমাদের জীবনেও এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা যেন মা-বাবাকে তাঁদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করি। এতে আমাদের সম্মান কমে যাবে না বরং সৈনিক পরিশ্রম আমাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখবে। তাতে পড়াশোনায়ও আমাদের মন বসবে। কাজে সহায়তা করে আমরা মা-বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বাধ্যতার প্রমাণ দিতে পারি।

কাজ : বালক বীতর কোন কোন গুণ তোমার কাছে অনুকরণীয় মনে হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

নৃত্যস্থান পূরণ কর।

১. আমি আলো হয়েই এই এসেছি।
২. ঈশ্বর মানুষকে সকল সৃষ্টির জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
৩. মানুষকে তিনি বিবেক ও দিয়েছেন।
৪. ঈশ্বর তাঁর রক্ষা করলেন।
৫. মুক্তিলাভা বীত খ্রিষ্ট আসলেন।

যদি পাপের বাক্যাংশের সাথে তখন পাপের বাক্যাংশের মিল কর :

| বাদ পাপ | ভাদ পাপ |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ১. হারা আমার প্রতি বিশ্বাসী | • অন্তরে শান্তি দিবে |
| ২. একটি কুমারী কন্যা গর্ভবতী হবে | • তোমাদের প্রাপকর্তা জন্মেছেন |
| ৩. ঈশ্বর জগতের সকল মানুষের | • পরমেশ্বরের পুত্র |
| ৪. বীত হবেন | • তারা যেন অন্ধকারে না থাকে |
| ৫. দাউল নগরীতে আজ | • একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে |
| | • পাপ ক্ষমা করে দিবে |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইন্ডুয়েন্স কথার অর্থ কী?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ক. ইশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন | খ. ইশ্বর পরিগ্রহ করেন |
| গ. অতিবিক্ত ব্যক্তি | ঘ. যাকে পাঠানো হলো |

২. বীতর আগমনের উদ্দেশ্য -

- i. পিতার ইচ্ছা পালন করা
 - ii. যা হারিয়ে গেছে তা খোঁজা
 - iii. ইশ্বরের সৌরব প্রকাশ করা
- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পলাশ একজন প্রাণবন্ত যুবক। পরিবারের প্রয়োজনে সে সব ধরনের কাজে সাহায্য করে। তাছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা ও সাহসাত্মক জীবনী পাঠ করে সে একজন আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে উঠেছে।

৩. পলাশের মধ্যে বীতর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?

- i. বাধ্যতা
- ii. শ্রদ্ধা
- iii. আনুগত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত গুণগুলো পলাশকে অনুমানিত করে-

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ক. নিয়মিত পড়াশোনা করতে | খ. আধ্যাত্মিক মানুষ হতে |
| গ. ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে | ঘ. সামাজিক কাজ করতে |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. সমীরের বাবা-মা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। সমীর বাবা-মার কথা অনুযায়ী সময়মতো ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা, পড়াশোনা এবং প্রতিদিনের অন্য কাজগুলো করত। কিন্তু সমীর কিছুটা অলস ছিল বলে তার বাবা-মার কাজে সাহায্য করতে চাইত না এবং বাইবেল পাঠে আগ্রহী ছিল না।
 - ক. যীশু কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?
 - খ. ইহুদিরা কেন নিস্তারপর্ব পালন করত?
 - গ. সমীরের কাছে যীশুর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. যীশুর কাজের সাথে সমীরের কাজের মিল অমিল খুঁজে বের করে তুলনামূলক আলোচনা কর।
২. অজয় ও প্রমিলা সুখী দম্পতি। বাবা খুব লখ করে সুন্দর একটি কারখানা তৈরি করে অজয়কে কারখানার পরিচালক পদে দায়িত্ব মিল। বীরে বীরে কারখানাটি অনেক বড় হলো। অজয় অন্যের কথা শুনে কারখানার অনেক ক্ষতি করে ফেলে। বাবা যখন সেখান থেকে গেল তখন তার অবস্থা হয়েছে সে খুবই দুঃখ পেলে। পরিশেষে অজয়কে সহকারী করে ঐ কারখানাতেই রাখা হলো।
 - ক. যীশুর পালক পিতার নাম কী?
 - খ. সৈন্যগণ জীবনে যীশু কীভাবে মা-বাবাকে সাহায্য করেছেন?
 - গ. কার প্ররোচনার অজয় এ কাজটি করেছে - তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
 - ঘ. 'অজয়ের বাবা যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যীশু কত বছর বাড়িতে কাটিয়েছেন?
২. ইখানুয়েল শব্দের অর্থ কী?
৩. যীশু কাদের সাথে নাজারেথে ফিরে আসে?
৪. 'আমি পথ, সত্য ও জীবন' উক্তিটি কার?
৫. যীশুকে যেরুসালেম নগরে উপস্থাপন করতে নিয়ে যান কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মুক্তিলাভা যীশুর জন্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর?
২. যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ কর।
৩. শৈশবকালে যীশু পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করেন কেন?

সপ্তম অধ্যায় এডু যীশুর আশ্রয় কাজ

মানবজাতির মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট ঐশ্বরাজ্য প্রচারের জন্য তিন বছর প্রকাশ্যে কাজ করেছেন। তাঁর আশ্রয় কাজগুলো ছিল মুক্তিকর্ম সাধনের জন্য মানুষের পূর্বপ্রবৃত্তির একটি অংশ। এগুলো হলো তাঁর প্রচারিত ও আরম্ভ করা ঐশ্বরাজ্যের চিহ্নস্বরূপ। হারা যীশুর উপর অশ্রব বিশ্বাস রেখেছে, তাদের বেলায় আশ্রয় কাজগুলো ঘটছে। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস ছিল না, তাদের বেলায় এগুলো ঘটতে দেখা যায়নি। যীশুর আশ্রয় কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের সাথেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস থাকলে বর্তমানকালে আমাদের জীবনেও যীশুর আশ্রয় কাজ ঘটতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা যীশুর আশ্রয় কাজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।



এডু যীশুর আশ্রয় কাজ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- এডু যীশুর আশ্রয় কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- এডু যীশুর আশ্রয় কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নারিন নগরে মৃত সুবন্ধকে জীবন দানের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এডু যীশুর ঐশ্বরিক শক্তির উপর বিশ্বাসী হবো।

পাঠ ১ : এডু যীশুর আশ্রয় কাজ

আশ্রয় কাজ বলতে আমরা বুঝি অসাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনা। এগুলো কীভাবে ঘটে তা মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে না বা তার কারণও ব্যাখ্যা করতে পারে না। আশ্রয় কাজকে অসৌন্দর্য কাজও বলা হয়ে থাকে। 'অসৌন্দর্য' কথার অর্থ হলো 'সৌন্দর্যের দূর করা অসম্ভব'। আশ্রয় বা অসৌন্দর্য ঘটনা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই ঘটনা ঘটে ঐশ্বরিক শক্তিতে এবং ঈশ্বর নিজে সেখানে উপস্থিত থাকেন।

পূর্বের কবিরেলে তম্বু যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই আশ্রয় কাজ ঘটেনি। পুরাতন নিয়মেও আমরা অনেক আশ্রয় ঘটনা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, মিশর দেশ থেকে ইজ্রায়েল জাতির মুক্তির আগে ঈশ্বর দশটি আঘাত হেনেছিলেন। মৌসীর মধ্য দিয়ে সোহিভ সাগর দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সেখান দিয়ে ইজ্রায়েল জাতির সোকেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। মলকুমিতে তিনি ইজ্রায়েল জাতির সোকদেরকে বর্ণ থেকে মন্ত্রা নিয়েছিলেন। পাহারের মধ্য থেকে পানি বের হয়ে এসেছিল। এ রকম আরও অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই।

এবং বীতন আচর্য কাজভলো ছিল ভিন্ন রকমের। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে বীতন আচর্য কাজভলো অন্য রকমের হয়েছে। পরবর্তী পাঠে আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। নিচে এছাড়া বীতন ৩৬টি আচর্য কাজের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

- ১। কানা নগরে বিয়ের উৎসব (যোহন ২:১-১১)।
- ২। কানার্নাটম নগরে মন আত্মা বিতাক্তন (মার্ক ১:২১-২৮; লুক ৪:৩১-৩৭)।
- ৩। আচর্যভাবে জালভর্তি মাছ ধরা পড়ে (লুক ৫:১-১১)।
- ৪। নাইন নগরে মৃত যুবকের জীবন দান (লুক ৭:১১-১৭)।
- ৫। একজন কুঠরোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৮:১-৪; মার্ক ১:৪০-৪৫; লুক ৫:১২-১৬)।
- ৬। শতাব্দীর চাকরকে সুস্থ করেন (মথি ৮:৫-১৩; লুক ৭:১-১০; যোহন ৪:৪৬-৫৪)।
- ৭। শিতরের শাতভিকে জীবন দান (মথি ৮:১৪-১৭; মার্ক ১:২৯-৩৪; লুক ৪:৩৮-৪১)।
- ৮। দিনের শেষে মন আত্মা বিতাক্তন (মথি ৮:১৬-১৭; মার্ক ১:৩২-৩৪; লুক ৪:৪০-৪১)।
- ৯। ঋতু থামানো (মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৪:৩৫-৪১; লুক ৮:২২-২৫)।
- ১০। গেরাসিনীয়দের মাঝে অপদূত বিতাক্তন (মথি ৮:২৮-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লুক ৮:২৬-৩৯)।
- ১১। কানার্নাটম নগরে পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময়করণ (মথি ৯:১-৮; মার্ক ২:১-১২; লুক ৫:১৭-২৬)।
- ১২। মৃত বালিকাকে জীবন দান (মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:২১-৪৩; লুক ৮:৪০-৫৬)।
- ১৩। একজন স্ত্রীলোকের আচর্য রোগমুক্তি (মথি ৯:২০-২২; মার্ক ৫:২৪-৩৪; লুক ৮:৪৩-৪৮)।
- ১৪। গালিলেয়ার দুজন অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান (মথি ৯:২৭-৩১)।
- ১৫। একজন অপদূতগ্রস্ত বোবার বাকশক্তি লাভ (মথি ৯:৩২-৩৪)।
- ১৬। বেথসাখা জলকুণ্ডের ধারে এক লোকের অসৌকর্য আরোগ্য লাভ (যোহন ৫:১-১৮)।
- ১৭। একজন হাত-মুলা ব্যক্তির নিরাময় লাভ (মথি ১২:৯-১৩); মার্ক ৩:১-৬; লুক ৬:৬-১১)।
- ১৮। একজন অন্ধ ও বোবার মধ্য থেকে মন আত্মা বিতাক্তন (মথি ১২:২২-২৮; মার্ক ৩:২০-৩০; লুক ১১:১৪-২৩)।
- ১৯। একজন স্ত্রীলোকের মধ্য থেকে বিসেহী আত্মা বিতাক্তন (লুক ১৩:১০-১৭)।
- ২০। পীচ হাজার মানুষকে আহার দান (মথি ১৪:১৩-২১; মার্ক ৬:৩১-৩৪; লুক ৯:১০-১৭; যোহন ৬:৫-১৫)।
- ২১। জলের উপর দিয়ে হাঁটা (মথি ১৪:২২-৩০; মার্ক ৬:৪৫-৫২; যোহন ৬:১৬-২১)।
- ২২। গেরাসারেন নগরের ভীরে বহু মানুষের আরোগ্যলাভ (মথি ১৪:৩৪-৩৬; মার্ক ৬:৫৩-৫৬)।
- ২৩। অনিচ্ছা স্ত্রীলোকের কন্যার নিরাময়লাভ (মথি ১৫:১-২৮; মার্ক ৭:২৪-৩০)।
- ২৪। দেকাপলিসে একজন কালা ও তাতলার নিরাময়লাভ (মার্ক ৭:৩১-৩৭)।
- ২৫। চার হাজার সুখার্ত মানুষকে আহার দান (মথি ১৫:৩২-৩৯; মার্ক ৮:১-৯)।
- ২৬। বেথসাখার একজন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ (মার্ক ৮:২২-২৬)।

- ২৭। প্রভু বীতর নিষ্য রূপান্তর (মথি ১৭:১-১৩; মার্ক ৯:২-১৩; লুক ৯:২৮-৩৬)।
 ২৮। অস্পৃশ্যবস্ত্র বালকের নিরাময়লাভ (মথি ১৭:১৪-২১; মার্ক ৯:১৪-২৯; লুক ৯:৩৭-৪৯)।
 ২৯। মাছের সুখে রৌণ্যমুগ্ধা (মথি ১৭:২৪-২৭)।
 ৩০। উদারীয়েশে আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাময়লাভ (লুক ১৪:১-৬)।
 ৩১। মশজন্ম কুটরোগীর নিরাময়লাভ (লুক ১৭:১১-১৯)।
 ৩২। জনাঙ্কের দৃষ্টিশক্তি লাভ (যোহন ৯:১-১২)।
 ৩৩। জেরিখো নগরের কাছে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ (মথি ২০:২৯-৩৪; মার্ক ১০:৪৬-৫২; লুক ১৮:৩৫-৪৩)।
 ৩৪। দূত লাজারকে জীবনদান (যোহন ১১:১-৪৪)।
 ৩৫। একটি ছুহুর পাছ ভকিয়ে যায় (মথি ২১:১৮-২২; মার্ক ১১:১২-১৪)।
 ৩৬। মহাবাজকের চাকরের কান সুস্থ করে দেওয়া (লুক ২২:৪৯-৫১)।

শিষ্যচরিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে: ‘আপনারা তো জানেন, নাজারেথের সেই যে বীত, পরমেশ্বর তাঁকে অতিশুদ্ধ করেছিলেন পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানে, ঐশ শক্তির অভ্যঞ্জে। পরমেশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলেই তিনি মানা জায়গায় ঘুরে মানুষের মঙ্গল সাধন করে গেছেন। আর, শয়তানের কবলে নিপীড়িত হুজিলা যারা, সেই সব মানুষকে তিনি সুস্থও করে গেছেন’ (শিষ্য ১০:৩৮)।

প্রভু বীতর আশ্চর্য কাজ বর্তমান জগতেও বিভিন্নভাবে ঘটছে। বিশ্বাসের চোখে তাকালে আমরা অবশ্যই সেগুলো দেখতে পাব। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সাধুসান্থীদের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। চিকিৎসকের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তিতেই আশ্চর্য কাজ ঘটেছে। প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি সুস্থকারী বা নিরাময়কারী শক্তি দিয়ে রেখেছেন।

কাজ : ১। তোমার জীবনে ঘটছে বা অন্যের জীবনে ঘটতে দেখেছ এমন একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা নদের সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

কাজ : ২। উল্লিখিত আশ্চর্য কাজের যে কোন একটির ছবি অঙ্কন কর।

পাঠ ২ : বীতর আশ্চর্য কাজের বৈশিষ্ট্য

প্রভু বীত যে আশ্চর্য কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে দুটি প্রধান বিষয় প্রকাশিত হয়েছে:

ক) প্রথমটি হলো: বীত খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বর এবং

খ) দ্বিতীয়টি হলো: পিতা ঈশ্বর তাঁকে একটি বিশেষ কাজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ইহুদিসের ধারণা ছিল। কিন্তু প্রভু বীতর কাজগুলো দেখে তারা বিস্মিত হয়ে বেত। তারা বলত যে তারা আগে কখনো এ রকম ঘটনা দেখেনি। এতেই আমরা বুঝি, প্রভু বীতর আশ্চর্য কাজগুলোর বিশেষ কিছু তিন রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলো আমাদেরও জানা দরকার। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

২.১ প্রার্থনা গ্রন্থালয় ও ধন্যবাদ : আমরা লক্ষ্য করি, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আত্মকাজগুলো করার পূর্বে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি তাঁকে গ্রন্থালয় ও ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শুরু করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আত্মকাজে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পূর্বে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একপর লোকদের হাতে খাবারগুলো তুলে দিয়েছেন। একবার একটি অপদৃষ্টগ্রস্ত বালককে যীশুর শিষ্যদের কাছে আনা হয়েছিল। শিষ্যগণ তাকে নিরাময় করতে পারেননি। কিন্তু যখন তাকে যীশুর কাছে আনা হলো, তখন তিনি তাকে নিরাময় করলেন। শিষ্যদের তিনি বললেন, এ ধরনের অপদৃষ্টগ্রস্তদের নিরাময় করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রার্থনা ও উপবাস।

২.২ নিরাময় লাভকারীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ : যারা যীশুর কাছে এসে নিরাময় লাভ করত, তাদের অনেককেই তিনি গিরে গিরে যাজককে দেখাতে বলতেন; তাদেরকে বলতেন নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বলতেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে তিনি বললেন, যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে সেবাও, আর তুমি যে সেরে উঠেছ, তার জন্য তুমি এবার মোশী যেমন নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেইমতো নৈবেদ্যও উৎসর্গ কর। সবাই জান্না, তুমি এখন রোগমুক্ত।

২.৩ যীশুর মানবীয় সিকের প্রকাশ : প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আত্মকাজ করতে গিয়ে তাঁর মানবীয় দিকটি প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম, দরদরোহি, মমতা, সহানুভূতি, ক্ষমা প্রভৃতি মনোভাব জেগে উঠতো। তিনি অন্ধ, বধ, কুষ্ঠরোগী, অপদৃষ্টগ্রস্ত, অবশরোগী এবং এধরনের রোগী দেখলে তাদের জন্য অবশ্যই কিছু করতেন। রোগী-বাড়ি থেকে কেউ এসে তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি অবশ্যই তাদের সাথে যেতেন। কেউ অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে আসলেও তিনি তাদের সাথে আলাপ করতেন। পানীদের বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে তাদের সুস্থে ফিরিয়ে আনতেন। লাজারের মৃত্যুতে তিনি কঁদেছেন। নাইন নগরের বিধবা মায়ের কান্না দেখে তিনি তার মৃত ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২.৪ বিশ্বাস ছিল তাঁর আত্মকাজের প্রধান ভিত্তি : কথায় বলে বিশ্বাসে পরিগ্রাণ। প্রভু যীশুর আত্মকাজগুলোর ব্যাপারেও তা-ই ঘটেছে। কাজগুলো করার পূর্বে তিনি আপোষাচি করে দেখেছেন অসুস্থ ব্যক্তি বা তার আত্মীয়জনদের মধ্যে গভীর বিশ্বাস আছে কি না। অর্থাৎ তারা তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখছে কি না। বিশ্বাস ও আস্থার পরিচয় পেলে তিনি তাদের সুস্থ করেছেন। যেখানে বিশ্বাসের অভাব বোধ হয়েছে, সেখানে তিনি আত্মকাজ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নিজের গ্রাম নাজারেথে তিনি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস দেখেননি। তাই সেখানে তিনি আত্মকাজ করেননি। সুস্থ করার পর তিনি বলতেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করে তুলেছে।

২.৫ কখনো কখনো অন্যদের বিশ্বাসই যথেষ্ট : যীশুর আত্মকাজের জন্য সব সময় রোগী বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশ্বাস দরকার হয়নি। উদাহরণস্বরূপ শতাব্দিকের চাকর তার বাড়িতে অসুস্থ ছিল। কিন্তু যীশুর কাছে এসেছেন শুধু শতাব্দিক। যীশু তাকে বললেন, আপনার চাকর সুস্থ হয়ে যাবে। আর সেই মুহূর্তেই তার বাড়িতে তার চাকরটি সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। কারণ শতাব্দিকের বিশ্বাস খুবই গভীর ছিল।

২.৬ সব আত্মকাজ সম্বন্ধিত হয়েছে জনসহকে : প্রভু যীশু তার আত্মকাজ কখনো কোনো গোপন স্থানে একাকী করেননি। তিনি লেগলো করেছেন সবার সামনে, সমাজগোষ্ঠী বা জনসহাবেশে। এ কারণে তাঁকে অনেকবার সমাজ নেতা ও ফরিসিদের বাধার মুখোঁ পড়তে হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গী হিসেবে শুধু কিছু বান্ধাই করা ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়েছেন। যেমন-কয়েকটি আত্মকাজের সময় তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে এবং এর সাথে অসুস্থ ব্যক্তির মা-বাবাকে সাথে রেখেছেন।

২.৭ বিভিন্ন ধরনের আত্মকাজ : একু বীত প্রিটের আত্মকাজশোর মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। তিনি বিভিন্ন রকমের অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করেছেন। একুতির উপর যে তাঁর আধিপত্য ছিল তা-ও তাঁর আত্মকাজের মধ্যে দেখা গেছে। তিনি ধর্ম দিয়ে আত্মরক্ষণকভাবে কড় বানিয়েছেন ও জন্মের উপর দিয়ে হেঁটেছেন। অসদুতে ধরা লোকদের তিনি নিরাময় করেছেন। শাপলাসেরও তিনি সুস্থ করেছেন। বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা আত্মকাজে নিরাময় করেছেন। আবার বিভিন্ন ধরনের অসদুতে পাত্তা ব্যক্তিকে আত্মকাজে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। এই রকম নানা ধরনের আত্মকাজ তিনি করেছেন।

২.৮ মুখের কথা ও স্পর্শ করার মাধ্যমে আত্মকাজ : একু বীত তাঁর আত্মকাজ করতে গিয়ে অনেক সময় মুখের কথা ব্যবহার করেছেন আবার অসুস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করেছেন বা মুখের খুঁত ব্যবহার করে আত্মকাজে নিরাময় করেছেন। যখন যে রকম করা দরকার ছিল তিনি পরিষ্কৃতি অনুসারে তাই করেছেন।

২.৯ অনিচ্ছাসির জন্যও আত্মকাজ : বীতর আত্মকাজ কাজগুলো শুধু ইচ্ছাসির জন্যই ছিল না। এর বাইরে থেকেও যারা আসত তাদের জন্য তিনি সচা দেখিয়েছেন। শতাব্দিক ইচ্ছা ছিলেন না। তবে বীতর উপর তার বিশ্বাস ও আস্থা ইচ্ছাসির চাইতেও গভীর ছিল। আর একবার এক অনিচ্ছা মা তার মেয়ের জন্য বীতর কাছে এসে মেয়ের সুস্থতার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বীত প্রথমে তার বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য বললেন যে তাঁকে শুধু ইচ্ছাসির মনোবীতদের জন্যই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ঐ নারীর বিশ্বাস দেখে তিনি আত্মকাজ হলেন ও তার মেয়েকে নিরাময় করলেন।

বীতর আত্মকাজগুলো দিয়ে বিশ্বাসপূর্ণ আলাচনা করা দরকার। এর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের মনে বীতর প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে উঠবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরাও আমাদের জীবনে বীতর আত্মকাজ দেখতে পাব।

কাজ : পাঁচজন করে দলে বিভক্ত হও। তোমার মিয় বীসুর থেকেমো একটি আত্মকাজ প্রেক্ষিকতে দলগিতিক অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৩ : নাইন নগরে বিধবার মৃত ছেলেকে পুনর্জীবন দান

বীত একদিন নাইন নগরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যরাও ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিল আরও অনেক লোক। তিনি যখন নগরস্থানের খুব কাছাকাছি এসেছেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, এক মৃত শোককে কবর দেবার জন্য বহু লোক নগরের বাইরে আসছে। যে যারা গেছে, সে তার মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা হলেন বিধবা। বিধবা মা মৃত ছেলের জন্য আতুলভাবে কান্নাকাতি করছিল। এই বিধবাতিকে সাধুনা দেওয়ার জন্য নগরের আরও অনেক লোক আসছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে বীতর অন্তর করুণায় ভরে উঠল। বীত তখন তাকে বলেন, 'মা, তুমি কেঁদো না'। এর পর এগিয়ে গিয়ে তিনি বাট্টিটির উপর হাত রাখলেন। আর যারা তাকে বহন করছিল, তারা তখন থেমে গেল। বীত এবার বললেন, 'যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ।' আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত যুবকটি উঠে বসল আর কথা বলতে লাগল। এরপর বীত যুবকটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। তারা তখন ইশ্বরের বন্দনা করে বলতে লাগল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান প্রবক্তা আবির্ভূত হয়েছে।' এ ছাড়া তারা আরো বলতে লাগল যে, ইশ্বর তাঁর আপন জাতিতে আজ দেখা দিয়ে গেলেন। ফলে বীতর কথা সেই অঙ্গদের সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

ফটানর ব্যাখ্যা : এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই:

৩.১ মানুষের দুঃখ-বেদনা : মানুষের দুঃখ-বেদনার সবচেয়ে করুণ জিহাট এখানে ফুটে উঠেছে। বিধবা মা তার একমাত্র যুবক ছেলেকে হারিয়েছে। পৃথিবীতে এখন তার সেবাশোনা করার আর কেউ নেই। এই বিধবা মা এখন সম্পূর্ণ

নিঃশব্দ, অসহায় ও একাকী। তিনি যে কী পরিমাণ দুঃখ পেয়েছিলেন তা আমরাও বুঝতে পারি। বিধবা মায়ের সাথে গ্রামের আরও শোকজন কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু বিধবার ছেলেকে কিরিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের কারও ছিল না।

৩.২ দুঃখ-বেদনার প্রতি বীতর সমবেদনা : পৃথিবীর অসহায় ও নিঃশব্দ মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি বীতর যে কত গভীর সমবেদনা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি। ছেলেহারা মায়ের কান্না দেখে বীতর অনেক মমতা হলো। তিনি তাদের কাছে পেলেন। মৃতসেহ বহনকারীরা বামল। তিনি ষাটিয়াটি স্পর্শ করে বললেন, সুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ। আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত সুবকটি জীবিত হয়ে গেল। কান্নারত মাকে বীত এভাবে সান্ধুনা দিলেন।

৩.৩ বীতর অসৌক্যিক ক্ষমতার প্রকাশ : এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, বীতর ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ। তিনি ঈশ্বর। তিনি মানুষকে জীবন দেন। আবার তাঁর শক্তি মৃত্যুর উপরও আছে। মৃত্যু সব মানুষের জীবনে একদিন আসে। তাকে এড়াবার শক্তি কোনো মানুষের নেই। সেই মৃত্যুর উপরও বীতর ক্ষমতা আছে। তিনি সর্বশক্তিমান।

কাজ : কোমার আত্মীয়স্বজন বা পাড়ার কেউ হারা গেলে ছুঁমি কীভাবে তাদের প্রতি সমবেদনা দেখাতে ও সান্ধুনা নিতে পার তা দলে সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

সূচ্যহান পূরণ কর :

১. আত্মর্ষ কাজকে কাজও বলা হয়।
২. মল্লভূমিতে তিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদের স্বর্ণ থেকে নিয়েছিলেন।
৩. বিশ্বাসপূর্ণ মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আত্মর্ষ ঘটনা ঘটে।
৪. প্রভু বীত খ্রিষ্ট আত্মর্ষ কাজটি করতে গিয়ে তাঁর দিকটি প্রকাশ করেছেন।
৫. বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে বীতর আত্মর্ষ কাজ দেখতে পাব।

হাম গানের বাক্যাংশের সাথে ভান গানের বাক্যাংশের মিল কর :

| হাম গান | ভান গান |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ১. বীত খ্রিষ্টের কাজগুলোর মধ্যে | • তিনু বকম বৈশিষ্ট্য ছিল |
| ২. প্রভু বীতর আত্মর্ষ কাজগুলোর বিশেষ | • তিনুতা ছিল |
| ৩. পাথরের মধ্য থেকে পানি | • ঈশ্বর |
| ৪. বীত খ্রিষ্ট হলেন | • বের হয়ে এসেছিল |
| ৫. বিশ্বাসে | • অসুস্থ ছিল |
| | • পরিত্রাণ |

বহুনিৰ্বাচনি প্ৰশ্ন

১. 'অসৌকিক কাজ কী-

- ক. ঈশ্বৰেৰ শক্তিতে সম্পাদিত কাজ
- খ. মানুহেৰ চোখে বাঁধা লাগানো কাজ
- গ. মানুহেৰ শক্তিতে সম্পাদিত কাজ
- ঘ. হাদুকৰেৰ সম্পাদিত কাজ

২. বীত আত্মৰ কাজ কৰতেন কেন?

- ক. তঁৰে নিজেৰ পৌৰবেৰ অন্য
- খ. ঈশ্বৰেৰ পৌৰবেৰ অন্য
- গ. মানুহেৰ প্ৰতি তাৰ ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্ৰকাশেৰ জন্য
- ঘ. ঈশ্বৰেৰ পৌৰব ও মানুহেৰ প্ৰতি ভালোবাসা প্ৰকাশেৰ জন্য

নিচের অনুচ্ছেদ পঢ় এবং ও ও ঙ নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দাও:

অপূৰ্ব পজম হেপির সমাপনী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তাৰ পিতা-মাতা তঁৰ জন্য ব্যক্তিতে প্ৰাৰ্থনাসভাৰ আয়োজন কৰল এবং তবিবাবে প্ৰিতিপাশে প্ৰাৰ্থনাৰ জন্য ফাদাৰকে বিশেষ অনুৰোধ জানাল। সবাই অপূৰ্বেৰ জন্য বিশেষ প্ৰাৰ্থনা ও আশীৰ্বাদ কৰল। সমাপনী পৰীক্ষাৰ কৃতকাৰ্য হাৰে অপূৰ্ব ও তাৰ পিতা-মাতা প্ৰামেৰ দক্ষিত ও বিধবাসেৰ মধ্যে বস্ত বিতৰণ কৰেন।

৩. পৰীক্ষা উপলক্ষে অপূৰ্বেৰ পিতা-মাতা প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰল কেন?

- ক. প্ৰাৰ্থনা দ্বাৰা ভালো ফলাফল পাওয়া যায়
- খ. প্ৰাৰ্থনায় সুন্দৰ সমাজ গঠিত হয়
- গ. প্ৰাৰ্থনায় সহযোগিতাৰ মনোভাব গড়ে উঠে
- ঘ. প্ৰাৰ্থনায় মনেৰ দুৰ্বলতা কমে যায়

৪. কৃতকাৰ্যতাৰ পর অপূৰ্ব ও তাৰ পিতা-মাতা দক্ষিত ও বিধবাসেৰ মধ্যে বস্ত বিতৰণ কৰেন-

- i. প্ৰামেৰ লোকসেৰ মন জয় কৰতে
- ii. ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে
- iii. ঈশ্বৰেৰ পৌৰব প্ৰশংসা কৰতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

স্বয়ংদীপন প্রশ্ন

১. মেঘাবী ছাত্র রক্তিম হঠাৎ জীর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। রক্তিমের বাবা তার সুচিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তার সেবাধেনে কিন্তু সে ভালো হচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে তিনি ধর্মপট্টার পালপুরোহিতের কাছে রক্তিমকে নিয়ে গেলেন। তিনি পালপুরোহিতকে অনুরোধ করেন যেন তিনি রক্তিমের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। পালপুরোহিত রক্তিমের সুস্থতার জন্য ধর্মপট্টার সকলকে একদিনের উপবাস ও প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। ধর্মপট্টার সকলের উপবাস, প্রার্থনা এবং ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় রক্তিম সুস্থ হয়ে উঠল।
 - ক. যেকোনো আত্মকাজ করার পূর্বে বীণ কী করতেন?
 - খ. বীণের আত্মকাজের মাধ্যমে কী কী প্রধান বিষয় প্রকাশিত হয়েছে?
 - গ. বীণের মানবীর কোন কাজের সাথে পালপুরোহিতের কাজের মিল বুঝে পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।
 - ঘ. 'সবার প্রার্থনা, উপবাস ও সুচিকিৎসাই রক্তিমের সুস্থতার কারণ' বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।
২. পরশী ছুস থেকে বাড়ি ফিরছিল। ছুসে যাওয়া আসা করতে তাকে একটি হাইওয়ে রাস্তা পার হতে হয়। রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে একটি শিকআপ ভ্যান তাকে চাপা দিয়ে ফেলে রাখে। স্থানীয় দোকানদার তাকে একটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করলেও পরশী ভালো হচ্ছে না। এ অবস্থা সেমে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে ব্রাদার নিউটনের কাছে গেলেন। ব্রাদার নিউটন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে পরশীকে সুস্থ করে তুললেন।
 - ক. বীণ নাইন নগরে কার ছেলেকে পুনর্জীবন দান করেন?
 - খ. মৃত ছেলেকে বীণ সুস্থ করতে পারলেন কেন?
 - গ. ব্রাদার নিউটনের মধ্যে বীণের কোন গুণের প্রকাশ পেয়েছে তা পর্যালোচনা কর।
 - ঘ. 'ব্রাদার নিউটন হলেন বীণ খ্রিষ্টের মর্তপ্রভীক' বিষয়টির সাথে তুমি কী মতামত প্রকাশ কর তা মূল্যায়ন কর।

সংশ্লিষ্ট উত্তর প্রশ্ন

১. বীণ খ্রিষ্ট ঈশ্বরাজ্য প্রচারের জন্য কত বছর কাজ করেছেন?
২. আত্মকাজ বলতে কী বোঝায়?
৩. অশৌচিক কথার অর্থ কী?
৪. বীণ আত্মকাজ করতেন কেন?
৫. আত্মকাজের প্রধান দুটি বিষয় কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বীণের আত্মকাজের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
২. বীণ কীভাবে নাইন নগরে বিধবার মৃত ছেলেকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন?
৩. বীণের আত্মকাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিষ্টমতলীর জন্ম ও প্রেরণকর্ম

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে থাকি। খ্রিষ্টমতলী সম্পর্কে আমরা পূর্বে আংশিক জ্ঞান লাভ করেছি। আমরা এখন খ্রিষ্টমতলী, এর জন্মের ইতিহাস ও প্রেরণকর্ম সম্পর্কে জানিব, আরও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করব। এসব বিষয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা মতলীর প্রেরণকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিয়েও ভাববে চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:



- খ্রিষ্টমতলীর থাকনা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খ্রিষ্টমতলীর জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রিষ্টমতলীর প্রেরণকর্মগুলো ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খ্রিষ্টমতলীর প্রেরণকাল দ্বারা উদ্ভূত হয়ে সভ্য ও ন্যায়ের পথে চলব।
- সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্ভূত হবো।

পাঠ ১ : খ্রিষ্টমতলী কী

সাধারণত ‘মতলী’ শব্দ দ্বারা বোঝার জনসমাবেশ বা জমারোত। আর ‘খ্রিষ্টমতলী’ বলতে বোঝায় বীত খ্রিষ্টের নামে দীক্ষিত মিলিত খ্রিষ্টবিদ্যাসী জনগণের সমাজ। প্রেরিত শিষ্যদের ঐশ্বর্যী প্রচার ও প্রেরণকাজের দ্বারা এই জনগণ মতলীভূত হয়েছে। খ্রিষ্টমতলী শব্দটিকে হিব্রু ভাষায় বলে ‘কাম্বল’। এর অর্থ ‘ঐশ জনগণ’, দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়। সুতরাং বলা যায়, খ্রিষ্টমতলী হলো খ্রিষ্টবিদ্যাসীদের একটি জনসমাজ। এই খ্রিষ্টমতলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের সেবা করা। তাদের সেবাকাজের অনুপ্রেরণার মূল উৎস হলো বীতের জীবন ও কাজ অর্থাৎ মঙ্গলসম্ভার। মঙ্গলসম্ভারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিষ্টতত্ত্বপন বিভিন্ন সাক্ষ্যমেন্ট গ্রহণ করেন। এগুলোও তাদেরকে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করার পক্তি প্রোথায়। এই সেবাকাজগুলো হলো মতলীর জীবন। অর্থাৎ এগুলো মতলীকে সচল ও জীবন্ত রাখে। খ্রিষ্টের সাথে সযুক্ত থাকার মাধ্যমে মতলী কলঙ্গস্থ হয়। নিজে উদ্ভিষিত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মতলীর অর্থ আমাদের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১.১ খ্রিষ্টমতলী একটি দ্রাকালতা

মতলীকে বীত খ্রিষ্ট নিজেই দ্রাকালতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি হলেন সত্যিকারের দ্রাকালতা। আর তাঁর অনুসারীরা হলো শাখাশাখা। দ্রাকালতাটি পরিচয় করেন তাঁর পিতা। বীতের যে শাখায় ফল ধরে না, পিতা তা কেটে ফেলেন। আর যে শাখায় ফল ধরে, পিতা তা রেখে দেন। দ্রাকালতার সঙ্গে তুলনা না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি বীত খ্রিষ্টের সঙ্গে সযুক্ত না থাকলে মতলীর জনগণও ফলশালী হতে পারে না।

১.২ খ্রিষ্টমতী একটি মানবসেহের মতো

সাপু পল খ্রিষ্টমতীকে তুলনা করেন একটি মানবসেহের সাথে। তিনি বলেন, আমাদের সেহ এক, অথচ তার অমল্যতাম অনেক এবং সেহের অঙ্গগুলো অনেক হলেও সবক'টি মিলে এক সেহ-ই হয়। সাপু পলের কথা অনুসারে আমরা সবাই মিলে খ্রিষ্টেই সেহ; আমরা একেকজন সেই সেহেই এক একটি অঙ্গ। একেকটি অঙ্গের যেমন একেকটি কাজ থাকে তেমনি আমাদেরও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন গুণ আছে। সকলের গুণ এক হকম না হলেও আমরা সবায় গুণ দিয়ে একটি মাত্র সেহ অর্থাৎ মতীকে গড়ে তুলি।

১.৩ খ্রিষ্টমতী সেবক



বীত নতুতার আদর্শ

শেষ ভোজের সময় বীত একজন একজন করে তাঁর সব শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। এর পর বীত রেহিত শিষ্যদের বললেন, 'এত গুরুত্ব হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি কর'। পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়ার অর্থ হলো পরস্পরের সেবা করা।

১.৪ খ্রিষ্টমতী মঙ্গলবানী প্রচারক



রেহিত শিষ্যদের বানী প্রচার

বর্ণারোহণের পূর্বে এত বীত খ্রিষ্ট তাঁর রেহিতশিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা জনতের সর্বত্রই বাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসংবাদ। যে বিশ্বাস করবে আর নীকসত্য হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিংবা শাস্তিই পাবে। যারা বিশ্বাস করবে, তাদের সম্বন্ধে তখন ঘটতে থাকবে এই সব অসৌক্য ঘটনা: তারা আমার নামে অপদ্রুত ডাকাবে, তারা নতুন নতুন ভাষার কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলবে আর মরাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা রোমীসের ওপর হাত রাখলেই রোমীরা তাদের হয়ে উঠবে।' এর মাধ্যমে বীত খ্রিষ্ট তাঁর মতীকে নির্দেশ দেন যেন সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী মঙ্গলবানী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করে।

স্মরণ: খ্রিষ্টমতীর প্রতীক হিসেবে যেকোনো ছবি অঙ্কন কর এবং ত্রাসের সহ্যেই তা দেখাও।

পাঠ - ২: মন্ডলীর সেবাকর্মীদের প্রতি বীত খ্রিষ্টের বাণী

বীতের শিষ্যদের মধ্যে পিতরের বিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল। একবার বীত শিষ্যদের কাছে নিজের নির্বাচিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কথা বলছিলেন। তখন পিতর বলেছিলেন, তিনি তাঁর জীবন থাকতে বীতকে নির্বাচিত হতে দিবেন না। তিনিই বীতকে সবার আগে খ্রিষ্ট বলে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস সেখে বীত বলেছিলেন, 'তুমি পিতর অর্থাৎ পাথর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মন্ডলী স্থাপন করব। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না।' আর একবার বীত পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।' বীত পিতরকে তখন বলেছিলেন, 'আমার মেঘদের দেখাশোনা কর। বীত পর পর তিনবার পিতরকে এই কথা বলেছিলেন।

পুনরুত্থানের পর বীত তাঁর শিষ্যদের কাছে বারবার সেবা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের উপর দুই দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। যাদের পাপ তোমরা ক্ষমা করবে, তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। যাদের পাপ ধরে রাখবে, তাদের পাপ ধরেই রাখা হবে।' স্বর্ণে ঢালে যাবার আগে বীত তাঁর এগারো জন ধ্রোণতশিষ্যকে নিয়ে গালিলেয়ার সমবেত হলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের ধ্রোণকর্ম সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, স্বর্ণে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও। বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। তোমাদের আমি যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের মীকাদ্বারা কর। যে বিশ্বাস করবে আর মীকাদ্বারা হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। বিশ্বাসীরা আমার নামে অপমৃত্যু ভাঙাবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা রোগীদের উপর হাত রাখলেই রোগীরা ভালো হয়ে যাবে। আর জেনে রাখ, জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।

তিনি তাঁদের কাছে আরও প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন যে তিনি স্বর্ণ থেকে পিতার প্রতিক্রিয়া মান অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন। স্বর্ণ থেকে নেমে আসা পবিত্র আত্মার শক্তিতে তখন তাঁরা আত্মনিত হবেন। পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে না আসা পর্যন্ত তাঁদেরকে তিনি গালিলেয়া শহরেই অপেক্ষা করতে বললেন।

প্রভু বীত তাঁর শিষ্যদের প্রতি যে বিশেষ বাণীতলো রেখেছেন তার অর্থ এ রকম :

২.১ খ্রিষ্টের মন্ডলী দেখাশোনা ও বাণী প্রচার করার জন্য ধ্রোণতশিষ্যদের অন্তরের বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পিতর হলেন সেই বিশ্বাসী ধ্রোণতদের মধ্যে প্রধান। তাঁকে বীত মন্ডলী দেখাশোনা করার প্রধান দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২.২ বীত তাঁর শিষ্যদের পাপ ক্ষমা করার অধিকার দিলেন। এই পাপ তাঁরা ক্ষমা করবেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। শিষ্যদের যথা দিয়ে দীনের মানুষের পাপ ক্ষমা করবেন।

২.৩ বীতের উপর আত্মা রাখা : তিনি শিষ্যদের শিক্ষিত করতে চান যে তাঁরা বীতের বিশেষ ক্ষমতা লাভ করবেন। জগতের সমস্ত কিছুই তাঁর অধীনস্থ। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মৃত্যু। কিন্তু সেই মৃত্যু তিনি নিজে বরণ করেছেন এবং সেই শক্তিশালী মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন। কাজেই সমস্ত শক্তিই তাঁর পদতলে। তিনি সকল শক্তির প্রভু। খ্রিষ্টের প্রভুত্ব নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই।

২.৪ মঙ্গলবাণী প্রচার ও মানুষকে সুস্থ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা : বীত তাঁর কাজতলো করার জন্য শিষ্যদেরকে সারা জগতে পাঠালেন। তিনি তাঁদের যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা সকল জাতির মানুষের কাছে শিক্ষা নিতে বললেন। সকল জাতির মানুষকে তাঁর শিষ্য করতে বললেন। তিনি যেসব শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ মঙ্গলসমাচারে যে শিক্ষা যা মূল্যবোধতলো আমরা পাই, তা সকল মানুষ যেন শিখে ও সেই অনুসারে জীবন বাপন করে।

২.৫ বীত সর্বনা তাঁদের সাথে উপহিত থাকবেন। বীত মৃত্যুর পর শিষ্যগণ ভেবেছিলেন, এই শক্ররা হঠাৎ বীতের মতো করে তাঁদেরও হত্যা করবে। এই উত্তেজনক অবস্থায় শিষ্যগণ তাঁদের গুরুকে ছাড়া জগতের সর্বত্র ঘাওয়ার সাহস পাবেন না। কারণ তাঁর কাছে সহায়তা করার জন্যই জে তিনি তাঁদের ভেবেছিলেন। আর তাঁরাও সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর সম নিয়োজিত। তাঁদের সাথে তাঁর একটা বস্তু শুধু গড়ে উঠেছে। তিনি তাঁদেরকে ভালোবাসেন। তাঁরাও তাঁদের গুরুকে ভালোবাসেন। কাজেই তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ট্রেলে দেখান।

২.৬ বীত পবিত্র আত্মকে পাঠিয়ে দিলেন : এরপর প্রভু বীত স্বর্ণারোহণ করলেন। শিষ্যগণ প্রভু বীতের নির্দেশমতো গালিলেয়া শহরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখানে তাঁরা পবিত্র আত্মার অবতরণের অপেক্ষার বইলেন।

পাঠ ৩: খ্রীষ্টমন্ডীর জন্ম

একটি শিশু যেলিন যারের গর্ভে আসে, সেদিন তার জীবনের অস্তিত্ব শুরু হয়। কিন্তু নয় মাস পরে সে জন্মিত হয়, যদিও জন্মিত হওয়ার মিন্টাটাই অমেরা শিশুর জন্মদিন বলে থাকি। খ্রীষ্টমন্ডীর বেলায়ও কথটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। খ্রীষ্টমন্ডীর জন্ম ধরা যায় পৃথিবীতে বীত খ্রীষ্টের জন্মের সময়টাকেই। আর যেলিন পবিত্র আত্মার অবতরণ হলো সেদিনটাই মন্ডীর প্রকৃত জন্মদিন।

বীত মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ ভয়ে আত্মশোণন করেছিলেন। কিন্তু তিন দিন পরেই বীত খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে বাসবাস সেবা দিলেন। বীত যে ঘরে উঠলেন, এটা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি। এখন জীবিত বীতকে দেখতে পেয়ে শিষ্যদের মনে খুব সাহস হলো।

কিন্তু বীত পুনরুত্থানের চতুর্থ দিন পর স্বর্গে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বীত তাঁর প্রিয়শিষ্যদের কাছে কথা দিলেন, তিনি একজন সহায়ক আত্মকে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেই আত্মা এসে তাঁদের সাহায্য, সাহস ও সবকরকম সহায়তা দিলেন। তাঁর সেই আত্মা হত দিন না আসেন তত দিন তিনি শিষ্যদের এই শহরে থাকতে বললেন। এব পর বীত স্বর্গে চলে গেলেন। এটিকে শিষ্যগণ বীতের আত্মার অপেক্ষার থাকতে লাগলেন। সেই দিনটি খুব ভাড়াভাড়া ঘনিয়ে এসে।



প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ

স্বর্ণারোহণের পর বীতের শিষ্যগণ একটি বড় ঘরে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। আর সেই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইয়ে ঘাওয়ার মতো একটা শব্দ হলো। যে বাড়িতে তাঁরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন সেই বাড়িটা শব্দে ভরে গেল। তাঁরা দেখতে পেলেন, কতকগুলো আগুনের ভিছা আলোনা আলোনা হয়ে তাঁদের মাথার উপর নেমে আসছে। এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মার পূর্ণ হলেন। পবিত্র আত্মা তাঁদের একেকজনকে একেক ভাষায় কথা বলার শক্তি দিলেন। আগে তাঁরা যে ভাষা জানতেন না, সেই ভাষায়ই তাঁরা এখন কথা বলার শক্তি পেলেন। সেই নতুন শক্তি অনুসারে তাঁরা কথা বলতে লাগলেন।

এরপর তাঁরা আর ভয়ে ঘরে সুকিয়ে থাকলেন না। তাঁরা বাজার ঘের ঘরে গড়লেন। পবিত্র আত্মা তাঁদের যে রকম বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরা সেভাবে কথা বলতে লাগলেন। বাজার ভবন নানান দেশ থেকে আগত বিভিন্ন ভাষার শোক শিল। তারা শিষ্যদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তারা নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তারা এই ঘটনার কোন অর্থ বুঝতে পারছিল না।

তার মনে করল, শিখার মন খেয়ে মাড়াল হয়েছেন। তাই তাঁরা অমনভাবে কথা বলছেন। এভাবে লোকেরা শিখাদের নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। পিতর ছিলেন শিখাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী। তিনি লোকদের উদ্দেশে একটা ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, শিখারা মন খেয়ে মাড়াল হলনি। এই ঘটনা যে ঘটবে তা বহু আগে প্রবক্তা (নবী) যোয়েলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা এভাবে আসবেন ও তাঁর জনগণকে আশীর্বাদ করবেন ও সহায়তা করবেন। তিনি তাদের আরও বললেন যে ইহুদিরা মুক্তিদাতা বীতকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাণ করছেন। এভাবে তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

পিতরের কথাগুলো লোকদের হৃদয় স্পর্শ করল। তাই তাঁরা পিতর ও অন্য শিখাদের জিজ্ঞেস করলেন, এখন তাদের কী করা উচিত। পিতর তখন বললেন, এখন তাদের পাপ থেকে মন ফেরাতে হবে ও বীতর নামে দীক্ষান্ন গ্রহণ করতে হবে। যদি তারা তা করে, তবে তাদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসবেন এবং তারা পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করবে। একথা শুনে সেদিন তিন হাজার লোক মন পরিবর্তন করল ও বীতর নামে দীক্ষান্ন গ্রহণ করল। এভাবে তারা সেদিন বীতর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করল ও একটা নতুন সমাজ গঠন করল। দিনে দিনে নতুন নতুন লোক এই দলে যোগদান করতে লাগল। এভাবে খ্রিষ্টমঙ্গলীর যাত্রা শুরু হলো।

পাঠ ৪ : খ্রিষ্টমঙ্গলীর ধারণকর্ম

বীত খ্রিষ্ট তাঁর শিখাদেরকে কাজ করার জন্য পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের কাছে ধারণ করেছেন। তাই শিখাদেরকে আমরা বলি ধেরিভশিয়া। যে কাজগুলো তিনি শিখাদের করতে ধারণ করেছেন, সেগুলো হলো ধারণকর্ম। তাঁরা বীতর শিক্ষাগুলো নানা জাতির মানুষের কাছে প্রচার করতে শুরু করেছেন। মানুষ যেন বীতকে পথ, সত্য ও জীবন হিসেবে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা মৃত্যুর আগে আরও অনেককে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে পেলেন। এভাবে আজও বীতর কাজগুলো চলেছে। পরিচালনা করছে বীতরই স্থাপিত মণ্ডলী। বর্তমান যুগে মণ্ডলী যে কাজগুলো করে চলেছে সেগুলো নিম্নরূপ:

৪.১ খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদান: আমরা জানি, মানুষ মুখের কথা বা উপদেশের চেয়ে কাজ দেখতে চায় বেশি। যারা শুধু মুখে কথা বলে কিন্তু কাজে তা প্রয়োগ করে না সেই ধরনের লোকদের কেউ পছন্দ করে না। তাই খ্রিষ্টমঙ্গলী শুধু উপদেশ দিয়ে নয় কাজের মধ্য দিয়েও সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং এরকম আরও নানাবিধে মণ্ডলী জগতের মানুষের কাছে সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে। এই দায়িত্ব শুধু মণ্ডলীর পরিচালকদেরই নয় বরং প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তেরই। তাই খ্রিষ্টভক্তগণ যার যার সামর্থ অনুসারে পরিব-সুস্থকী, অত্যাধী, দুঃখপ্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে।

৪.২ খ্রিষ্টের বাণী প্রচার: মণ্ডলীর ধারণকর্মের প্রধান বিষয় মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন ও মানুষের পরিত্রাণের জন্যই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র বীতকে এ জগতে ধারণ করেছেন। বীত খ্রিষ্ট হাভনাজোগ ও মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তিনি পুনরুত্থানও করেছেন। এটি জগতের মানুষদের জন্য একটি সুখবর। কারণ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা হয়েছেন। এ বিষয়টি সকল মানুষকে জানানোর জন্য মণ্ডলীর অনেক বিশপ, যাজক, ডিকন, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেকিস্ট নিজ নিজ জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেকে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জীবন পর্বত বিসর্জন দিয়েছেন। এই দায়িত্বটি সকল খ্রিষ্টভক্তেরও। যে যেখানে আছে সেখানেই নিজ নিজ জীবনের আদর্শ দ্বারা এই কাজটি করার জন্য সকলকেই খ্রিষ্ট আহ্বান করছেন।

৪.৩ মন পরিবর্তন ও নীকান্নান: গ্রন্থ বীণা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গ্রন্থারকাজ শুরু করেছেন। তিনি বলছেন, সময় হয়ে এসেছে; তোমরা মন ফেরাও এবং মঙ্গলমাচারে বিশ্বাস কর। তাঁর তরু করা কাজগুলো চালিয়ে নেবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন। প্রেরিতশিষ্যদ্বয়ও সকল মানুষকে জীবন পরিবর্তন করে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে নীকা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। খ্রিষ্টমতী আজও মানুষকে মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নীকান্নান গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে মানুষ নতুন জীবন লাভ করতে পারে। মন পরিবর্তন ও নীকান্নান—এই দুটি বিষয় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যারা মন পরিবর্তন করে, তারা নীকান্নানও গ্রহণ করে।

সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীকেও এই দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অন্যদের কাছে আমন্ত্রণ জানাবেন খ্রিষ্টের উপর বিশ্বাসী হতে ও নীকান্নাত হতে। তবে মনে রাখতে হবে, সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার আছে। কারও বিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে, সেমিকে খেয়াল রাখতে হবে। পবিত্র আত্মা হাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবেন, তারা মন পরিবর্তন করবে ও নীকান্নাত হবে।

কাজ : তুমি বীণী জীবনচারণ নিয়ে খ্রিষ্টের সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পার তা জোড়ার জোড়ার আলোচনা কর।

৪.৪ স্থানীয় মতলী পঠন : একটি বীজকে মাটিতে রোপণ করলে ঐ মাটিতেই বীজটির চারা পড়ায় ও বড় গাছে পরিণত হয়। এরপর সে ফুল ও ফল দেয়। একইভাবে প্রত্যেক দেশের খ্রিষ্টমতলী ঐ দেশেই রোপিত হয়েছে। সে ঐ দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসারে বিস্তারলাভ করে এবং ফল দান করে। অর্থাৎ সে নিজ দেশে বিশ্বাসে পরিণত হয় ও খ্রিষ্টের সাক্ষ্য বহন করে। নিজ দেশের মানুষের কাছে সে খ্রিষ্টের আলো ছড়ায়। খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে সে নিজ দেশে একটি মিলনসমাজ গড়ে তোলে। এভাবে সে নিজ দেশে একটি স্থানীয় মতলী হিসেবে গড়ে উঠে। প্রত্যেক দেশের স্থানীয় মতলী আবার বিশ্বমতলীর সাথেও সংযুক্ত। সারা পৃথিবীর সকল খ্রিষ্টভক্তদের সাথে সে এক পরিবারের মতো যুক্ত থাকে।

৪.৫ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ভাইবোনদের সাথে সংলাপ : আমাদের ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যখন অন্যান্য ধর্মের ভাই-বোনদের সাথে আলোচনা করি, তখন সেটাকে আমরা ধর্মীয় সংলাপ বলি। এর মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আদান-প্রদান করি। ফলে একে অপরের ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করতে শিখি। এই ধর্মীয় সংলাপ বা আলোচনা-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি। আবার তাদের কাছে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরতে পারি।

৪.৬ বিবেক পঠনের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন: খ্রিষ্টমতলীর মূল দায়িত্ব হলো মঙ্গলমাচারের মূল্যবোধ অনুসারে মানুষের বিবেক গঠন করা। মানুষের যুক্ত বিবেককে জাগ্রত করা। এর মধ্য দিয়ে মানুষকে খাঁটি মানুষ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। খ্রিষ্টমতলী ফুল, কলস, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য সেবাদুলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলোর মাধ্যমে মতলী মানুষের সুস্থ বিবেক গঠন, ডিগ্রাধারা ও আচার আচরণের উন্নয়ন করে থাকে।

খ্রিষ্টভক্তকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে এই দায়িত্বটি পালন করতে দেওয়া হয়েছে। আমরা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুসারে জীবন যাপন করার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে পারি। কারণ এই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো দ্বারা আমরা একে অপরের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখি। একে অন্যকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সত্যিকার ভাই-বোন হয়ে উঠার অনুপ্রেরণাও লাভ করি।

৪.৭ জালালাবাদ, ধ্রোণকর্মের উলস ও বিধান : গ্রন্থ বীত তাঁর গ্রন্থের জীবনে দিল্লি, অভাবী, নিখাতিত ভাই-বোনদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা সবাই ইন্ডের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ব্রিটিশমণ্ডলীও বীতের শিক্ষা অনুসরণ করে নীন-দিল্লি ও নিখাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান পেয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো দিল্লির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা। আমাদের যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও সকল ভক্তজনপণ অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অমূল্য সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কুষ্ঠাশ্রম, প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র, বয়স্ক সেবাকেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও যেন আমাদের বার বার কর্মস্থলে থেকে দিল্লি ও অভাবী ভাই-বোনদের সেবা করি। এভাবে যেন বীতের জালালাবাদ অন্যের কাছে তুলে ধরি।

কাজ : তুমি তোমার জীবনে কখনো দিল্লি ও অভাবীদের জন্য কোনো দয়ার কাজ করে থাকলে তা মনে অন্যদের সাথে সহজগিতা কর।

পাঠ ৫ : ধ্রোণকর্মের প্রভাব

ভালো পাছ যেমন ভালো ফল দেয়, তেমনি ভালো কাজেরও ভালো ফল আছে। ইন্ডের কাজের ফল তো অবশ্যই ভালো হবে। ইন্ডের পুর বীত ব্রিটিশ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে মণ্ডলীর মস্তক। তাঁর অগ্রদূতগণকে অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের ও সকল ভক্তদেরকে তিনি ধ্রোণকাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। একেকজনকে একেক দায়িত্ব দিয়ে তিনি ধ্রোণ করেছেন। এই ধ্রোণকাজগুলো সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে ব্রিটের ধ্রোণকাজগুলো করার জন্য ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীগুলোতে মেশি ও বিদেশি অনেক কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩৫০ জনেরও অধিক যাজক, ১০০ জনেরও বেশি ব্রাদার, ১১০০ জনেরও বেশি সিস্টার কাজ করছেন। এছাড়া অসংখ্য ব্রিটিশক এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশ সেবার নিয়োজিত রয়েছেন। ব্রিটের ধ্রোণকাজগুলোর প্রভাব বা ফলগুলো কী, সেসব বিষয়ে আমরা এবার আলোচনা করব। আমরা দেখবো ভুল-কসেজের শিক্ষা, যুব পঠন, মূল্যবোধ পঠন, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন, পারিবারিক উন্নয়ন এবং এ রকম আরও অনেক বিষয়ে মণ্ডলীর কাজের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে।

৫.১ শিক্ষা বিভাগ : ব্রিটিশমণ্ডলী সারা দেশে প্রায় ২৫০টি প্রাইমারি স্কুল, ৫০টির অধিক হাইস্কুল, বেশ কয়েকটি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, প্রায় ৫০টি ক্যাথলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনাশ্রম এবং অনেক হস্তশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। যুব শীর্ষে মণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ও চিন্তাভাবনা করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বছরদিন যাবৎ শিক্ষা বিভাগ কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেশের অগণিত শিক্ষার্থী যথাযথ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। এরপর তারা দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে মেধার বিকাশ ঘটতে পারছে। তারা দেশ ও বিশ্বের সম্পদ হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারছে।

৫.২ মূল্যবোধের পঠন : ব্রিটিশমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের সার্বিক পঠনের উপর জোর দিয়ে থাকে। এখানে জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি, মানবীয় ও নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আরও নানান মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে থাকে। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৫.৩ স্বাস্থ্যসেবা : দেশের শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য মঙ্গলী ৭০টিরও বেশি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেনসারি, ট্রিনিং, কুর্চশ্রম, রোগীদের অস্ত্রায়কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন অগণিত দরিদ্র মানুষ বিনা পরসায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নামে মাত্র খরচে চিকিৎসা পেয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে এই মানুষেরা সামান্য হলেও বীতর নিরাময়কারী স্পর্শ পেতে পারছে।

৫.৪ আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্ম : খ্রিষ্টমঙ্গলী আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। এর মধ্যে কারিগর, গিনিভিবি ও কৈননিয়া গ্রন্থান। আর্থিক উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন ও কাল্‌বের নাম উল্লেখযোগ্য। সামাজিক উন্নয়নের জন্য খ্রিষ্টান হাউজিং সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে দেশের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রতিবছর অগণিত মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা পেয়ে চলেছে। ক্রেডিট ইউনিয়ন ও কাল্‌ব অসংখ্য গীন-দরিদ্র মানুষের জীবনে উন্নয়ন এনে দিচ্ছে।

৫.৫ পরিবার উন্নয়ন: খ্রিষ্টমঙ্গলীর পরিচালনায় সুন্দর পরিবার গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। সারা দেশে হাজার হাজার পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যকার সুসম্পর্ক বজায় রাখার কাজে মঙ্গলী অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে খ্রিষ্টমঙ্গলী দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কল্প : হেক্টরো একটি সেবাকাজ, যা মঙ্গলী করছে, কয়েকজন মিলে তা অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

সূচনস্থান পূরণ কর :

১. তোমরা সর্বত্রই যাও।
২. খ্রিষ্ট বিশ্বাসী গ্রামের কাজে অংশগ্রহণ করে।
৩. বীত পর পর পিতরকে এই কথা বলেছিলেন।
৪. ইশ্বর মানুষের ক্ষমা করবেন।
৫. বীতর নামে নীকান্নান করল।

যদি পাশের ব্যাক্যাণ্ডেশন সাথে তাল পাশের ব্যাক্যাণ্ডেশন মিল কর :

| যদি পাশ | তাল পাশ |
|---------------------------|-----------------------------|
| ১. বীত খ্রিষ্ট যাতনাতোগ ও | ■ মঙ্গলসমাজের বিশ্বাস কর |
| ২. জগতের মানুষের জন্য | ■ তারা নীকান্নানও গ্রহণ করে |
| ৩. তোমরা মন ফেরাও এবং | ■ মৃত্যুবরণ করেছেন |
| ৪. যারা মন পরিবর্তন করে | ■ জাহাজ করা |
| ৫. মানুষের দুঃখ বিবেককে | ■ একটি সুখবর |
| | ■ দায়িত্ব পালন করতে পারি |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিক্রেতা জন্মের কাহাল শব্দটির বাংলা অর্থ-

- | | |
|--------------------|--------------|
| ক. জনগণ | খ. ঐশ জনগণ |
| গ. দ্বিতীয় পরিবার | ঘ. ধর্মপন্থী |

২. ব্রিটমতলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

- | | |
|------------------|--------------------|
| ক. বাস্তব সেওয়া | খ. দান করা |
| গ. সেবা করা | ঘ. বাণী প্রচার করা |

৩. ব্রিটমতলীর সেবা কাজের দায়িত্ব কাদের?

- | | |
|--------------------------|---|
| ক. শুধু মতলীর পরিচালকদের | খ. ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ক্যাটেবিস্টদের |
| গ. প্রত্যেক ব্রিটভক্তের | ঘ. শুধু মা-বাবাদের |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ সং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জন, রানা ও আকাশ তিন ধর্মের তিন বন্ধু টিফিন পিরিয়ডের সময় আলাপ করছে। জন বলল, এবার বড়দিনে আমি আমার উপহারের টাকা দিয়ে একজন গরিব মেয়েকে একটি খাতা কিনে দিয়েছি। রানা বলল, আমিও এবার কোরবানি ইদে আমাদের পাশের বাড়ির একজন ছেলেকে শার্ট দিয়েছি। তখন আনন্দের সাথে আকাশও বলল, এবার পূজোর আমি কিছু খাবার কিনে একজন গরিব বাচ্চাকে সাহায্য করেছি। তারা তখন একে অপরের সাথে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে পালিত হয়, তাও আনন্দের সাথে সহজগতি করতে লাগল।

৪. তিন বন্ধুর ধর্মীয় সন্দেশ আদ্যের যে শিক্ষা দেয় তা হলো-

- প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা
- ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি
- ধর্মীয় মূল্যবোধ জাহেত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- সাগর একজন নামকরা ও সুপরিচিত প্রচারক। কোন এক বড় সভায় তিনি মন পরিবর্তন সম্পর্কে প্রচার করলেন। তার প্রচার শুনে অনেকেই মন পরিবর্তন করল ও নীক্ষাল্পান গ্রহণ করল। তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে রোগীদেরও সুস্থ করলেন।
 - হীভর কোন শিষ্যের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল?
 - কীভাবে পরিগ্রহ লাভ করা যায়?
 - তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে সাগর এ ধরনের কাজ করেছিলেন?
 - ‘সাগরের প্রচারকাজ ও হেরিক শিষ্যদের প্রচারকাজ যেন একই সূত্রে গাঁথা’ উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
- শুভ খ্রিষ্টান সমাজের একজন বড় কর্মকর্তা। নিজের চেঁচায় একটি সংস্থা গঠন করলেন। দিনরাত তিনি কাজ করেছেন এ সংস্থার জন্য। এ সংস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবনে উন্নয়ন এনে দিয়েছে। শিক্ষা বিস্তারেও কাজ করেছে।
 - হীভ কাদের নিয়ে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন?
 - কখন মজলীর জনগণ ফলহীন হয়ে পড়ে?
 - শুভ কোন শিক্ষার অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্থাটি গঠন করেন?
 - শুভর সংস্থা যেন খ্রিষ্টমজলীর মতো – মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- মজলী কী?
- হীভর স্বর্ণারোহণের পর শিষ্যগণ কোথায় ছিলেন?
- পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের কী অবস্থা হয়েছিল?
- শিকরের বক্তব্য শুনে উপস্থিত লোকদের অবস্থা কেমন হয়েছিল?
- হীভ তাঁর শিষ্যদের কেন হেরণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- খ্রিষ্টমজলীর জ্ঞানের কাহিনীটি বর্ণনা কর।
- খ্রিষ্টমজলীর যেকোনো দুটি প্রেরণকর্ম বর্ণনা কর।
- শিক্ষাবিভার ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মজলীর প্রভাব বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা

সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা – একতলো হলো মূল্যবোধ। ‘মূল্যবোধ’ কথার অর্থ মূল্যবান, মর্যাদাবান বা শক্তিশালী হওয়া। আমাদের আগেকার জানা বিষয়ের চেয়ে বেশি মূল্যবান বা বেশি মূল্যবিশিষ্ট বিষয়গুলো আমাদের জন্য মূল্যবোধ। মূল্যবোধের মধ্যে গুণ আছে বলেই আমরা এটাকে ভালোবাসি। এর মধ্যে যা থাকে তা এত বেশি মূল্যবান যে এইভাবে আমরা নিজের জীবনের জন্য ধরে রাখতে চাই। মূল্যবোধ ধরে রাখার জন্য মানুষ কষ্টভোগ করতে রাজি হয়, এমনকি প্রয়োজনবোধে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে। আমরা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের শিক্ষার জীবন গঠন করতে চাই। কারণ একতলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা ধর্ম-বর্ণ-প্রেমি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করি। এই শিক্ষা লাভ করে আমরা নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- সত্যবাদিতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- সত্যবাদী হওয়ার দশটি উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শৃঙ্খলা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবার, সমাজ, মজলী ও রাষ্ট্রে সেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবার, সমাজ, মজলী ও রাষ্ট্রের সেবা করার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- চিন্তায়, কথায় ও কাজে সত্যবাদী হবো।
- সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবো।
- পরিব.দুঃখী ও অসহায়দের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলব।

পাঠ ১: সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা অর্থ হলো সত্য কথা বলা। সত্যবাদিতা বলতে বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, মর্যাদাবান, পক্ষপাতহীন, বাঁট ও আচরণে সরল মানুষকে বোঝায়।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার অষ্টম আজ্ঞায় আছে: 'তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না' (যোনা ২০:১৬)। মিথ্যাসাক্ষ্য না দেওয়ার মাধ্যমে বোঝায় সত্যবাদিতা, অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলা। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে সে সত্য মানুষ হয়। যে মানুষ সত্য, সে সর্বদা সত্য কথা বলে। ঈশ্বর সত্যময়। আমাদের জানা ও পরিচিত সত্য বিশ্বরত্নশো সত্যময় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। যারা সত্য কথা বলে তারা সত্যময় ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেয়। তারা নিজের জীবনে সত্য কামনা করে। সত্য কামনা করার অর্থ হলো সর্বদা সত্যকে ভালবাসা। সত্যকে ভালবাসার অর্থ হলো সত্য কথা বলার বা সত্য মানুষ হওয়ার ফল গ্রহণ করা। অর্থাৎ সত্যকে ভালবাসার ফলে যদি পুরস্কার পাওয়া যায়, তা তো আমরা অবশ্যই গ্রহণ করি। কিন্তু যদি আমাদের অপমান বা অভ্যচার সহ্য করতে হয়, তবে তা-ও গ্রহণ করতে হবে।

যারা মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তারা সত্যের বিরুদ্ধে পাশ করে। তারা সত্যময় ঈশ্বরের অপমান করে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ অনৈতিক কাজ করা। যে কাজগুলো তাদের করা উচিত নয়, তারা তা-ই করে। এক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ত হয়। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

একজন সত্যবাদী শিক্ষার্থী:

- ক সর্বদা সত্য কথা বলে, এর কলে তার কোনো কষ্ট ভোগ করতে হবে কি না তা নিয়ে সে চিন্তা করে না।
- খ) নিজের অনুজ্ঞিত অন্যের সাথে সহযোগিতা করে।
- গ) নিজের মহামত প্রকাশের সময় অন্যেরা যেন আঘাত না পায় এমন সুরে কথা বলে।
- ঘ) ইতিবাচকভাবে এবং একই সাথে ভালো ও মন্দ- দুই দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের মহামত প্রকাশ করে।
- ঙ) শুণু প্রয়োজন হলে অন্যের বিরুদ্ধে মহামত প্রকাশ করে।
- চ) সত্য কথা বলার পর তার ভিতরে কোন অশ্রদ্ধাবোধ থাকে না।
- ছ) সহপাঠীদের ও শিক্ষকদের ভালো করে জানে ও তাদের জন্য সেবার কাজ করে।

উদাহরণ : সাঙ্ঘানা নামে বড় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী ছিল। সে একদিন তার ছুপের টিকিনের সময় ব্যাংকাল একটি সুন্দর ঘড়ি পেল। সেটা পেয়ে সে তার শিক্ষকের কাছে জমা দিল। ক্লাস চলাকালে শেলী কান্নাকাটি করছিল। কারণ সে একটা ঘড়ি হারিয়ে ফেলেছে। ঐ ঘড়িটা তার মা তাকে বড়দিনের উপহার হিসেবে দিয়েছিল। শিক্ষক বুঝতে পারলেন ঐ ঘড়িটা শেলীরই। তখন তিনি শেলীকে ঘড়িটা দিলেন। তাতে তার কান্নাও থেমে গেল। শিক্ষক শেলীকে বললেন সে যেন সাঙ্ঘানাকে ঘড়িটা পেয়ে জমা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানায়। শেলী সাঙ্ঘানাকে জড়িয়ে ধরে তাকে ধন্যবাদ দিল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

সত্য মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রচনা করতে পারে। যারা সত্য বলে তাদের অন্তরে কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সত্যের প্রতি ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের মনের ভয়ও তত পরিমাণে দূরীভূত হয়।

উদাহরণ: সুত্রত আর জনি একই ক্লাসে পড়ে। তাদের শিক্ষক তাদেরকে ক্লাসরুমে সব বিষয় খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু জনি তার মা-খাবাকে বলল যে তার শিক্ষক ভুলে ভালো করে পড়ান না। তাই তার এইটেট পড়তে হবে। তার বাবা তাকে প্রতি মাসে টাকা দিত। সে তা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে জুয়া খেলত। ক্লাসে এসে সে খুব ছুপচাপ থাকত। অন্য কারও সাথে মেশামেশা করত না। তার চোখেমুখে তাকালে বোকা যেত যে সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। অন্যদিকে সুত্রত এ রকম কোনো কাজ করত না। সে সবসময় হাসিমুখি থাকত। সকলের সাথে সে মেশামেশা করতে পারত। তার মনে কোনো ভয় ছিল না।

কাজ : কোন কোন কাজকে মিথ্যার কাজ আর কোন কোন কাজকে সত্যের কাজ বলা যায় তা গ্রন্থমে নিজের খাতায় ডায়েরিভদ্বারা কর এবং পরে ছোট ছোট দলে অন্যদের সাথে সহজগিতা কর।

পাঠ ২: সত্যবাদী হওয়ার উপায়

ঈশ্বর সকল সত্যের উপস। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকেই সত্য আসে। তাঁর বাক্য সত্য। তিনি পবিত্র বাইবেলে যা বলেছেন, সবই সত্য। পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য যে আশ্বাসগুলো দিয়েছেন তার সবই সত্য। তিনি ত্রিকাল বিস্তৃত। অর্থাৎ তাঁকে বিশ্বাস করা যায় কারণ তিনি যা বলেন তা করেন। যেহেতু ঈশ্বর সত্য, সেহেতু তিনি তাঁর সকল জনগণকে সত্য জীবন যাপন করার আহ্বান জানান। যেমন : ইব্রাহীমেল জাতিতে তিনি আশ্বাসগুলো দিয়ে বলেছিলেন, তারা যদি তাঁর আশ্বাসগুলো মেনে চলে, তবে তিনি তাদের সবসময় রক্ষা করবেন। তিনি তাঁর সেই কথা রেখেছিলেন। সব সময় তিনি তাদের পাশে পাশে ছিলেন।

খ্রিষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের সকল সত্য প্রকাশিত হয়েছে। খ্রিষ্ট এসেছেন জগতের আলো হয়ে। তিনি বলেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তারা অন্ধকারে থাকতে পারে না। অন্ধকারের পথ হলো মন্দতার পথ। আলোর পথ হলো পবিত্রতার পথ। তিনি সত্যে পরিপূর্ণ। তিনি পরম সত্য। তিনি বলেন, তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, আর সত্য তোমাদের মুক্ত করবে। যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ হলো সত্যময় আস্থা, অর্থাৎ পবিত্র আস্থার দ্বারা চালিত হয়ে জীবন যাপন করা। যীশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র। তাঁকে পিতা ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। খ্রিষ্ট আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালনা করেন।

একজন শিক্ষার্থীকে সত্যবাদী বলা যায় যখন সে:

- ক) নিজের বাড়ির কাজ সঠিকভাবে ও যথাসময়ে করে।
- খ) বাড়ির কাজ করেছে কি না, সেই বিষয়ে বন্ধুর সাথে সত্য কথা বলে।
- গ) বাড়ির কাজ করতে না পারলে শিক্ষকের কাছে তার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে।
- ঘ) পরীক্ষার সময় নকল করে না, নিজে যা জানে তা-ই লিখে, অন্য কারও খাতার দিকে তাকায় না।
- ঙ) বিদ্যালয়ে কোনো দায়িত্ব পালনের কথা থাকলে তা যথাযথভাবে করে।
- চ) কেউ ভুল করে বেশি টাকা বা জিনিস দিলে তা ফেরত দেয়।
- ছ) ভুল করলে অকপটে তা স্বীকার করে।
- জ) বন্ধুর কোনো গোপন কথা অন্য কারও কাছে বলে না।
- ঝ) কারও টাকা পেলে তা অফিসে জমা দেয়, যেন প্রকৃত মালিক তা পেতে পারে।

প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর বিবেক দিয়েছেন। সেই বিবেক দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। বিবেক মানুষের অন্তরের মধ্যে কথা বলে। যারা বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনে ও সেইমতো কাজ করে, তারা সব সময় সত্য কথা বলতে পারে। তারা সত্য মানুষ হয়।

সব মানুষ সত্যের সমাজে বাস করতে চায়। কারণ সত্যের সমাজে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়। মিথ্যার সমাজে সব সময় বণ্ডা-বিবাদ, মারামারি, পরস্পরকে সোধ দেওয়া এবং এ রকম বিভিন্ন কিছু লেগেই থাকে। সাধু টমাস আকুইনাস বলেছেন, যারা একে অন্যের প্রতি সত্যবাদী, তারা পরস্পরের উপর আস্থা রাখে। সত্যবাদী মানুষেরাই একসাথে সুন্দর সমাজ গড়তে পারে। অনেক সময় ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উন্মোচনে নানা সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেগুলো সত্যবাদী মানুষেরা পরিচালনা করে, সেগুলো ঠিকে থাকে। কিন্তু যেসব সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে পরিচালকদের মধ্যে অসত্য ও অন্যায় প্রাধান্য পায় সেগুলো বেশিদিন টিকে না।

কাজ : ১. কীভাবে সত্যায়ন জীবন পঠন করা যায় তা ছোট ছোট দলে আলোচনা কর।

কাজ : ২. চারজন চারজন করে দলে বসে খুঁজে বের করবে : কোন কোন পথ আলোর পথ, আর কোন কোন পথ অন্ধকারের পথ।

অবিকল্পিত সত্যবাদী হওয়ার দশটি উপায়

- ক) সত্যবাদী হওয়ার জন্য নিজে নিজে অসীকার বা প্রতিজ্ঞা কর এবং তা মেনে চল।
- খ) একজন গুরুকে বেছে নাও। তুমি যে অসীকার বা প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করছ এবং কতখানি উন্নতি হচ্ছে তা তাঁকে জানাও।
- গ) কখনো কোন স্থানে বা কারও কাছে কোনো অসত্য কথা, ব্যাখ্যা বলার পূর্বে কয়েকবার চিন্তা কর।
- ঘ) কথা বা তথ্য অতিরঞ্জিত করা, কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলা, কটুভি কথ্য ইত্যাদির ব্যাপারে সাবধান হও।
- ঙ) সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে বলা বা অর্ধেক সত্য ও অর্ধেক মিথ্যাজাতীয় কথা বলার ব্যাপারে সাবধান থাক।
- চ) মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকার চেষ্টা করো না।
- ছ) আন্দলের জন্য হলেও কোনো মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক।
- জ) যখন সত্য কথা বলা দরকার, তখন দীর্ঘর থেকে না। মিথ্যাকে গ্রহণের দিও না।
- ঝ) যদি কখনো মিথ্যা বলতে বসে মনে কর, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ কর ও সত্য কথা বল।
- ঞ) নির্জনে নিজের মনের সাথে নিজে আলাপ করে ঠিক কর কোন সময় কোন কাজটি করা তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো।

কাজ : দলের মধ্যে ‘সত্যের জয়’ অথবা ‘অনেকি ইজ ন্য বেস্ট পলিসি’ - এর ওপর একটা ছোট অভিনয় প্রস্তুত কর ও ক্লাসে প্রদর্শন কর।

পাঠ ৩ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব

সত্য কোনো দিন গোপন থাকে না। কারণ সত্য হলো আলোর মতো। আলো জ্বালালে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি সত্য প্রকাশ পেলে মিথ্যাও টিকতে পারে না। সত্যবাদিতা ব্যক্তিজীবনের জন্য একটি অন্যতম মহান গুণ। সমাজে সত্যবাদী ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি যেকোনো সমাজের মুহুউৎকর্ষ। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব আবশ্যিক। আজকে যে শিক্ষার্থী, কাল সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করবে। ব্যক্তি নিজের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের জন্য নিম্নোক্তভাবে সত্যবাদিতার বীজ বপন করতে পারে:

- ক) প্রার্থনাপূর্ণ জীবনধারণের মাধ্যমে মন পবিত্র রেখে।
- খ) চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে সত্যবাদিতা প্রকাশ করে।
- গ) ঘরে-বাইরে সব সময় সত্য কথা বলে।
- ঘ) নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার, সেনসেলে সততার প্রমাণ দিয়ে।
- ঙ) নিজের যেকোনো দোষ অকপটে স্বীকার করে।
- চ) সমাজের সবার সাথে সুন্দর আচরণ করে।
- ছ) সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করার মাধ্যমে।
- জ) রাষ্ট্রের কোনো কাজে ঘুষ বা কমিশন নেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থেকে।
- ঝ) সং জীবিকা দ্বারা সংসার চালায়।
- ঞ) রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে সবকিছুতে সত্য স্থাপনে অগ্রহী হয়ে।

মিঃ সুরেশ উপশহর এলাকায় একজন মধ্যমানের মুন্সি দোকানদার। তিনি সুনামের সাথে দীর্ঘ পনের বছর ধরে এই ব্যবসা করছেন। আশেপাশে একই ধরনের অনেক দোকান থাকার সত্ত্বেও সৌকর্য সুরেশদার দোকান থেকেই কেনাকাটা বেশি করেন। মজার ও অবাক হওয়ার ঘটনা ঘটে প্রতি রবিবার দিন। সুরেশদা রবিবার সকালের খ্রিষ্টমাগে যোগদান করে, তাই দোকান খুলতে সকাল আটটা বেজে যায়। তিনি দোকানে এসে দেখতে পান অনেক ক্রেতা দোকান খোলার অপেক্ষায় আছেন। তাদের মধ্যে কেউ এক ঘটীর বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছেন। সুরেশদা দোকান চালাতে কোনো ম্যাজিক জানেন না অথচ অনেক ক্রেতা তার দোকানে। কেন? এই রহস্য জানতে সুরেশের কুসঙ্গীবনের বন্ধু রনি ডাকে প্রশ্ন করেছিল, কী কারণে এত বেশি ক্রেতা তোমার দোকানে আসে? উত্তরে সুরেশদা বলেন, 'আমি ক্রেতাদের কাছ থেকে সঠিক দাম রানি, মাপ ট্রিক সেই এবং সততার সাথে ব্যবসা করি।'

সত্যবাদিতার পুরস্কার ইশ্বর আমাদের প্রচুর পরিমাণে দেন, যেমনটি সুরেশদাকে দিয়েছেন। সত্যের জয় একদিন হয়ই। সত্যবাদিতায় জীবনধারণ করে আমরাও এর সুফল জীবনে গ্রহণ করব।

কাজ : সমাজে ও রাষ্ট্রে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের কোন ধরনের কাজ এখন থেকেই করতে হবে?

পাঠ ৪ : শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনের উপায়

শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন আমাদের সকলের জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের জীবন আমাদের অবশ্যই গঠন করতে হবে। কিন্তু তা গঠনের পূর্বে আমাদের একটু ভালো করে শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাবোধ বলতে বোঝায় আত্মসংযম, আত্মশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ। এর দ্বারা আমরা আরও বৃদ্ধি আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতা। সেই সব শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন করা:

- যথাসময়ে ও সঠিকভাবে তাদের বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে।
- একটা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেপে থেকে।
- একটা কাজ শেষ হলে আরেকটা কাজ যোগাড় করে দেয়।
- নিজের ব্যক্তিগত জীবন সঠিক পথে পরিচালনা করে।
- হাসের সাথে বাস করে সেই সমাজের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে।
- একবার কাজে সফলতা না আসলে বারবার চেষ্টা করে।
- বন্ধুদের চাপে পড়ে কোনো কাজ করে না, বরং নিজের বিবেক যা বলে তা মেনে চলে।
- উৎপাদনশীল কাজে অর্থাৎ যে কাজ দিয়ে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন হয়, তা করে।
- ধারাবাহিক কাজ অর্থাৎ যে কাজ নিজের ও সমাজের ক্ষেত্রে ভেঁকে আসে, তা পরিহার করে চলে।
- নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে চলে।

আমরা যদি দৃঢ় শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করা দরকার:

- দৃঢ়সিদ্ধা গ্রহণ কর যে তুমি অবশ্যই একজন দৃঢ় শৃঙ্খলাপূর্ণ মানুষ হতে ইচ্ছা কর। তোমার এই আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে শৃঙ্খলার পথে চলাতে অনুপ্রাণিত করবে।
- ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি প্রতিদিন নিজের মনো কিছু কিছু গুণ বপন করবে এবং সেগুলো শক্তিশালী করে তুলবে।
- কোনটা ভালো ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং কোনটা মন্দ ও সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়, তা ভালো করে জানতে থাক।
- কর্পুষকের কাছে সব সময় জবাবদিহি করার অভ্যাস রাখ। নিজের ভালো বা মন্দ কাজের যেকোনো ফল গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক। নিজের জুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ কোরো না।
- শৃঙ্খলা চর্চা বা অনুশীলন করতে থাক। কারণ অনুশীলন করতে করতে মানুষ উন্নতি করতে পারে। সারা দিনের জন্য একটা রুটিন প্রস্তুত কর এবং সে অনুসারে চলার আশ্রয় চেষ্টা কর।
- অভিকার অভ্যাস পরিহার করে চল। উদাহরণস্বরূপ মন্দ বই পড়া, মন্দ ফিল্ম দেখা, মন্দ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রাখা, খুশমান করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাক।
- যারা তোমার মতো শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ভালোবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর ও মাঝে মাঝে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কর।

পাঠ ৫ : পবিত্র বাইবেলে শৃঙ্খলাবিষয়ক শিক্ষা

শৃঙ্খলা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রয়োজন। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করে এখানে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সেই শৃঙ্খলা মেনে চলে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, সকল জীবজন্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি। আমাদের দেহটাও তাঁর দেওয়া নিয়মের বাইরে গেলে অসুস্থ হয়ে যায়। কাজেই ঈশ্বরের নির্দেশে সবকিছু চলাই তিনি পবিত্র বাইবেলে আমাদের জীবনটাকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য যথাযথ বাণী রেখেছেন। আমরা এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ঈশ্বরভক্তদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট এসে থাকে। সেগুলো হলো: ঈশ্বরের কাছ থেকে শাসন ও তিরস্কার, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, পরিশোধনকারী পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট।

প্রথমত, ঈশ্বরের শাসন ও তিরস্কার। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে বলা হয়েছে : 'সন্তান আমার, প্রভুর শাসন তুচ্ছ কোরো না, তিনি তোমাকে ভরসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না; কারণ প্রভু যাকে ভালোবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শক্তি সের' (হিব্রু ১২:৫-৬)। আমাদের মা-বাবা আমাদের শাসন করেন, কারণ তারা আমাদের মঙ্গল চান। ঈশ্বর আমাদের শাসন করেন যেন আমাদের জীবন সুন্দর হয়; যেন আমরা তাঁর পথে চলি ও তাঁর মতো পবিত্র হই। শাসন আমাদের কাছে কখনো মিষ্টি লাগে না। কিন্তু পরে আমরা বুঝি যে তা আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়েছে। তাই যোব-এর গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'ঈশ্বর যাকে শাসন করেন, অন্য ধন্য সেই মানুষ। তাই বলছি, সর্বশক্তিমানের সেওয়া শিক্ষা তুমি তুচ্ছ কোরো না। তিনি না হয় আপাত করেন, কিন্তু ক্ষতস্থান বেঁকেও সেন। তিনি না হয় ব্যথা-ই সেন, কিন্তু সে ব্যথা সারিয়েও তোলে' (যোব ৫:১৭-১৮)। প্রবচন গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে : 'নিম্নের পিতার সেওয়া সর্বাধিক যে উপেক্ষা করে, সে তো নির্বেধ; সতর্কবাণীতে যে কান দেয়, সে বিতর্কশ মানুষ' (প্রবচন ১৫:৫)। সাধু পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন : 'প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই' (১করি ১১:৩২)।

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন কোনো পাপ করি, তখন আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কথা বলেন। তিনি আমাদের সোমটা ধরিয়ে সেন। তাই সাধু পল বলেন, 'নিজেদের তুলিছো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চাপকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন স্বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফলশই পাবে' (গালা ৬:৭)। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়, আবার একই সাথে তিনি কঠোর। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা পাপ করলে শাস্তি পাই। এটা আমাদের পাপময় জীবনের পরিশোধন করার জন্য ঘটে। আবার মন পরিবর্তন করলে আমাদের জীবনে কিংবা আসি।

কাজ : তোমার বিবেকের মধ্য দিয়ে তুমি কখনো ঈশ্বরের তিরস্কার শুনে থাকলে তা দলের সকলের সাথে সহজগতি কর।

পাঠ ৬: শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা

শৃঙ্খলাবিহীন জীবন রাজার বিহীন আয়তনের মতো। সমুদ্রে আয়তনে রাজার থাকলে যেমন জাহাজটি সঠিক স্থানে পৌছতে পারে, তেমনি জীবনে শৃঙ্খলা থাকলে সঠিক লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হয়। শৃঙ্খলা থাকলে জীবনের অন্যান্য গুণগতগতও বর্ধাযত্বভাবে প্রকাশ করা যায়, সেগুলো দিয়ে জীবন বিকশিত করা যায়। জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়তে হবে। এরকম জীবনের ধারণা আমরা পেয়েছি পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে। তাঁদের জীবনে শৃঙ্খলা ছিল বলে তাঁরা মহান হতে পেরেছেন। যে বেঙ্গোয়ার্ডেরা শৃঙ্খলা মেনে বেলে, তাদের জয়ের আশা বেশি থাকে। কিন্তু বেলাথুয়ার পারদর্শী হয়েও তারা বিশৃঙ্খলভাবে বেলে, তাদের হেরে যেতে হয়। যে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ত্রিকমতো চলে, সেখানে বার্ষিক ফলাফলও ভালো হয়। যে শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের কথা মেনে চলে, সে শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে। তারা পড়াশোনার সে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে। কিন্তু যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সুপারিশ অনুসারে চলে না, জীবনে তাকে জীঘণ কষ্টভোগ করতে হয়। যে কলকারখানা শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে চলে, তাতে উৎপাদন বেশি হয়। রাজ্যমাটে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চললে দুর্ঘটনা কম হয়। সেনাবাহিনী নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চললে যুদ্ধে জয়ের আশা বেশি থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্যও নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, ব্যায়াম প্রশ্রম ইত্যাদি নিয়ম মেনে চলে, তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারণ করে, তারা দেশের সুনাগরিক হতে পারে। সমাজে সুখী হতে হলে জীবনে শৃঙ্খলা আনতে হয়। আমরা যদি যার যার মতো করে চলি তবে সমাজটা একটা বিশৃঙ্খলপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে। তখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজ সুকৃতিপূর্ণ হয়ে যাবে পতনের মুখে পড়বে। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হলেও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আত্মদমন বা আত্মশাসনের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি আনয়ন সম্ভব। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ তার সকল প্রকার কামনা-বাসনা জয় করতে পারে। স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারণ করতে হবে।

পাঠ ৭ : সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

একবার ভরিসিয়া ও শারভলুয়া দল বেঁধে বীতন কাছে এসে তাকে কথার বাঁদে ফেলার জন্য। তারা বীতনকে জিজ্ঞাস করলেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আসে কখনো? বীতন উত্তরে বললেন, এখন আচ্ছাটি হলো: তুমি তোমার ইশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত ভদ্র দিয়ে, তোমার সমস্ত ধর্ম দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসবে। আর বিতীর্ণটি হলো: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।

সান্থু বললেন, “ভাইয়েরা আমার, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আসছে হয়েছে। তুমি দেখ, এই স্বাধীনতা যেন তোমাদের নিয়ন্ত্রিত স্বত্বাবৃতিকে কোন রকম সুযোগ না দেয় বরং ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর’ (গালা ৫:১৩)।



সেবার মাধ্যমে ভালোবাসার প্রকাশ

উপরের দুটি শাস্ত্রের অনুসারে আমরা বুঝতে পারি, ভালোবাসনে দায়িত্ব নিতে হয়। আর দায়িত্ব নেওয়ার অর্থই হলো সেবা করা। আমাদের সেবা হবে ইশ্বরের ও প্রতিবেশীদের প্রতি। আমাদের প্রতিবেশী কে? এর উত্তর দিতে গিয়ে বীতন বললেন দয়ালু সামারীয়েদের পক্ষ। সেই সামারীয় লোকটির মতোই আমাদের হৃদে হবে অন্যের স্নেহ। ভালোবাসা ও সেবা যে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, তা বীতন শুধু কথায় নয়, কাজেও দেখিয়েছেন। শিষ্যদের নিয়ে শেষ জোরে যসে বীতন সেবার মহান আদর্শ সেবিরে গেছেন। তিনি শিষ্যদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাঁদের পা ধুয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের পা যদি আমি ধুয়ে না দিই তবে তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্কই থাকে না। পা ধুয়ে গিয়ে তিনি তাঁদের একটি নতুন আসে গিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে ভালোবাসতে বললেন, ঠিক যেমনটি করে তিনি তাঁদের ভালোবেসেছেন। এই আদর্শ দিয়েও তিনি সেবিরেছেন, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সেবাতে চাই তবে পরস্পরকে সেবা করতে হবে।

ভালোবাসা ও তার প্রকাশস্বরূপ সেবার উপর বীতন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষানুসারে সেবার ভিত্তিতেই মৃত্যুর পর আমাদের শেষ বিচার হবে। তাই তিনি বললেন—যারা স্বার্থকে আহার দিয়ে, ভুক্তার্থকে পানীয় দিয়ে, আশ্রয়স্থানকে আশ্রয় দিয়ে, বস্ত্রস্থানকে পোশাক দিয়ে, অসুস্থকে সেবা করবে, বন্ধীকে দেখতে যাবে—সেই স্বর্গে যেতে পারবে। যারা একদো করবে না, তারা স্বর্গে যাবার অধিকার হারাবে।

প্রভু বীতন তাঁর শিষ্যদের বললেন—‘তোমাদের মধ্যে যে-কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের স্নেহ হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ প্রথম হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমন দাসবধুর সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে ও তোমাদের যুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে’ (মথি ২০:২৬-২৮)।

সান্থু পিতরকে প্রভু বীতন খ্রিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর মেসসের সেবাপোশাক করতে। মন্ডলীর প্রধান হিসেবে সান্থু পিতর বুঝতে পেরেছিলেন ভালোবাসার গুরুত্ব। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেবার মধ্য দিয়েই ভালোবাসার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই তিনি মন্ডলীর সবার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যে যেমন দান পেয়েছ, সে তে বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো সকলের সেবা করো।

কল্প : তুমি কী কী সেবাকাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পার, তা দলের অন্যদের সাথে সহজাতিক কর।

পাঠ ৮ : পরিবার, সমাজ, মডলী ও রাষ্ট্র সেবার গুরুত্ব

সেবার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি যে, যীশুখ্রীষ্ট তার পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেবাকাজ করেছেন। তবে এই আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরাও একই সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারি।

ক) পরিবার : যীশু খ্রিস্ট বছর বয়স পর্যন্ত তার মা-বাবার সাথে থেকেছেন এবং তাদের সব ধরনের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের বাধ্য এবং অনুগত থেকেছেন। মারীয়ার সাথে ঘরের কাজে এবং যোসেফের সাথে খিষ্টীর কাজে প্রতিনিয়ত সহায়তা করে তাদের সেবা ফল্ব করেছেন। আমরাও সন্তান হিসাবে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজনদের সেবা ফল্ব করতে পারি। তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে সঠিকভাবে কাজ কর্ম সমাধা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারি।

খ) সমাজ : যীশু তার জীবনের বিভিন্ন আচর্য কাজের মাধ্যমে সমাজের জনগণের সেবা করে গেছেন। আমরাও যীশুর আদর্শ অনুসরণ করে সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যেমন- অসুস্থদের সেবাদান, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য দান এবং নির্ধিক্ত-নিপীড়িত যারা তাদের সাহায্য দান করে যেতে পারি।

গ) মডলী : যীশু মডলীতে বা সমাজ ঘরে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সেবা করেছেন। আমরাও নিয়মিত খ্রীষ্টযাগ বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং মডলীর উন্নয়নমূলক কাজে বা মডলীতে সেবারতদের জন্য টাকা-পয়সা দান করে মডলীর বিভিন্ন সেবা কাজে অংশ নিতে পারি।

ঘ) রাষ্ট্র : যীশু পোটা মানবজাতির পরিদ্রাবের জন্য তার জীবন পর্যন্ত দান করেছেন। আমরা প্রতিদিনকার কর্মজীবনে রাষ্ট্রের জনশরণের জন্য কাজ করতে পারি। আমাদের কর্মজীবনে বিশ্বস্ত ও আদর্শ জীবন যাপন করে, ধনী-দুঃখী ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে, সবর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে আমরা রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারি।

যীশুর আদর্শ অনুসরণ করতেই আমরা আছত হয়েছি। তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ হলো তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন সেই একই আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করা। ভাই বলা যায় পরিবার, সমাজ, মডলী বা রাষ্ট্রের সেবার জন্য যেন আমাদের জীবন ব্যয় করি আর তাতেই আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সার্থক ও মঙ্গলময়।

অনুশীলনী**মূল্যায়ন পূরণ কর :**

১. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দিবে না।
২. সত্য কামনা করার অর্থ হলো সর্বদা সত্যকে।
৩. আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হলেও মনে চলতে হয়।
৪. তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের হতে হবে।
৫. মডলীর প্রধান হিসেবে সাধু পিতার বুঝতে পেরেছিলেন ভক্তদ্ব।

বায় পাণের বাক্যাংশের সাথে ডান পাণের বাক্যাংশের মিল কর :

| বায় পাণ | ডান পাণ |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ১. আমরা খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের | ■ সে সর্বদা সত্য কথা বলে |
| ২. খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের | ■ সমাজে বাস করতে চায় |
| ৩. যে মানুষ সত্য | ■ সকল সত্য প্রকাশিত হয়েছে |
| ৪. সব মানুষ সত্যময় | ■ নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ |
| ৫. শৃঙ্খলাবিহীন জীবন | ■ শিক্ষায় জীবন গঠন করতে চাই |
| | ■ রাজার বিহীন জাহাজের মতো |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সূক্ষ্মাবোধ বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|--------------|------------------|
| ক. আত্মসংযম | খ. আত্মবোধ |
| গ. আত্মরক্ষা | ঘ. আত্মমূল্যায়ন |

২. প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর বিবেক দিয়েছেন কেন?

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ক. ঈশ্বরকে মনে রাখতে | খ. ভালোমন্দ বিচার করতে |
| গ. বাস্তবতায় প্রবেশ করতে | ঘ. আনন্দিত হতে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবিন বরাবরই ক্রাসে অন্ত্র ও মস্তিষ্ক আচরণ করে। সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একদিন রবিন ও তার সহপাঠী প্রবীণের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানতে চাইলে রবিন অত্যাধিক অপরাধ স্বীকার করে এবং তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়।

৩. রবিনের আচরণে কোন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|---------------|------------------|
| ক. সাহসিকতা | খ. পরনির্ভরশীলতা |
| গ. সত্যবাদিতা | ঘ. ন্যায্যতা |

৪. রবিনের এসব গুণের কারণে সমাজের সেকেরা তাকে-

- শ্রদ্ধা করবে
- ভালোবাসবে
- অনুসরণ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সূক্ষ্মবোধ প্রশ্ন

- দশম শ্রেণির ছাত্র প্রবীণ পড়ালেখার খুব ভালো। ক্রাসের কোনো ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেবকে আত্মসংযমভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্বল ছাত্রদের বেতন প্রদানে সহযোগিতা করে। তার এসব কাজ দ্বারা সে সবার মন জয় করে নিয়েছে। সে এম, এ, এম, এড ডিগ্রি লাভ করে ঐ স্কুলেই শিক্ষকতার প্রবেশ করে। অ্যানিভার্সিটি তার কাজে সুশীল হয়ে তাকে কয়েক বছর পর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দিলেন।

- ক. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশ কয়টি?
 - খ. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
 - গ. সুন্দর জীবন গঠনে গ্রন্থিগঠনের কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছে বর্ণনা কর।
 - ঘ. 'গ্রন্থিগঠন যেন সাধু পিতরেরই মূর্তগ্রন্থীক' এ বিশ্বাসটির সাথে তুমি কী একমত পোষণ কর?
তোমার মতামত দাও।
২. পিয়াল পড়াশোনার মনোযোগ দেয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সে অধ্যবসায় করে। কিন্তু তার স্মরণশক্তি কম থাকায় সে কোনো বিষয় পড়ায় দুর্বল হলেও সে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া-আসা করা, ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও প্রতিদিনের পাঠ শেষ করা, বাড়ির কাজ করা, পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা, সমন্বয়মত ছুট থেকে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলো আত্মরিক্ততার সাথে করে থাকে। যেহেতু সামনেই তার বার্ষিক পরীক্ষা। তাই সে ঈশ্বরের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগল। পরিশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করল।
- ক. ঈশ্বর তার কোন আজার মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করেছেন?
 - খ. মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ঈশ্বর নিষেধ করেছেন কেন?
 - গ. পিয়ালের আচরণে পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষা ফুটে উঠেছে বর্ণনা কর।
 - ঘ. তুমি কি মনে কর পিয়ালের এ ধরনের জীবনযাপন তার জীবনে অনেক সুফল বয়ে নিয়ে আসবে? উত্তরের দৃষ্টান্ত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সত্যবাদিতা অর্থ কী?
২. যারা সত্য বলে তাদের অন্তরে কী থাকে না?
৩. শৃঙ্খলা বলতে কী বোঝায়?
৪. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কী প্রয়োজন?
৫. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশগুলো কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনের উপায় বর্ণনা কর।
৩. সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায় খিন্ননাথ বৈরাগী

খিন্ননাথ বৈরাগী খ্রীষ্টীয় সমাজের একজন অদ্ব্যুত সন্তান। আমাদের এতু বীতই তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি ঐক্যর ভাঙে সাড়া দিয়ে ঐক্যর আদর্শে জীবনবাশন করেছেন। খ্রীষ্টের নাম তিনি তাঁর জীবন ও কাজ দ্বারা প্রচার করেছেন। পবিত্র আত্মার সন্ধিতে তিনি এই কাজগুলো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনানন্দ আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল তারকার মতো। আমরা তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর অবদানগুলোর চিত্র লেখব। এভাবে আমরা ঠিক তাঁর মতো করে না হলেও অন্য কীভাবে এতু বীতর জন্য কাজ করতে পারি, তা ভাবতে চেষ্টা করব।



খিন্ননাথ বৈরাগী

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খিন্ননাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রীষ্টসংলগ্নে খিন্ননাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- মানবসেবার খিন্ননাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- খিন্ননাথ বৈরাগীর জীবনী পাঠ করে মানবকল্যাণমূলক কাজে উজ্জ্বল হবো।

পাঠ ১: শ্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশব

হাম-নদী-বাম-এই ডিনে বরিশাল। এই বরিশাল জেলার পৌরনদী উপজেলার ইন্দুরকানি গ্রামে বাস করতেন শ্রীনাথ ও স্বর্ণকুমারী বৈরাগী। চারদিকের খাল-বিল নদী-নালা তখন বর্ষার পানিতে ভেঁষে বসে করছে। কবি রবীন্দ্রনাথের শ্রিয় কবু বর্ষাকালের এমনই এক স্মরণীয় কণ্ঠে, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে শ্রীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। বাবা-মা তাঁদের এই আসরের সন্তানটির নাম রাখেন শ্রিয়নাথ বৈরাগী। শ্রিয়নাথের ছিল তিন ভাই ও এক বোন। বোনের নাম ছিল বিধুমুখী আর ভাইদের নাম: উত্তম, অতুল ও সুবোধ। শ্রিয়নাথ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সংগীতশ্রেণী। তাঁর দুই ভাই উত্তম এবং অতুলের জন্মও সর্বদাই জুড়ে থাকত সংগীতের প্রতি অগাধ প্রীতি। দুঃখের বিষয় মাত্র ২১ বছর বয়সে বড় ভাই উত্তম অকালে মৃত্যুবরণ করলে শ্রিয়নাথ শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এই পরিবারের বৈরাগী নাম গ্রহণের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। তাঁদের আপের নাম ছিল বশ্যোপাধ্যায়। শ্রিয়নাথ বৈরাগীর পিতামহ তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এইই চিন্তা হিসেবে তিনি বশ্যোপাধ্যায় নামটি পরিভ্রাণ করে বৈরাগী নাম গ্রহণ করেন। পরে লৈলা গ্রাম ত্যাগ করে তাঁরা ভক্তলসেন গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

শ্রিয়নাথ বৈরাগীর বাবা ছিলেন নামের গ্রাইয়ারি মিশন স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক। তাঁর মা ছিলেন নম্র ও কোমল স্বভাবের একজন শিক্ষিত নারী। স্বর্ণকুমারী সংসার ধর্ম পালনের অবসর মুহূর্তগুলোতে এলাকার নিরক্ষর মা-বোনদের অক্ষর জ্ঞান দান করে কাটাতে। সেই সময়ে কি ছেলে কি মেয়ে-শিক্ষার আলো কারো মাঝেই ছিল না বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার সবার চিঠি লিখে ও পড়ে দিতেন শ্রিয়নাথের মা। সময় করে মেয়েদের পঠির বাইবেল থেকে পাঠ করেও শোনাতে। তাইতো স্বর্ণ কুমারী ছিলেন ধর্ম-বর্ষ, ধনী-পরিব নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী।

শ্রিয়নাথ বৈরাগীর শিশুকাল মা-বাবার সাথেই কাটে। গ্রাইয়ারি পাস করেন মিশন স্কুল থেকে। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা ছাটস চার্চ কলেজ থেকে তিনি এক, এ (বর্তমানে আই, এ) পাস করেন। শ্রিয়নাথের অমায়িক ব্যবহার এবং মনের উদারতা, মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত সংগীতচর্চা এবং বেশোমুদায় অংশগ্রহণ করে তিনি অনেক সাক্ষ্য বয়ে এনেছেন। সংগীতশ্রেণী পরিবারের প্রতিটি সদস্য অপরূপ মায়ামত্তা কর্তার অধিকারী ছিলেন। শ্রিয়নাথ নিয়মিত খ্রিষ্টীয় সংগীতের চর্চা করতেন। সময় ও সুযোগ পেলেই ইশ্বরভক্ত এই গুণী সেবক সংগীত রচনা ও সুর নিয়ে আপন জগতে চলে যেতেন।

শ্রিয়নাথের কলেজজীবন পার হওয়ার সময়েই তার বাবা শ্রীনাথ বৈরাগী ইহলোকের মাতা ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হন। পিতার অকালমৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রিয়নাথের উপর। প্রচণ্ড ইশ্বরভক্ত শ্রিয়নাথ বাবার ও শ্রিয় বড় ভাইয়ের বিরহ-ব্যথায় প্রথমে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও ইশ্বরের উপর আস্থাশীল ও বিশ্বাসী শ্রিয়নাথ সব কিছু সামলে নিলেন এবং সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে চাকরির সন্ধানে বের হলেন। একসময় সুন্দরবনের কর বিভাগে একটা চাকরি পেলেন। এর মাধ্যমে তাঁর প্রচীর মহিমা প্রকাশের আরও বেশি সুযোগ হয়ে গেল। সুন্দরবনের অপরিসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে বিমোহিত করে তুলল। মল্লীত বিশালতা ও প্রাকৃতিক সমুদ্র কবালী ও এর তীরভূমি তাঁকে প্রাণনার নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ এনে দিল। এই সময়ে শ্রিয়নাথ খ্রিষ্টীয় সংগীত রচনা ও সুর সেওয়ার উপর অধিক সময় দিতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এই চাকরি খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। কর বিভাগের দুর্নীতি সহ্য করতে না পেরে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন দেয়াখালী। সেখানে তিনি মিশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন।

কাজ : ১। শ্রিয়নাথ বৈরাগীর মা কীভাবে নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দিতেন তা ছবিচিত্রনিয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন কর।

কাজ : ২। শ্রিয়নাথ বৈরাগী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা খারাবিকভাবে উল্লেখ কর।

পাঠ ২: খ্রিস্টীয় বৈরাণীর সংগীতমালা

খ্রিস্টীয় বৈরাণীর বংশের প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সংগীতস্নেহী ছিলেন। সবাই নিজ নিজ প্রতিভায় ও তৈয়ারী কণী ও প্রতিভাবান হিসাবে সবাত্মে পরিচিতি লাভ করেছেন। তবে খ্রিষ্টীয় সাহিত্য ও সংগীতে আসে থেকেই তাদের বংশের আলো ও নন্দন ছিল উল্লেখ করার মতো। খ্রিস্টীয় বৈরাণী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রাহ্য করেছিলেন, যার প্রমাণ তার রচিত খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিক সংগীতের বিশাল ভাণ্ডার।



কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র



সংগীতস্নেহী খ্রিস্টীয় নৃপতি পেরেছিলেন অমূল্য দুঃখের মাঝে তত্ত্ববুলক নির্বল খ্রিষ্ট-স্নেহের পান আহার খোরাক যোগায়। সংগীত মনে আগায় সাহস এবং ঈশ্বরস্নেহে নিমগ্ন হলে মনের মধ্যে প্রভু হীতর দেখানো পথে চলা সহজ হয়। তিনি দুঃখের পেরেছিলেন জগতের সকল কিছুই ক্ষমতায়ী। তিনি প্রভু হীতকে একমাত্র সত্য বলে মনে নিয়ে এক অমর পান রচনা করেন, যার বাণী অমর, যার সুর শ্রুতির সান্নিধ্যে দিয়ে যেতে পারে। খ্রিস্টীয়ের অনেক পানের মধ্যে একটি পান হলো-

আমার জুড়াসো গ্রাম এসে হীতর পায়।

এসে সরাল হীতর শ্রীচরণ তবে আমার মুচলো ভবের জয়।

ঐ চরণে নাইরে দুঃখ-ক্লেশ, নাইরে ভবের ছায়া, পাপ অশান্তির সেপ

বুঝি দুঃখ মমু প্রবাহী সেই সেপ আছে ঐ চরণ তলার।

খ্রিষ্টস্নেহী সংগীত সাধক খ্রিস্টীয়ের প্রতিটি পানের বাণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের পরম শান্তি। এ পান যে মানুষটি রচনা করতে পেরেছেন, তার হৃদয় যে প্রভুর স্নেহে কতখানি বিপ্লবিত হয়েছিল তা প্রকৃতিই জনবীর বিষয়। খ্রিষ্টীয় সংগীত সাধক খ্রিস্টীয় বৈরাণীর পানের পঙ্খীতে গেলে যেকোনো মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা পানে সেজে উঠে। প্রতিটি গ্রাম সকাতর ও চঞ্চল হয়ে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায়। তাইতো আমরা এই পানটিতে মুঁড়ে পাই তার সকলকণ আর্তি:

তোমার জয় হোক, জয় হোক, হে মহারাজ, হোক মহিমা কীর্তন এ যাইতলে।

তবে যত নরনারী এসে সাধি সাধি পুটাক তোমার ঐ চরণতলে।

বসে স্বর্ণের সিংহাসনে চেয়ে আছ জগৎ পানে

কোন্সব কে কীদে অভ্যাজন, করে হাত প্রদারণ

কর হে দ্বারপ, তুলে কোলে।

সংগীতের নিপুণ কারিগর খ্রিস্টীয় প্রভু হীতর নিকট নিজেকে নুঁসে নিতে পেরেছিলেন। তাইতো তিনি দুঃখের সময় হীতকে ভেঙেছেন আবার আনন্দের সময় হীতর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে হয়েছেন অন্তঃপ্রাণ।

মনের আনন্দে আজ ভাঙি জোয়ারে।

ওহে হীত সন্ধ্যায়, যারা তোমার সন্ধ্যা পায় তারা ধন্য হই এই সন্ধ্যারে।

আমার নয়নের জল, ছুঁমি কখন এসে মুছে দিলে আমি জানি না সন্ধ্যার।

এখন যে দিকেতে চাই, সুখের কুল-কিনারা নাই, সন্ধ্যার ভরা সুখের জোয়ারে।

এমনিভাবে প্রভু বীতর ভক্ত সংগীত পাপল মহান এই মানুষটির জন্য তরা ছিল স্বর্গীয় ভালোবাসায়। বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষের মাঝে কত সহজ ও সাবলীল ভাব ও ভঙ্গি, ভাল-শয়-সুর ও হৃদয়ের মাধ্যমে খ্রিষ্টকে প্রচার করেছেন তা আশ্চর্য প্রাণীদের ন্যায় আলো দিয়েছে সহস্র মনে। এই আলো খ্রিষ্টের ভালোবাসার আলো।

কাজ : মিয়নাথ বৈরাগীর যে কোন দুটি গান দুই দশে বিতক্ত হয়ে গেছে তনাও।

পাঠ্য-৩: মানবসেবার মিয়নাথ বৈরাগীর অবদান

আমাদের সমাজে বিভিন্ন মহত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নানাভাবে জনহিতকর কাজ করে গেছেন এবং বর্তমানেও করছেন। আমরা মনে করি, সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও সার্থক। তবে প্রত্যেকের সেবার ধরন এক নয়। মিয়নাথ বৈরাগী একদিকে সার্থক পালক হিসাবে আবার তাঁর সার্থকতা রয়েছে শিক্ষকতা, সাহিত্যচর্চা, পুস্তক অনুবাদ, রোগীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা, সেবক সমিতি গঠন এবং সেবক হিসাবে। নিচে আমরা কয়েকটি নিক একটু বিস্তারিতভাবে দেখি।

৩.১ সংগীতজগতে তাঁর অবদান : মিয়নাথ বৈরাগী নামের সাথে গুরুজি সখোদনটি তাঁর ভক্তজনের কাছে ছিল শ্রদ্ধার ও সম্মানের। একজন গণী মানুষকে তার শিক্ষকবর্ষের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় ও ভক্তজনীন সংগীতজগতে মিয়নাথের অবদান সম্পর্কে সবাই জানে। গুরুজি মিয়নাথ বৈরাগীর গান ও সুর আজও মানুষের হৃদয় কাঁদায়, চোখে জল আনে, পবিত্রতার আকাশে তারা জ্বল জ্বল করে, আঁখার রাস্তে পথ দেখায়, কাঁধ-শোকাঁধের প্রাণে আনে সাধুনা এবং সেবার জীবন পথ।

খ্রিষ্টীয় সংগীতজগতে মিয়নাথ বৈরাগী উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সময়টুকু পর্যন্ত যে অবদান রেখে গেছেন তা অপরিসীম। প্রভু বীত খ্রিষ্টকে মুক্তিকাতা হিসাবে গ্রহণ করে খ্রিষ্টের অনুসারীদের জন্য-মনে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছাপিয়ে রাখার মাধ্যম হিসাবে যে সকল সংগীত তিনি রচনা ও সুর করেছেন, তা খ্রিষ্টান সমাজের জন্য এক বিরাট অবদান।

৩.২ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : বড় ভাই উত্তম অকালে মৃত্যুবরণ করাতো মিয়নাথই তখন পরিবারের বড় সভ্যদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিবারের দুর্দিনে তাঁর একটা চাকরির তীষণ প্রয়োজন ছিল। সুন্দরবনের কল বিভাগে তিনি যে চাকরিটা পেয়েছিলেন তা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সং ও নির্ভীক মিয়নাথের জীবনের ন্যায়, সত্যতা ও বিবেকবোধ নাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ চাকরিতে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বাড়ি, গাড়ি ও অপাধ সহায়-সম্পত্তির মালিক হওয়ার মতো লোভনীয় সুযোগ ছিল। কিন্তু এসব তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি প্রকৃত খ্রিষ্ট বিশ্বাসীর উদাহরণ হিসাবে সোভ-লালসা পরিহার করে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

৩.৩ মজলীর পালক হিসাবে মিয়নাথ বৈরাগীর অবদান : খ্রিষ্ট বিশ্বাসী মিয়নাথ সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢলে যান ভারতের শ্রীরামপুর। সেখানে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্বের উপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্বে ডিগ্রি গ্রহণকালীন তার আগ্রহ, ইচ্ছা ও বহুমুখী গুণ এবং প্রতিভার ছাপ লক্ষ করা যায়। ফলে মিশনারি কর্তৃপক্ষ তাঁকে পালক হিসাবে নিয়োগ দেন। একজন আধ্যাত্মিক পালক হিসাবে তাঁর বাণী প্রচারের সুনাথ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মজলীর সকল লোক তার সংগীতের ভক্ত হয়ে পড়ে। যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে আসত তাঁর গান শুনে। এই সময়ই তাঁর সেবা গান ও সুর করা গান সকলের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মজলীর কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষ ও তাঁর মায়ের অনুরোধে ইছামতীকে বিয়ে করেন। ইছামতী তখন ছিলেন মিশন কলেজের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্বী হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। মিয়নাথ বৈরাগীকে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারে তিনি সার্বজনিক সাহায্য করতেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর থেকে ঢলে আসেন নিজ গ্রাম ইশ্বরকানিতে। সুসমাচার প্রচারে আবার তাঁর ডাক আসে। তিনি ঢলে যান ভারতের রাজহাট। কিছুদিন প্রচার করার পর সেখানকার আবহাওয়ায় বাপ ঝাঙাতে না পারায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। পরে তিনি আবার নিজ গ্রামে ঢলে আসেন।

৩.৪ অনুবাদক শ্রীনাথ বৈরাগী : ভারতের রাজস্থান থেকে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসেন। এবার তাঁর ডাক পড়ল পৌরনন্দী ক্যাথলিক মিশনে অনুবাদকের কাজ করার জন্য। সুশিক্ষিত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হিসাবে সেই সময়ে মিয়নাথ বাবুর খ্যাতি ও হাশ ছিল মানুষের মুখে মুখে। পৌরনন্দীতে তিনি পবিত্র বাইবেল থেকে ইশ্বরের বাণী অনুবাদ করেছেন। এছাড়া বাইবেল বিষয়ক অনেক মূল্যবান পুস্তকও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। এভাবে পৌরনন্দী ক্যাথলিক মিশনে তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সংগীত সেবা ও তাতে সুর করার কাজ চালিয়ে যান। মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও পরিচালনার সবার মধ্যে প্রার্থণের সজ্জার হয় এবং সচ্ছায়েলীয় তাঁর বাসায় গানের আসর বসত। সমবেত ভক্তদের তিনি নতুন নতুন গান শেখাতেন।

৩.৫ গরিব-দুঃখীর সেবায় মিয়নাথ বৈরাগী : মিয়নাথ বৈরাগীর মিষ্টি-মধুর কথা এবং অমায়িক ব্যবহার ছিল সবাইকে কাছে টানার এক যাদুকরী মাধ্যম। প্রতিদিন দুঃ-দুরান্ত থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে ছুটে আসত। কেউ প্রার্থনার অনুরোধ নিয়ে, কেউ বা আসত অর্থ সাহায্যের জন্য। তিনি গরিব-দুঃখী সবার জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রেখেছেন। সন্যাসে এগিয়ে এসেছেন মানুষের সাহায্যে। কথিত আছে যে, তিনি তাঁর বেতনের টাকা থেকে দুঃখী দরিদ্রদের সাহায্য করেছেন।

৩.৬ সাহিত্যিক মিয়নাথ : ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মিয়নাথ ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। সে সময় ঢাকা ও কলকাতা বেতারে বড়দিন ও পুণ্য সপ্তাহে খ্রিষ্টীয় সংগীত, গীতি আদেখা এবং নাটিকা পরিবেশন করা হতো। আর এ কাজে দক্ষ মিয়নাথের উপর গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর সফল বাস্তবায়নের কাজ। ঢাকার ধাকাকালীন তিনি বেশ করেকবার বেতারে খ্রিষ্টধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। জীবনের শেষ দিকে মিয়নাথ শ্রীরামপুরে বদলি হয়ে যান। সেখানে তাঁকে খ্রিষ্টীয় সাহিত্যবিষয়ক কর্মে নিযুক্ত করা হয়। ধর্মীয় নাটক লেখক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাছাড়া কবিতা, গল্প, কবিশানও তিনি রচনা করেন। তাঁর কর্মের জালি বিশ্লেষণ করলে খুব সহজে বলা যায়, তিনি বহুমাণের একজন সাহিত্যিক ছিলেন।

প্রার্থনালীল মানুষ হিসাবে ইশ্বরভক্ত মিয়নাথ জীবনের শেষ সময়টুকু কাটিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি কলকাতার শ্রীরামপুরেই ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাতে ইশ্বরের সেবক মিয়নাথ বৈরাগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে সশরীরে নেই। তবে তাঁর প্রতিটি গানের বাণী ও সেবাকর্মের মধ্যে তিনি জীবন্ত রয়েছেন।

কাজ : মিয়নাথ বৈরাগীর সেবাকর্মগুলোর মধ্যে প্রধানত কোনটি তুমি অর্জন করতে চাও এবং কীভাবে, তা লেখ।

অনুলীলনী

সূচনাম পূরণ কর :

১. খ্রিষ্টের নাম মিয়নাথ তাঁর জীবন ও দ্বারা প্রচার করেছেন।
২. তাঁদের আগের নাম ছিল
৩. মিয়নাথ বৈরাগীর বাবা ছিলেন গ্রামের ছুলের একজন নামকরা শিক্ষক।
৪. কলকাতা জটিল থেকে তিনি এফএ পাস করেন।

বাম পাশের ব্যাক্যাশের সাথে ডান পাশের ব্যাক্যাশের মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ১. খ্রিয়নাথের কলেজজীবন পার হওয়ার সময়েই ২. কর বিভাগের দুর্নীতি সহ্য করতে না পারে ৩. খ্রিয়নাথ বৈরাগীর বশেষর ৪. পরিবারের দুর্দিনে তার ৫. পৌরনীতে তিনি পবিত্র বাইবেল থেকে | <ul style="list-style-type: none"> ■ তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন সোহাখালী ■ প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সংগীতশ্রেণী ছিলেন ■ ঈশ্বরের বাণী অনুবাদ করেছেন ■ তার বাবা শ্রীনাথ বৈরাগী ইহসানকের মায়া ত্যাগ করে বর্গবাসী হন ■ একটা চাকরির জীষণ প্রয়োজন ছিল ■ নতুন গান শেখাতেন |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্রিয়নাথ বৈরাগী প্রিটের বাণী কীভাবে গ্রহণ করেছেন?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ক. প্রার্থনা করে | খ. খেলাধুলা করে |
| গ. জীবন ও কাজ ছাড়া | ঘ. দয়ার কাজ ছাড়া |

২. প্রিটশ্রেণী সংগীত সাধক খ্রিয়নাথের গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে-

- | |
|----------------------|
| ক. জীবনের পরম শান্তি |
| খ. ঐশ্বরিক ভালোবাসা |
| গ. আমন্দ উদ্ভাস |
| ঘ. দুঃখ-বেদনা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশীষ একজন শিক্ষিত যুবক। সে গান শুনতে ভালোবাসে। তার গ্রামের লোকদের সেবা দানের জন্য গ্রামে একটি সেবাসংঘ গঠন করা হলো। একসময় সেবার নামে অর্থ আদায় করে সংঘের ছেলেরা নিজস্বের স্বার্থ উদ্ধার করছে দেখে আশীষ সেই সংঘ ত্যাগ করে।

৩. আশীষের চরিত্রে খ্রিয়নাথের কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

- | | |
|---------------|------------------------|
| ক. সংগীত সাধক | খ. জ্ঞান সাধক |
| গ. সমাজকর্মী | ঘ. অন্যায়ের প্রতিবাদী |

৪. আশীষের গুণাবলির কারণে সে হতে পারবে-

- i. আদর্শ প্রিটবাসী
- ii. বিখ্যাত শিল্পী
- iii. অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. রোমিও ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত। সে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, রোগী সেবা ইত্যাদি কাজ নিয়মিত করে। সঙ্গীত সাধনা করাও তার একটি শখের কাজ। এলাকায় মানক ব্যবসার বিরুদ্ধে সে সোচ্চার। এমনকি তার অনেক সহপাঠীকে তাদের অন্যান্য কাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে তাদের সব ত্যাগ করেছে।
 ১. প্রিয়নাথ কোথায় চাকরি করতেন?
 ২. কী কারণে তিনি কর অফিসের চাকরি ছেড়ে দেন?
 ৩. তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রোমিওর মধ্যে ফুটে উঠেছে— ব্যাখ্যা কর।
 ৪. 'রোমিও যেন খ্রীষ্টীয় সমাজের এক অমূল্য সম্পদ'—এ উক্তি যথার্থতা মূল্যায়নে তোমার মতামত দাও।
২. সুব্রত ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা পোষণ করে আসছে লেখাপড়া করে সে পুরোহিত হবে। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি সে নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। গুরুজনদের সে শ্রদ্ধা করে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে। অনেক সময় নিজের হাত ধরতের টাকা থেকে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সাহায্য সহযোগিতা করে। পরিশেষে স্থানীয় পুরোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে পুরোহিত জীবনে প্রবেশ করে। নিজের জীবনে ঈশ্বরকে বুঝে পেতেই তার এ সাধনা।
 ১. প্রিয়নাথ বৈরাগী কোন কলেজে ধর্মতত্ত্ব পড়াশুনা করেন?
 ২. তিনি কেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন?
 ৩. সুব্রতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে? বর্ণনা কর।
 ৪. উপসর্গীকৃত জীবনের মধ্যেই প্রকৃত সার্বকতা- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রিয়নাথ বৈরাগীর পিতা ও মাতার নাম কী?
২. কে তৎকালীন সমাজের নিকট বিধি বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন?
৩. প্রিয়নাথ কর বিভাগের চাকুরী ছেড়ে কোথায় কাজে যোগ দেন?
৪. তিনি কখন ভারতের গ্রীষ্মপুরে গিয়েছিলেন?
৫. গৌরনদী ক্যাথলিক মিশনে কী কাজের জন্য প্রিয়নাথের ডাক পড়ল।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রিয়নাথের জন্ম ও শৈশবকাল কীভাবে কেটেছে তা বর্ণনা কর।
২. মানব সেবার প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা কর।
৩. মঞ্চলীর পালক হিসেবে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান তুলে ধর।